লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

প্রকাশনার ৯৯ বছর

নবপর্যায় ৮৪ বর্ষ | ১২ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ | ২৬ জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৩ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৪০০ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বিষ্ণুপুরে নবনির্মিত মসজিদ ভবনের শুভ উদ্বোধন করে এলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বিষ্ণুপুরে আরও একটি নবনির্মিত মসজিদ ভবন উদ্বোধন করা হল। বিষ্ণুপুরে নবনির্মিত মসজিদ ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ

বিষ্ণুপুরে নবনির্মিত মসজিদ ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখছেন জনাব শোয়ায়েব আবুল কালাম

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী কয়েকজন সফরসঙ্গীসহ বিষ্ণুপুর জামা'তে যান। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারি জায়েদাদ জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ, এডিশনাল নও-মোবাঈন জনাব মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, মাওলানা আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী, মীরপুর জামা'তের আমীর জনাব গোলাম কাদের সাহেব, সহকারি সেক্রেটারি উমুরে আমা জনাব মাহমুদুজ্জামান, সহকারি সেক্রেটারি জায়েদাদ জনাব কুদরতে রহমান ভূইঁয়া, জনাব মীর হাসান আলী নিয়াজ, MTA'র দু'জন সদস্য এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তিন জন সদস্যা কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এছাড়াও এবছর জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ থেকে সদ্যপাশকৃত পাঁচজন মুরব্বী মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফরসঙ্গী ছিলেন। পরবর্তীতে জনাব শোয়ায়েব আবুল কালাম সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসে যুক্ত হন– উক্ত মসজিদ নির্মাণে যার অসামান্য অবদান রয়েছে। নবনির্মিত মসজিদ ভবন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব জুমুআর নামাযের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। জুমুআর পরে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব হাবিবুর রহমান, জনাব শোয়ায়েব আবুল কালাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারি জায়েদাদ জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ, কোড্ডা জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ ভূইয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের আমীর জনাব খন্দকার মোস্তাক আহমদ, মিরপুর জামা'তের আমীর জনাব গোলাম কাদের, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারি তরবিয়ত জনাব শাহানশাহ আজাদ জুম্মন, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রিন্সিপাল ও সাবেক ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশ্‌শেরউর রহমান, জনাব মীর হাসান আলী নিয়াজ, জনাব এহসানুল হাবীব জয়, বিষ্ণুপুর জামা'তে কর্মরত মুরব্বী মাওলানা কামরুজ্জামান, মাওলানা এহতে শামুল বশির (মোয়াল্লেম), বিষ্ণুপুর জামা'তের সেক্রেটারি মাল জনাব কামরুজ্জামান, বিষ্ণুপুর জামা'তের সদস্য জনাব নূর মোহাম্মদ ভূইয়া এবং বিষ্ণুপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মিনহাজ উদ্দীন আহমদ (মুন্না) কৃতজ্ঞতামুলক বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনটি গাছ রোপণ করা হয়। একটি গাছ রোপণ করেন জনাব শোয়ায়েব আবুল কালাম সাহেব (উক্ত মসজিদ নির্মানে যার অসামান্য অবদান রয়েছে), দ্বিতীয়টি রোপণ করেন কেন্দ্র থেকে লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা। সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং তার সফর সঙ্গীরা মিলে একটি গাছ রোপণ করেন। গাছ রোপণ শেষে দোয়া করে কেন্দ্রীয় কাফেলা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে সেখানে একটি টালির মসজিদ ছিল। সম্ভবত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মধ্যে সেটি ছিল একমাত্র টালির মসজিদ যেটি সাবেক ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশ্‌শেরউর রহমান সাহেব উদ্বোধন করেছিলেন।

ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সাথে আহমদী সদস্যবৃন্দ

সম্পাদকীয়

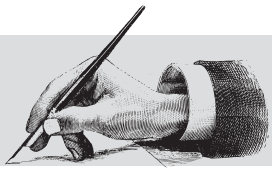

মানুষেরে ঘৃণা করি, ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি' মরি'

"আমার এ দেশ সব মানুষের; চাষাদের, মুটেদের, মজুরের, গরিবের নিঃস্বের, ফকিরের। নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারে; নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারে; হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, দেশ মাতা এক সকলের"– আলী মহসিন রাজা'র লেখা এই দেশাত্মবোধক গানটি সত্যিকার বাঙালী চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের একটিই পরিচয়, আমরা বাঙালী। আমরা এমন এক দেশের স্বপ্ন দেখি, যেখানে শ্লোগান হবে- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'-(চণ্ডীদাশ)। যেখানে সব ধর্মের লোক মিলে-মিশে একাকার। সত্যিই কি আমরা হৃদয়ে বাঙালী? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আজ সত্যিই কি আমরা স্বাধীনতার উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি? যদি হয়েই থাকি তাহলে কেন মাঝে মাঝে বিদ্বেষী মৌলবাদ মাথা চাড়া দেয়? কেন ধর্মীয় মতপার্থক্যের দোহাই দিয়ে ২ দিনের মৃত শিশুকে কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে দেই? বলছি ০৯ জুলাই ২০২০ ঘাটুরার সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের কথা। আহমদীয়া মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া কি পাপ? শিশুদের কি পাপ আছে? তাহলে ধর্ম কেন বলে, শিশুরা নিষ্পাপ? মহানবী (সা.) নিজে যদি ইহুদীর লাশের সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন তাহলে তাঁর অনুসারী হওয়ার দাবীদার কীভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘাটুরায় কবর উপড়ে শিশুর লাশ তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে? ৮ হিজরী সনে সেনাদল প্রেরণের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) বলেন– আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য উপদেশ হল, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর আর সিরিয়ায় গিয়ে আল্লাহ্ ও তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (তবে স্মরণ থাকে) সেখানে বিভিন্ন উপাসনালয়ে জগতবিমূখ কিছু সন্ন্যাসীকে তোমরা দেখতে পাবে– তাদের কোন ক্ষতি করবে না। কোন নারী, শিশু বা অতিবৃদ্ধকে হত্যা করবে না। অযথা কোন গাছ কাটবে না আর কোন ভবন ধ্বংস করবে না (সীরাতে হালাবীয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৬)। যেখানে নারী, শিশু ও অতিবৃদ্ধদেরকে মহানবী (সা.) সকল বৈষম্যের ঊর্ধ্বে রেখেছেন সেখানে ধর্মের ধ্বজাধারীরা শিশুর লাশের অবমাননা করে কোন্ ইসলাম পালন করছে?

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালকের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়:

"বাংলাদেশে গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন জেলায় হামলা ও সামাজিক নিগ্রহের শিকার হয়ে আসছেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। কেবল ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ায় তাদের উপাসনালয় ও বাড়িঘর পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছে অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে বলা আছে, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে রাষ্ট্র কারও সাথে বৈষম্য করবে না। আবার সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকারও দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ভূমিকা নিলে ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত এসব হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটতো না।" উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "ধর্মীয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের সুরক্ষা ও ধর্মীয় বিশ্বাসপ্রসূত ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সহিংসতা মোকাবেলায় ২০১১ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে (১৬/১৮) ও সাধারণ অধিবেশনে (৬৬/১৬৭) দুটি রেজ্যুলেশন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক পরিসরে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি পালনের নৈতিক বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশের রয়েছে। কাজেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন এ ঘটনায় স্বপ্রণোদিত ব্যবস্থা গ্রহণের দায় কোনভাবেই এড়াতে পারে না। তাই কবর থেকে শিশুর লাশ তুলে ফেলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও অবাধে তাদের মত তথা ধর্ম পালনের অধিকার সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই।" *(তথ্যসূত্র: https://bangla-archive.dhakatribune.com/bangladesh/2020/07/12/25190)*

বিবেকের তাড়নায় সেদিন সুশীল সমাজ এবং সংবাদকর্মীরা আহমদীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে অপরাধীরা সামান্য ক'দিন গা-ঢাকা দিলেও সদর্পে ফিরে এসে আবারও বিদ্বেষের বীজ বুনেছিল। সেই বীজ থেকে এখন চারাগাছ জন্মেছে আর তাই তো অতি সম্প্রতি (গত ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘাটুরা গ্রামে আহমদী সদস্যা লতিফা বেগম (৭০) মারা গেলে আবারও মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে উগ্রধর্মান্ধরা সরকারি কবরস্থানে লাশ দাফন করতে বাধা দেয়। এরা আহমদীদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে নিজেরাই কাফেরসুলভ আচরণ করে চলেছে।

পরিশেষে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে হয়: "হায়রে ভজনালয়, তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়, মানুষেরে ঘৃণা করি, ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি' মরি'; ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ' নাও জোর ক'রে কেড়ে, যাহারা আনিল গ্রন্থ'– কেতাব সেই মানুষেরে মেরে, পূজিছে গ্রন্থ' ভণ্ডের দল।"

সূচিপত্র

৩১ ডিসেম্বর ২০২১

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

২৯ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৬
বিষয়: ***হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

কাদিয়ান জলসা ২০২১-এ সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত সমাপনী বক্তৃতা ১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: ২৮
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করল মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, জার্মানির সদস্যবৃন্দ

সীরাতুল মাহদী (আ.) ৩০
[হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]
প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)
ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

কবিতা ৩১

মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত ৩২
এস এম ইব্রাহীম

সংবাদ ৪০

শেক সংবাদ ৪২

বৈবাহিক সংবাদ ৪৩
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৪৪

প্রচ্ছদ পরিচিতি:
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বিষ্ণুপুরে নবনির্মিত মসজিদ ভবন
Photo Credit: মাওলানা রবিউল ইসলাম, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

কুরআন শরীফ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قَالَ اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰہُ مِنَ الۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۲۸﴾ *(সূরা আল্ মায়েদা: ২৮)*

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া কবুল করে থাকেন।

তফসীর

তফসীরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.):

"তাকওয়ার পথ অবলম্বন করো কেননা তাকওয়া বা খোদাভীতি এমন এক জিনিস যাকে শরিয়তের মূল বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে'। অর্থাৎ শরিয়তকে যদি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে হয় তাহলে একমাত্র তাকওয়াই হতে পারে শরিয়তের মূল। 'তাকওয়ার ধাপ ও মর্যাদার অনেকগুলো স্তর রয়েছে। কেউ যদি সত্যিকার অন্বেষী হয়ে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে এর প্রাথমিক ধাপ ও স্তর অতিক্রম করে তবে সে তার সত্যান্বেষণের জন্য উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকীন" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া কবুল করে থাকেন। এটি মূলত তাঁর প্রতিশ্রুতি আর তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না। কখনও অঙ্গীকারে ব্যতিক্রম করেন না। যেভাবে তিনি বলেছেন, ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মি'আদ (সূরা আলে ইমরান: ১০)। কাজেই দোয়া গৃহীত হবার জন্য যখন তাকওয়া একটি অপরিহার্য শর্ত তখন যদি কোন ব্যক্তি উদাসীন ও বিপথগামী হয়ে দোয়া গৃহীত হবার আশা রাখে, তবে কি সে নির্বোধ ও অজ্ঞ নয়? অতএব আমার জামা'তের প্রতিটি সদস্যের তাকওয়ার পথে চলা আবশ্যক, যাতে করে তারা দোয়া গৃহীত হবার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে এবং সমৃদ্ধ ঈমান হতে অংশ লাভ করতে সক্ষম হয়'। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪, এডিশন ২০০৩, রাবওয়াহ থেকে প্রকাশিত)*

হাদীস শরীফ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ أَبِي، سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا". وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ" بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".

[সহীহ্ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৬৩০৯, ইসলামিক সেন্টার: ৬৩৫৮]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, ধোঁকাবাজি করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগোচরে শত্রুতা করো না এবং একে অন্যের ক্রয়-বিক্রয়কে উপেক্ষা করে ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করো না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই হয়ে যাও, কেননা এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। আর এটিই হল প্রকৃত তাকওয়া। এ কথা বলে মহানবী (সা.) তিনবার নিজ বক্ষের দিকে ইশারা করলেন। অতপর বলেন, একজন মানুষের মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে। এক মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ ও মানসম্ভ্রম অপর সকল মুসলমানের জন্য হারাম (তথা সম্মানের জিনিস)।

অমৃতবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "ওয়া জা'ইলুল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাউকাল্লাযীনা কাফারূ ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ" অর্থাৎ 'তোমার অনুসারী এ জামা'তকে আমি অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দিব (সূরা আলে ইমরান: ৫৬)। নাসারায় জন্ম নেয়া ইবনে মরিয়মকে আল্লাহ্ তা'লা এ সান্ত্বনাসূচক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, ঈসা মসীহ্'র নামে আগমনকারী ইবনে মরিয়মকেও আল্লাহ্ তা'লা ঐ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করে সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি আর আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা ঐ একই সুসংবাদ দিয়েছেন। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন! যারা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এ মহান প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদে যারা অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তারা কি ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যারা নফসে আম্মারাহ্ তথা অবাধ্য আত্মার পর্যায়ে গুণাহ্ ও মন্দকর্মে লিপ্ত। না, কক্ষনো না। যারা আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতির প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে এবং আমার কথাকে কল্পকাহিনী মনে করে না, তারা স্মরণ রেখ এবং মন দিয়ে শোন! আমি পুনরায় একবার সেসব লোকের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তা কোন সাধারণ সম্পর্ক নয় বরং নিবিড় এক সম্পর্ক আর এমন সম্পর্ক যার প্রভাব শুধু আমার ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমিত নয় বরং সেই সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে, যিনি আমাকেও সেই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ-মানব (সা.) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, যিনি পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। আমি বলতে চাই, যদি এ বিষয়ের প্রভাব শুধু আমার ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত থাকত তবে আমার কোনই শঙ্কা ও চিন্তা থাকত না এবং কোন ভ্রূক্ষেপও হত না। কিন্তু বিষয়টি কেবল এতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। এর প্রভাব আমাদের প্রিয় মহানবী (সা.) এবং খোদা তা'লার পবিত্র সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কাজেই এমতাবস্থায় তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখ, যদি এ সুসংবাদের অংশীদার হতে চাও এবং এর সত্যায়নকারী হবার প্রত্যাশা রাখ এবং কিয়ামত পর্যন্ত অস্বীকারকারীদের ওপর জয়যুক্ত থাকার মত বিরাট সাফল্য লাভের সত্যিকার বাসনা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে আমি শুধু এটুকুই বলব, এ সাফল্য ততক্ষণ অর্জিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নফসে 'লাওয়ামাহ্' (অর্থাৎ তিরস্কারকারী আত্মা)'র পর্যায় অতিক্রম করে 'মুতমাইন্নাহ্' (অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা)'র চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে না যাও। তোমরা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ যিনি মা'মুর মিনাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট। অতএব তাঁর কথা মন দিয়ে শোন এবং তাঁর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকো, যাতে ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত না হও যারা অঙ্গীকার করার পর অস্বীকারের নোংরামীতে লিপ্ত হয়ে চিরস্থায়ী শাস্তি ক্রয় করে নেয়'। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫, এডিশন ২০০৩, রাবওয়াহ থেকে প্রকাশিত)*

২৯ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.) যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন তাদের মাঝে হযরত উমর (রা.)ও একজন। হযরত আবু মূসা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে মদিনার কোন এক বাগানে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে বলে। তখন নবী করিম (সা.) বলেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি আগন্তুকের জন্য দরজা খুলে দেখি, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)। আমি তাকে সে বিষয়ের সুসংবাদ প্রদান করি যা মহানবী (সা.) বলেছিলেন। তিনি আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি আসে এবং দরজা খুলতে বলে। মহানবী (সা.) বলেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি দরজা খুলে দেখি, হযরত উমর (রা.)। আমি তাকে সেকথাই বলি যা মহানবী (সা.) বলেছেন। তিনি আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন। এরপর আরেকজন আসে এবং দরজা খুলে দিতে বলে। মহানবী (সা.) বলেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও যদিও সে এক বিপদের সম্মুখীন হবে। আমি দরজা খুলে দেখি তিনি হলেন, হযরত উসমান (রা.)। আমি তাকে সেকথা বলি যা মহানবী (সা.) বলেছিলেন। তিনিও আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন আর এরপর বলেন, বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার জন্য কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা যায়।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি এবং উসমান জান্নাতি, হযরত আলী জান্নাতি, হযরত তালহা জান্নাতি, হযরত যুবায়ের জান্নাতি, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ জান্নাতি, হযরত সা'দ বিন আবি অক্কাস জান্নাতি, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতি এবং আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ জান্নাতি– একথা তিনি দশ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা একবার নবী করিম (সা.)-এর পাশে ছিলাম, সেই সময় তিনি (সা.) বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমি নিজেকে জান্নাতে দেখলাম। সেখানে আমি দেখি, এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওযু করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি এই প্রাসাদ কার? লোকজন বলে, এটি উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর প্রাসাদ। আমি তার আত্মাভিমানের কথা চিন্তা করে সেখান থেকে চলে আসি। হযরত উমর (রা.)ও সেখানে বসা ছিলেন, তিনি (রা.) একথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কি আপনার প্রতিও আত্মাভিমান দেখাব, আপনি কেন চলে এলেন, সেখানে গিয়ে আশিসমণ্ডিত করতেন!

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ইল্লিয়্যিনদের কোন ব্যক্তি যখন জান্নাতবাসীদের প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে তখন তার চেহারার কারণে জান্নাত আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে যেন তার চেহারা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) উভয়ই তাদের অন্তর্ভুক্ত আর তারা দুজন কতইনা উত্তম মানুষ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাছে জান্নাতিদের একজন আসছে, তখন হযরত আবু বকর (রা.) আসলেন। তিনি পুনরায় বলেন, তোমাদের কাছে এক জান্নাতবাসী আসছে, তখন হযরত উমর (রা.) আসেন। অনুরূপভাবে এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, আবু বকর ও উমর হল নবী রসূলগণ ব্যতিত জান্নাতের পূর্বাপর সকল বয়োজ্যেষ্ঠদের সর্দার।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন উমর বিন খাত্তাব জান্নাতবাসীদের প্রদীপ। হযরত উমর (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা মহানবী (সা.) হতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আকওয়া বিন আমের বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার পরে যদি কোন নবী হত তবে অবশ্যই উমর বিন খাত্তাব হত। অর্থাৎ এটি নবুয়্যতের অব্যবহিত পরের কথা বলা হয়েছে, নয়ত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে মহানবী (সা.) নিজেই নবীউল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র নবী) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উমরকে মুহাদ্দাস আখ্যায়িত করা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতে মুহাদ্দাস হত। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ (মুহাদ্দাস) থেকে থাকে তবে সে হচ্ছে উমর বিন খাত্তাব (রা.)।

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মাঝে এমন লোক ছিল যারা মুহাদ্দাস ছিল। আমার উম্মতে অনুরূপ কেউ থাকলে সে হচ্ছে হযরত উমর। মুহাদ্দাস সেই ব্যক্তি যার প্রতি অজস্র ইলহাম এবং কাশ্‌ফ হয়ে থাকে।

অতঃপর বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈল জাতিতে এরূপ ব্যক্তি ছিল যাদের সাথে আল্লাহ্ বাক্যালাপ করতেন অথচ তারা নবী ছিল না। আমার উম্মতে এরূপ কেউ থেকে থাকলে সে হচ্ছে উমর।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লা সর্বদা রূপকের ব্যবহার করেন আর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একজনের নাম আরেকজনকে দিয়ে থাকেন। যে ইব্রাহীমের ন্যায় হৃদয় রাখে সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে ইব্রাহীম। আর যে উমর ফারুকের হৃদয় রাখে সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে উমর ফারুক। তোমরা কি এ হাদীস পড় না যে, যদি এ উম্মতেও মুহাদ্দাস থাকে যার সাথে আল্লাহ্ তা'লা বাক্যালাপ করেন তবে সে হচ্ছে উমর। এখন এ হাদীসের অর্থ কি এটি যে, হযরত উমরের মাধ্যমে মুহাদ্দাসিয়ত শেষ হয়ে গেছে, কক্ষনো না। বরং এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা উমরের আধ্যাত্মিক অবস্থার ন্যায় হয়ে গেছে সে প্রয়োজনের সময় মুহাদ্দাস হবে। এরপর তিনি (আ.) বলেন, এ অধমের প্রতিও একবার এ মর্মে ইলহাম হয়েছিল যে, "ফীকা মা'দাতুন ফারুকিয়্যা" পূর্ণ ইলহামটি হল, আনতা মুহাদ্দাসুল্লাহ্ ফীকা মা'দাতুন ফারুকিয়্যা, অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র মুহাদ্দাস, তোমার মধ্যে ফারুকী বৈশিষ্ট্য বা উপকরণ রয়েছে।

যেমনটি আমি বিগত খুতবাগুলোর কোন এক খুতবায় বলেছি, হযরত উমর (রা.) কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এখানেও উল্লেখ করছি। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের ৭০ জন হাফেয শহীদ হন। এ সম্পর্কে হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী বর্ণনা করেন, যখন ইয়ামামাতে লোকদের শহীদ করা হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠান। সেই সময় তার কাছে হযরত উমর (রা.) ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, উমর আমার কাছে এসে আমাকে বলেছেন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক শহীদ হয়েছে আর আপনি যদি কুরআনকে সংকলিত করে সংরক্ষণ না করেন আমার আশঙ্কা হয় অন্যান্য যুদ্ধেও

ক্বারী এভাবে শহীদ হলে পবিত্র কুরআনের অনেকটা হারিয়ে যাবে। হযরত উমর বলেন, আমার পরামর্শ হল, পবিত্র কুরআন এক জায়গায় সংকলন করুন। হযরত আবু বকর (রা.) উমর কে বলেন, আমি এমন কাজ কীভাবে করি যা মহানবী (সা.) করেন নি। উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনার এই কাজ শুভ হবে। পুনরায় হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, উমর আমাকে বার বার এটাই বলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ে আমার বক্ষ উন্মোচন করে দেন। আর এখন আমিও এটাই যথার্থ বলে মনে করি যা উমর যথাযথ মনে করেছিলেন, অর্থাৎ কুরআনের সংকলন হওয়া উচিত। এরপর যায়েদ বিন সাবিত (রা.) কুরআনের সংকলন করার কাজ শুরু করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আমি পূর্বেই দিয়েছি।

হযরত উমর (রা.) এর কুরআন করিম হিফয করার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আবু উবায়দা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মুহাজের সাহাবীদের মাঝে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের কুরআন হিফয করার বিষয় প্রমাণিত আর তারা হলেন- আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, সা'দ, ইবনে মাসউদ, হুযাইফা, সালেম, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ বিন সায়েব, আবদুল্লাহ্ বিন উমর এবং আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাযি আল্লাহু আনহুম। এটাও বলা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবর্তীণ হওয়া ওহীর সাথে হযরত উমরের (রা.)-এর মতামতের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। সিহাহ্ সিত্তার বর্ণনায় হযরত উমরের চিন্তাধারার সাথে ওহীর সামঞ্জস্যের কথা যেসব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেখানে তিনটি বিষয়ে সামঞ্জস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিহাহ্ সিত্তার রেওয়ায়েতের সংখ্যা সম্মিলিতভাবে দাঁড়ায় ৭ (সাত)। সহীহ্ বুখারীতে হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আমার প্রভুর ইচ্ছার সাথে মিলে গেছে। আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা বানিয়ে নিতে পারি। তিনি এটি বলেন আর এরপর وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى আয়াত অবতীর্ণ হয়। এছাড়া পর্দার বিষয় বলার পর পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আপনার স্ত্রীদের পর্দা করার আদেশ দিন, কেননা তাদের সাথে ভাল মন্দ উভয় ধরনের মানুষ কথা বলে। এরপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীগণ আত্মাভিমানের কারণে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জোটবদ্ধ হয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি তাদের বললাম, অর্থাৎ সেই স্ত্রীদেরকে যাদের মধ্যে তার কন্যাও ছিল, মহানবী (সা.) যদি তোমাদের তা'লাক দিয়ে দেন তাহলে আমি আশা করি, তার প্রভু তোমাদের থেকে উত্তম স্ত্রী মহানবী (সা.)-কে দিবেন। এ বিষয়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ অর্থাৎ আর হতে পারে তিনি যদি তোমাদের তা'লাক দিয়ে দেন তাহলে তার খোদা তোমাদের পরিবর্তে তার (সা.) জন্য তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দিবেন।

সহীহ্ মুসলিমে এসেছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, তিন ক্ষেত্রে আমার প্রভুর সাথে আমার কথা মিলে গেছে। মাকামে ইব্রাহীম সম্পর্কে, পর্দা সম্পর্কে এবং বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে, কিন্তু বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে এই রেওয়ায়েতটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবও কতিপয় দলিলপ্রমাণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন। পুরোনো আলেম এবং তফসীরকারীরাও লিখেছেন এবং এটি প্রমাণ করেছেন যে, বদরের যুদ্ধবন্দীদের শাস্তি দেয়ার বর্ণনাটি সঠিক নয় আর এর বিস্তারিত বর্ণনা আমি পূর্বে একটি খুতবায় উপস্থাপন করেছি।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত উমর (রা.)-এর মুনাফিকদের জানাযা না পড়ার বিষয়েও কুরআনী আয়াতের সাথে মিল পাওয়া যায়। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সুলুল যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে, তিনি (সা.) যেন তার পিতাকে দাফন করার জন্য তাকে তাঁর (সা.) জামা দান করেন। অতএব তিনি (সা.) তাকে জামা দিয়ে দেন। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর নিকট তার জানাযার নামায পড়ানোর আবেদন করে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য যান। এতে হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে যান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাপড় টেনে ধরেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি তার জানাযার নামায পড়াতে যাচ্ছেন অথচ আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তার জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে (এ বিষয়ে) পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন এবং বলেছেন, استغفر لهم او لا تستغفر لهم অর্থাৎ তুমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর। যদি তুমি তার জন্য ৭০ বারও ইস্তেগফার কর (কোন লাভ হবে না) তিনি (সা.) বলেন, আমি ৭০ বারের অধিকবার ইস্তেগফার করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, সে মুনাফিক। কিন্তু (তারপরও) রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। তখন মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ আয়াত ولا تصل على احد منهم مات ابدا অবতীর্ণ করেন, অর্থাৎ তুমি মুনাফিকদের মধ্য হতে কখনও তাদের কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়বে না এবং কখনও তাদের কবরে দোয়ার জন্য দণ্ডায়মান হবে না।

মদ নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ে হযরত উমর (রা.)-এর চিন্তাধারার কুরআনের ওহীর সাথে মিলের কথা সুনান তিরমিযীতে পাওয়া যায়। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! মদ সম্পর্কে আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক নির্দেশ অবতীর্ণ কর, তখন সূরা বাকারার আয়াত يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, এদুটির মধ্যে মহাপাপ নিহিত আছে এবং মানুষের জন্য সেগুলোর মধ্যে অল্প কিছু উপকারও আছে; কিন্তু এই উভয়ের পাপ (ও ক্ষতি) এগুলোর উপকার অপেক্ষা গুরুতর (সূরা বাকারা: ২২০)। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হযরত উমর (রা.)-কে এই আয়াত পড়ে শুনানো হয়। এই আয়াত শুনে হযরত উমর (রা.) পুনরায় বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বর্ণনা কর, তখন সূরা নিসার আয়াত

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى

অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চেতনাহীন বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারেকাছে যেয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যা বল তা অনুধাবন করার যোগ্য হয়ে ওঠ (সূরা নিসা: ৪৪)। হযরত উমর (রা.) পুনরায় আসেন এবং তাঁকে এই আয়াত পড়ে শুনানো হয়। তখন তিনি (রা.) পুনরায় বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য মদ–সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর, তখন সূরা মায়েদার আয়াত

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর এবং নামায হতে বিরত রাখতে চায়– অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে? (সূরা মায়েদা: ৯২)। হযরত উমর (রা.) পুনরায় আসেন এবং এই আয়াত তাঁকে পড়ে শুনানো হয় তখন তিনি (রা.) বলেন, আমরা নিশ্চয় এথেকে বিরত থাকব, আমরা বিরত থাকব।

আল্লাহ্‌র ওহীর সাথে হযরত উমর (রা.)-এর চিন্তাধারার সামঞ্জস্যতার বিষয়ে সিহাহ্ সিত্তাতে উল্লেখিত এই কথাগুলো ছাড়াও জীবনীকারগণ আরও অনেক ঐকতানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লামা সুয়ূতী প্রায় বিশটি মিলের কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর পদমর্যাদা সম্পর্কে কী জান, তিনি সাহাবীগণের মধ্যে কত মহান মর্যাদার অধিকারী? তার মর্যাদা এমন যে, কখনও কখনও তাঁর (রা.) মতামত অনুসারে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। আর তাঁর সম্পর্কে এই হাদীস রয়েছে যে, শয়তান উমরের ছায়া দেখে পলায়ন করে। দ্বিতীয়ত এই হাদীসও রয়েছে যে, যদি আমার পরে কেউ নবী হত তবে উমর হত। তৃতীয় এই হাদীস রয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহে মুহাদ্দাস হত, এই উম্মতে যদি কেউ মুহাদ্দাস থেকে থাকে তবে সে হল হযরত উমর।

বিভিন্ন যুদ্ধে হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শ প্রদান এবং মহানবী (সা.)-এর তা গ্রহণ করা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা নাকি হযরত আবু সাঈদ (রা.) এ ব্যাপারে রেওয়ায়েতকারী আমেশের সন্দেহ ছিল যে, তাদের মধ্যে থেকে কে ছিলেন। যাহোক তিনি বলেন, তবুকের যুদ্ধের দিন মানুষের প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল। (তাই) তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের পানি বহনকারী উট জবাই করে খাব এবং (এর) চর্বি ব্যবহার করব। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে (জবাই) করে নাও। তখন হযরত উমর (রা.) এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি এমনটি করেন তাহলে বাহনের সঙ্কট দেখা দিবে। তবে আপনি লোকদেরকে তাদের কাছে গচ্ছিত পাথেয় নিয়ে আসতে বলুন। অর্থাৎ তাদের নিকট যেসব খাদ্যদ্রব্য রয়েছে সেগুলো নিয়ে আসুক আর এতে বরকতের নিমিত্তে দোয়া করুন। এটি অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ এতে বরকত দান করবেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হ্যা! এটি ঠিক। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) একটি চামড়ার দস্তরখানা আনিয়ে বিছিয়ে দেন এরপর তাদের কাছে রয়ে যাওয়া পাথেয় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ যে খাদ্যসামগ্রীই ছিল তা নিয়ে আসতে বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, কেউ এক মুষ্ঠি ভুট্টা আনে, কেউ এক মুষ্ঠি খেজুর আর কেউবা আবার রুটির টুকরো ইত্যাদি নিয়ে আসে। এভাবে এই দস্তরখানায় কিছুটা (খাদ্যসামগ্রী) একত্র হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) তাতে বরকতের জন্য দোয়া করেন। এরপর বলেন, এখন নিজ নিজ পাত্রে (খাবার) নিয়ে নাও আর তারা পাত্রে সেগুলো নিয়ে নেয় এবং সৈন্যদলের সব পাত্র ভরে নেয়া হয়। এরপর সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খায় আর কিছুটা বেঁচেও যায়। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসূল। যে ব্যক্তি সন্দেহমুক্ত হৃদয়ে এ দুটি সাক্ষ্যসহ খোদার সাথে সাক্ষাৎ করবে তাকে জান্নাত থেকে বিরত রাখা হবে না। এটি সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত। সহীহ্ বুখারীতে এ রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াযিদ বিন আবি উবায়েদ হযরত সালমা বিন আকুয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেন, এক অভিযানে লোকদের পাথেয়তে ঘাটতি দেখা দেয় আর তাদের কাছে কিছুই ছিল না। ফলে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজেদের উট জবাই করার অনুমতি নিতে এলে তিনি (সা.) তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে হযরত উমর (রা.)-কে তারা (এ বিষয়ে) অবগত করল; তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমাদের উট শেষ হয়ে গেলে তোমাদের

কীভাবে চলবে? একথা বলার পর হযরত উমর (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাদের উট শেষ হয়ে গেলে তাদের চলবে কীভাবে? তখন মহানবী (সা.) বললেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও! সবাই যেন তাদের গচ্ছিত পাথেয় নিয়ে আসে। এরপর মহানবী (সা.) সেই পাথেয় বা খাদ্যসামগ্রীতে বরকতের দোয়া করেন আর এরপর তাদের পাত্র আনিয়ে নেন। লোকেরা (তাদের পাত্র) ভরে ভরে নেয়া আরম্ভ করে। এমনটি করা শেষ করলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল।

আযানের সূচনা সম্পর্কেও হযরত উমর (রা.) স্বপ্ন দেখেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ওহী সাহাবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) নামে এক সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ওহীর মাধ্যমে আযান শিখিয়েছেন আর মহানবী (সা.) তার সেই ওহীর ওপর ভিত্তি করেই মুসলমানদের মাঝে আযানের প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের ওহীও এর সত্যায়ন করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা এ আযানই শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ দিন পর্যন্ত আমি নীরব থাকি, ইত্যবসরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে আরেক ব্যক্তি এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। আরেকটি রেওয়ায়েতে একথাও রয়েছে যে, এক ফিরিশতা এসে আমাকে আযান শিখায় আর তখন আমি কিছুটা জাগ্রত ও আধোঘুমে ছিলাম।

সুনান তিরমিযীর রেওয়ায়েত আমি ইতোপূর্বেও বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখানেও আবার বলে দিচ্ছি। পরের যেসব বাক্য রয়েছে তা থেকেই বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত উমর (রা.)-এর স্বপ্নের কতটা গুরুত্ব ছিল। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমি সকালবেলা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসি এবং তাঁকে স্বপ্ন শুনাই। তিনি (সা.) বলেন, অবশ্যই এটি সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সাথে যাও, নিশ্চয়ই তোমার চাইতে তার আওয়াজ উঁচু, শ্বাস দীর্ঘ আর তাকে তুমি (সেই বাক্যগুলোই) বলতে থাক যা তোমাকে বলা হয়েছে। তার উচিত হবে সেগুলোর ঘোষণা দেয়া। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন নামাযের জন্য হযরত বেলাল (রা.)-এর আযান শুনেন তখন তিনি (রা.) তার চাদর হেঁচড়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই আমি তেমনই দেখেছি যেমনটি সে আযানে বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, অতএব সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই। অতএব এ কথাটি অধিক নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ এখন এ বিষয়টি আরও সত্যায়িত হয়ে গেল।

হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-কে কেমন সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন (আর তার নিকট) মহানবী (সা.)-এর কী মর্যাদা ছিল– এ সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি অর্থাৎ ইবনে উমর (রা.) একবার নবী করীম (সা.)-এর সাথে কোন সফরে ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর একটি উটে আরোহিত ছিলেন যেটি ছিল কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির আর সেটি মহানবী (সা.)-এর বাহনকে (পিছনে রেখে) সামনে চলে যেত। সেসময় তাঁর পিতা হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলতেন, 'আব্দুল্লাহ্! মহানবী (সা.)-কে পিছনে রেখে কারও সামনে এগোনো উচিত নয়।' মহানবী (সা.)-এর বাহনের সামনে তোমার বাহনের যাওয়াটা ঠিক না। তখন মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমার কাছে এটি বিক্রি করে দাও। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি তো আপনারই। মহানবী (সা.) এটি কিনে নেন এবং বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! এটি এখন তোমার। এটি দিয়ে তুমি যা খুশি কর। তিনি (সা.) এটি (কিনে) নিয়ে উপহার দিয়ে দেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, সূর্য হেলে যাওয়ার পর মহানবী (সা.) এসে যোহরের নামায পড়েন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুত মুহূর্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেই সময় বড় বড় ঘটনা ঘটবে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, কেউ কিছু জানতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে পার। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছি তোমরা আমার কাছে যা–ই জানতে চাইবে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেব। একথা শুনে লোকেরা অনেক কাঁদে। মহানবী (সা.) কয়েকবার বলেন, আমাকে প্রশ্ন কর। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহ্‌মী (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, আমার পিতা কে? জবাবে তিনি (সা.) বলেন, হুযাফা। এরপরও তিনি (সা.) বহুবার বলেন, আমাকে জিজ্ঞেস কর। তখন হযরত উমর (রা.) হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বলেন, রাযীনা বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বিল ইসলামে দ্বীনাও ওয়া বি-মুহাম্মাদিন নাবীয়্যান, অর্থাৎ আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা.) আমাদের নবী। এতে মহানবী (সা.) নীরব হয়ে যান। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এখনই আমার সামনে এই দেয়ালের প্রশস্ত দিকে জান্নাত ও জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়েছে; এমন কল্যাণ ও অনিষ্টের (দৃশ্য) আমি কখনও দেখি নি।

বুখারী শরীফে এমনই আরেকটি রেওয়ায়েতের উল্লেখ পাওয়া যায়। (এটি) হযরত আবু মূসা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে কতিপয় এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে যা তিনি পছন্দ করেন নি। অনেক বেশি প্রশ্ন করা হলে তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আমাকে যা খুশি জিজ্ঞেস কর। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমার পিতা কে? প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন, তোমার পিতা হুযাফা। অতঃপর আরেকজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা কে? জবাবে তিনি (সা.) বলেন,

শায়বার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম তোমার পিতা। হযরত উমর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেন তখন তিনি বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে আমরা নিজেদের ভুলত্রুটি হতে তওবা করছি। এরপর বুখারী শরীফেরই আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে যুহ্‌রী বর্ণনা করেন, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাইরে এলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা কে? তিনি (সা.) বলেন, তোমার পিতা হুযাফা। এরপর তিনি (সা.) অনেকবার বলেন, আমাকে জিজ্ঞেস কর। তখন হযরত উমর (রা.) নতজানু হয়ে নিবেদন করেন, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা.) আমাদের নবী। এরপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।

হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাঁর রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এতে অসন্তুষ্ট হন। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা.) আমাদের রসূল আর আমাদের বয়আত যে প্রকৃত বয়আত তাতেই আমরা সন্তুষ্ট ।

সহীহ্ বুখারীতে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। (তাতে বর্ণিত হয়েছে যে,) হযরত উমর (রা.) একবার মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন, তখন তিনি (সা.) এক বালাখানায় অবস্থান করছিলেন। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে কী দেখলাম! তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন আর তাঁর এবং চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা নেই। তাই চাটাই তার পার্শ্বদেশে দাগ ফেলে দিয়েছে। তিনি খেজুরের আশ ভরা একটি চামড়ার বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি মহানবী (সা.)-এর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, আল্লাহ্‌র কসম! তিনটি কাঁচা চামড়া ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখতে পাই নি। তখন আমি মহানবী (সা.)-কে বলি, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আপনার উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। কেননা পারস্যবাসী এবং রোমানদেরকে অনেক সম্পদ দেয়া হয়েছে আর তারা জাগতিক (স্বাচ্ছন্দ্য) লাভ করেছে, অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। মহানবী (সা.) হেলান দিয়ে বসেছিলেন। (এ অবস্থাতেই) তিনি (সা.) বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনও সন্দেহে নিপতিত? তারা এমন লোক যাদেরকে এই পার্থিব জীবনেই স্বল্পসময়ে তাদের পছন্দের জিনিস দেয়া হয়েছে। তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার ক্ষমার জন্য দোয়া করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন আর চাটাইয়ের দাগ তাঁর পিঠে লেগে আছে। এটি দেখে হযরত উমর (রা.)-এর কান্না পায়। তখন তিনি বলেন, হে উমর! তুমি কাঁদছো কেন? উত্তরে হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, আপনার কষ্ট দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। কায়সার ও কিসরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করছে, কিন্তু আপনি এমন কষ্টে দিনাতিপাত করছেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, এ পৃথিবী আমার কী কাজের? আমার দৃষ্টান্ত তো সেই আরোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের সময় একটি উটনীতে সফর করে আর দ্বিপ্রহরের তীব্রতা যখন তাকে ভীষণ কষ্ট দেয় তখন সেই আরোহিত অবস্থায়ই বিশ্রামের জন্য একটি গাছের ছায়ায় আরাম করে আর স্বল্পক্ষণ পর সে আবার সেই দাবদাহের মাঝে পথ চলা শুরু করে।

একটি ঘটনা রয়েছে যাতে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে দোয়া করতে বলেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর সমীপে আমি ওমরা পালনের অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) আমাকে অনুমতি দিয়ে বলেন, লা তানসানা ইয়া আখী মিন দুআইকা। হে আমার ভাই! আমাকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেও না। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি এমন একটি বাক্য যার বিনিময়ে গোটা পৃথিবী পেলেও আমি এতটা খুশি হব না। আরেকটি রেওয়ায়েতে এর শব্দে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে আর তা হল, আশরিকনা ইয়া আখী ফী দুআইক। অর্থাৎ হে আমার ভাই! আমাকেও তোমার দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত রেখো।

মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উমর (রা.)-এর কত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তা এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়। এ বিষয়টি পূর্বেও একটি খুতবায় বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন হযরত উমর (রা.) এ সংবাদ শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তেকাল করেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, হযরত উমর (রা.) প্রায়শ বলতেন, খোদার কসম! আমার হৃদয়ে এ ধারণাই স্থান পায় যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে পুনরুত্থিত করবেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে অবশ্যই উত্থিত করবেন যাতে কিছু লোকের হাত-পা কেটে দিতে পারেন। যাহোক, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এসে সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ নম্বর পাঠ করে হযরত উমর (রা.)-কে প্রকৃত বিষয়টি বুঝার আহ্বান জানান এবং এরপর বিষয়ের অবসান ঘটে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে সাহাবীদের ইজমাও এ বিষয়েই হয়েছে যে, সব নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। এর কারণটি হল, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে হযরত উমর (রা.)-এর মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তিনি (সা.) এখনও জীবিত এবং পুনরায় আবির্ভূত হবেন। তাঁর এই বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিল যে, তিনি সেই

ব্যক্তির শিরোশ্ছেদের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন যে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এসে যখন সকল সাহাবীর সামনে ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির্ রুসুল আয়াত পড়লেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, (এটি শুনে) আমার পা কেঁপে উঠে এবং শোকাভিভূত হয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই। অন্য সাহাবীরা বলেন, আমাদের কাছে মনে হল এ আয়াতটি যেন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। সেদিন আমরা এই আয়াতটি অলিগলি ও বাজারে পড়ে বেড়াই। অতএব কোন নবী যদি জীবিত থাকতেন তাহলে এই দলিল যুক্তিযুক্ত হত না যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি (সা.) কেন ইন্তেকাল করবেন না? হযরত উমর (রা.) বলতে পারতেন, আপনি কেন ধোঁকা দিচ্ছেন? হযরত ঈসা (আ.) তো এখনও আকাশে জীবিত বসে আছেন। তিনি জীবিত থাকলে আমাদের নবী (সা.) কেন জীবিত থাকতে পারবেন না? কিন্তু সকল সাহাবীর নীরবতা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, সকল সাহাবীরই বিশ্বাস ছিল, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও লিখেছেন যা ইতোপূর্বে একটি খুতবায় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

হযরত উমর (রা.) কীভাবে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করতেন সে সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) হাজরে আসওয়াদ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর পর তাতে ঠোঁট রেখে দেন এবং দীর্ঘক্ষণ কাঁদতে থাকেন। তিনি (সা.) ফিরে তাকিয়ে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কেও কাঁদতে দেখেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! এটি সেই জায়গা যেখানে অশ্রু বিসর্জন দেয়া হয়। আবেস হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে সেটিকে চুমু খেয়ে বলেন, আমি ভালভাবে জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র, অপকার বা উপকার কিছুই করতে পার না। আমি যদি নবী (সা.)-কে তোকে চুমু খেতে না দেখতাম তবে আদৌ তোকে চুমু খেতাম না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) একবার তাওয়াফ করছিলেন। হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাতে তিনি তার লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে বলেন, আমি জানি তুমি এক পাথরমাত্র, তোমাতে কোন শক্তিই নেই। কিন্তু আমি কেবল খোদার নির্দেশের অধীনেই তোমাকে চুম্বন করি। একত্ববাদের এই প্রেরণাই তাকে জগতে মহীয়ান করেছে। তিনি এক খোদার তৌহীদ তথা একত্ববাদের পূর্ণ প্রেমিক ছিলেন। তিনি এটি সহ্য করতে পারতেন না যে, তাঁর শক্তিমত্তায় অন্য কাউকে অংশীদার করা হবে, অর্থাৎ খোদা তা'লার শক্তিমত্তায়। নিঃসন্দেহে তিনি 'হাজরে আসওয়াদ'-এর সম্মানও করতেন, কিন্তু তা খোদা তা'লার নির্দেশ মনে করে করতেন। এ কারণে নয় যে, 'হাজরে আসওয়াদ'-এর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, খোদা তা'লা যদি আমাদের কোন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বস্তুকেও চুমু খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, তাহলে আমরা সেটিকে চুমু খাওয়ার জন্যও প্রস্তুত আছি, কেননা আমরা খোদা তা'লার বান্দা, কোন পাথর বা জায়গার বান্দা নই। অতএব তিনি সম্মানও করতেন আর তৌহীদকেও ভুলে যেতেন না। আর এটিই এক সত্যিকার মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। এক প্রকৃত মু'মিন বায়তুল্লাহ্‌কে তেমনই পাথরের এক ঘর মনে করে যেভাবে পৃথিবীতে আরও হাজারো পাথর-নির্মিত ঘর রয়েছে। এক সত্যিকার মু'মিন 'হাজরে আসওয়াদ'-কে সেভাবেই পাথর মনে করে যেভাবে পৃথিবীতে আরও কোটি কোটি পাথর রয়েছে, কিন্তু সে বায়তুল্লাহ্‌র সম্মানও করে, সে 'হাজরে আসওয়াদ'-কে চুমুও খায়, কেননা সে জানে যে, আমার প্রভু আমাকে এসব জিনিসের সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যদিও সে এ স্থানের সম্মানে 'হাজরে আসওয়াদ'-কে চুমু খায়, তথাপি সে পূর্ণ আস্থার সাথে এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, আমি এক খোদার বান্দা, কোন পাথরের বান্দা নই। এটিই ছিল সেই বাস্তবতা যার প্রকাশ হযরত উমর (রা.) করেছেন। তিনি 'হাজরে আসওয়াদ'-কে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেন, তোমার কোন গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি তেমনই এক পাথর যেভাবে আরও কোটি কোটি পাথর পৃথিবীতে দেখা যায়, কিন্তু আমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমার সম্মান করা হয়, তাই আমি (তোমার) সম্মান করি। এ কথা বলে তিনি অগ্রসর হন আর সেই পাথরটিকে চুমু খান। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মহানবী (সা.)-কে সেই সময় (একটি) প্রশ্ন করেন যখন কিনা তিনি তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর জেরানায় অবস্থানরত ছিলেন, তিনি নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি অজ্ঞতার যুগে মসজিদুল হারাম-এ এক দিন এ'তেকাফ করার মানত করেছিলাম, (এ সম্পর্কে) আপনার নির্দেশ কী? তিনি (সা.) বলেন, যাও এবং এক দিনের এ'তেকাফ কর। বৈধ মানত যে যুগেই হোক না কেন তা পূর্ণ করা উচিত– এই শিক্ষা মহানবী (সা.) প্রদান করেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, একবার আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তাকে খুমুস বা গণিমতের এক মেয়ে প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন মানুষের বন্দিদের মুক্ত করে দেন আর হযরত উমর এ মর্মে তাদের আওয়াজ শুনতে পান যে, আমাদেরকে মহানবী (সা.) মুক্ত করে দিয়েছেন, তখন হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন যে, কী হয়েছে? তারা বলে, মহানবী (সা.) মানুষের বন্দিদের মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন হযরত উমর নিজের পুত্র আবদুল্লাহকে বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! তুমি সেই মেয়ের কাছে যাও যাকে মহানবী (সা.) দান করেছিলেন আর তাকে স্বাধীন করে দাও।

হযরত হুযায়ফা মহানবী (সা.)-এর বিশ্বস্ত সাহাবী বলে পরিগণিত ছিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা.) তাবুকের যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) নিজ বাহন (তথা উটনী) থেকে অবতরণ করলে তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। (তখন) তাঁর (সা.) বসে থাকা বাহন (তথা উটনী) দাঁড়িয়ে যায় এবং সেটি নিজ লাগাম টানতে থাকে।

আমি সেটির লাগাম ধরে ফেলি এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেই। এরপর আমি সেই উটনীর কাছে বসে থাকি যতক্ষণ না মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান হন। এরপর আমি সেই উটনীকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি উত্তরে বলি, হুযায়ফা। মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলব, তুমি কিন্তু সেটি কাউকে বলবে না। আমাকে অমুক অমুক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে আর (তখন) তিনি (সা.) মুনাফেকদের একটি দলের নাম উল্লেখ করেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত আর যার সম্পর্কে হযরত উমর মনে করতেন যে, সে মুনাফেক-দলের অন্তর্ভুক্ত, তখন তিনি হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর হাত ধরে জানাযার নামায পড়ার জন্য সাথে নিয়ে যেতেন। হযরত হুযায়ফা (রা.) যদি সাথে যেতেন তাহলে হযরত উমর (রা.)ও সেই ব্যক্তির জানাযা পড়তেন। আর যদি হযরত হুযায়ফা নিজের হাত হযরত উমর (রা.)-এর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতেন তাহলে হযরত উমর (রা.)ও তার জানাযার নামায পড়তেন না।

হযরত উমর (রা.)-এর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) যিনি সততা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এমন স্বাদ লাভ করেছেন যে, পরবর্তীতে দ্বিতীয় খলীফা হয়েছেন। মোটকথা এভাবে সকল সাহাবী পুরো সম্মান লাভ করেছেন। রোম ও পারস্য সম্রাটের ধনসম্পদ ও রাজকন্যারা তাদের হস্তগত হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত আছে যে, একজন সাহাবী পারস্য সম্রাটের দরবারে যান। সম্রাটের ভৃত্যরা সোনা-রূপার চেয়ার বিছিয়ে দেয় আর নিজেদের জাঁকজমক প্রদর্শন করে। তিনি বলেন, আমরা এই ধনসম্পদে লালায়িত নই। আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, পারস্য সম্রাটের হাতের বালাও আমাদের হস্তগত হবে। অতএব হযরত উমর (রা.) সেই বালাগুলো এক সাহাবীকে পরিধান করান, যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, স্বর্ণ পরিধান করা পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু হযরত উমর (রা.) পারস্য সম্রাটের হাতের বালা একজন সাহাবীকে পরিয়েছেন। যখন তিনি তা পরতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তখন তাকে তিনি ভর্ৎসনা করে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, তোমার হাতে আমি পারস্য সম্রাটের হাতের বালা দেখতে পাচ্ছি। অনুরূপভাবে এক উপলক্ষে পারস্য সম্রাটের মাথার মুকুট ও তার রেশমী পোশাক যখন গণিমতের মাল হিসেবে আসে, তখন হযরত উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে সেই মুকুট ও পোশাক পরার আদেশ দেন। সে যখন তা পরে নেয় তখন তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, কিছুদিন পূর্বেও পারস্য সম্রাট এই পোশাক পরে এবং এই মুকুট পরিধান করে ইরানে স্বৈরাচারমূলক শাসন করত আর আজ সে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জগতের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর এই কাজ বাহ্যিকতার পূজারীদের কাছে হয়ত সঠিক মনে হবে না, কেননা রেশম ও স্বর্ণ পরিধান করা পুরুষদের জন্য বৈধ নয়, কিন্তু একটি পুণ্য বিষয় বুঝানো আর উপদেশ দেয়ার জন্য হযরত উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে কয়েক মিনিটের জন্য স্বর্ণ ও রেশম পরিধান করিয়েছিলেন। মোটকথা আল্লাহ্‌র তাকওয়া-ই হল প্রকৃত মূল জিনিস। সব নির্দেশাবলী আল্লাহ্‌র তাকওয়া সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অর্জনের জন্য কোন জিনিস, যা বাহ্যত ইবাদত মনে হয়, যদি পরিত্যাগ করতে হয় তাহলে তা-ই পুণ্যের কারণ হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আমি এক কূপের পাশে দাঁড়িয়ে চরকায় বাঁধা বালতি দিয়ে পানি টেনে বের করছি। এরই মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) আসেন আর তিনি এক বা দুই বালতি পানি এমনভাবে টেনে বের করেন যে, তাঁর টানাতে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আল্লাহ্ তাঁর দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন এবং তাকে ক্ষমা করবেন। এরপর উমর বিন খাত্তাব (রা.) আসেন আর সেই বালতিটি এক বড় বালতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন আমি এমন শক্তিশালী কাউকে দেখি নি, যে এমন আশ্চর্যজনক কাজ করেছে যেমনটি হযরত উমর (রা.) করেছেন। (তিনি) এত পানি বের করেন যে, মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায় আর স্ব স্ব স্থানে গিয়ে বসে পড়ে। হযরত ইবনে উমর বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, একদা ঘুমন্ত অবস্থায় আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা আনা হয় আর আমি এতটা পান করি যে, আমি এর সতেজতা বা তরলতা নিজ নখ দিয়ে নিঃসরিত হতে দেখি। অতঃপর আমি আমার অবশিষ্ট দুধটুকু হযরত উমর বিন খাত্তাবকে প্রদান করি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এর কী ব্যাখ্যা করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, জ্ঞান। হযরত যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'ফাযলুল ইলম' এর অর্থ এ স্থলে জ্ঞানের মাহাত্ম্য নয়, বরং জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ। জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় গঠন করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর স্বপ্ন এবং এর ব্যাখ্যা দ্বারা; অধিকন্তু সেসব ঘটনা দ্বারা, যেগুলোর মাধ্যমে এ স্বপ্নের সত্যায়ন হয়, এটা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, পার্থিব বিজয় এবং মাহাত্ম্য যা মুসলমানরা হযরত উমর (রা.)-এর মাধ্যমে অর্জন করেছে, সেটি নবুওয়্যতের জ্ঞানের অবশিষ্ট অংশ ছিল, যা হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। কুরআন মজীদে মহানবী (সা.)-কে তাঁর উক্ত পূর্ণাঙ্গীন মর্যাদার কারণে 'মাজমাঊল বাহরাইন' অর্থাৎ ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণসংক্রান্ত জ্ঞানের

সমাহার আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী রাজনীতিকে আল-ইলম এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মহানবী (সা.) পরিপূর্ণ সত্য এনেছেন যা মানুষের দুই জগতের কল্যাণকে পরিবেষ্টন করে আছে। যেভাবে মসীহ্ (আ.) তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যখন সেই রূহুল হক (বা সত্যের রূহ) আসবেন তখন তিনি পরিপূর্ণ সত্য নিয়ে আসবেন। *(যোহন, অধ্যায় ১৬, শ্লোক ১২)*

হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনাবলী অধ্যয়ন করলে এই অবশিষ্ট দুধের প্রকৃত সত্য জানা যায় যা তিনি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণভাণ্ডার থেকে তিনি পান করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে একবার হযরত উমর (রা.) স্বপ্নে দুধের পেয়ালা লাভের উল্লেখ করেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, এর অর্থ হল, 'জ্ঞান'।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি দেখলাম লোকজনকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে আর তারা জামা পরিধান করে আছে। তাদের কয়েকজনের জামা বুক পর্যন্ত পৌঁছায় আর কয়েকজনের এর নিচ পর্যন্ত। আর উমর (রা.)-কেও আমার সামনে উপস্থিত করা হয়। তিনি জামা পরিধান করে ছিলেন, যা তিনি হেঁচড়ে চলছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, আপনি এর কী অর্থ করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, এর অর্থ 'ধর্ম'।

মহানবী (সা.) একবার বিভিন্ন সাহাবীর বিশেষত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেন, আমার উম্মতে আল্লাহ্‌র ধর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে দৃঢ় হলেন উমর। হযরত মালেক বিন আগওয়াল থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার হিসাব গ্রহণের পূর্বেই আত্মপর্যালোচনা কর, কেননা এটি তুলনামূলকভাবে সহজ, অথবা বলেছেন, তোমাদের হিসাবের ক্ষেত্রে অধিক সহজ। আর তোমাকে ওজন করার পূর্বে নিজ প্রবৃত্তির ওজন কর এবং সর্বাগ্রে সবচেয়ে বড় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (সূরা আল্ হাক্কা: ১৯) অর্থাৎ, সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) উপস্থিত করা হবে এবং (কোন) গোপন বিষয় তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না।

হযরত হাসান (রা.) যখন হযরত উমর (রা.)-এর উল্লেখ করতেন তখন বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদিও তিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়কারীদের মাঝে সর্বোত্তমও ছিলেন না, কিন্তু সংসার বিমুখতায় এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশের ব্যাপারে কঠোরতার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। আর আল্লাহ্‌র বিষয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করতেন না।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হযরত উমর বিন খাত্তাব যদিও ইসলাম গ্রহণে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন না; কিন্তু তিনি কোন্ বিষয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা আমি উদঘাটন করেছি তিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি পুণ্যবান এবং জগতবিমুখ ছিলেন।

হিশাম বিন উরওয়া তার মায়ের বরাতে বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমর (রা.) সিরিয়ায় আসেন তখন তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া ছিল। সেটি এক মোটা ও সুমবুলানী (ইরানি) জামা ছিল। সুমবুলানী হল এমন দীর্ঘ জামা যা, মাটির সাথে লেগে থাকে আর কথিত আছে এ ধরনের জামা রোমানরাও পরিধান করত। যাহোক তিনি এই জামা আযরিয়াত বা এ্যয়লাবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। এটিও সিরিয়ার পথে একটি শহর, আর এই এ্যয়লা সিরিয়ার নিকটবর্তী ও লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি শহর। যাহোক বর্ণনাকারী বলেন, সে সেই জামা ধৌত করে এবং এতে তালি লাগিয়ে দেয় এবং হযরত উমর (রা.)-এর জন্য একটি কুবতরি জামাও প্রস্তুত করায়। কুবতরি হল তুলার তৈরী সাদা ও পাতলা কাপড়। অতঃপর সেই উভয় জামা নিয়ে সে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসে এবং তার সামনে কুবতরি জামা উপস্থাপন করে। হযরত উমর সেই জামাটি নেন এবং সেটিকে ছুঁয়ে দেখেন আর বলেন, এটি বেশি মোলায়েম। আর সেটি সেই ব্যক্তির প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, আমাকে আমার জামা দিয়ে দাও, কেননা সেটি সব জামার মাঝে সবচেয়ে বেশি ঘাম শোষণকারী। অর্থাৎ, সেই ছেঁড়া জামা, যেটিতে তুমি তালি লাগিয়েছ সেটিই উত্তম।

হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে সেই সময় দেখেছি যখন তিনি আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। তখন তার জামায় কাঁধের মাঝামাঝি চামড়ার তিনটি তালি লাগানো ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)-এর জামায় কাঁধের মাঝামাঝি চামড়ার চারটি তালি দেখেছি।

যাহোক হযরত উমর সংক্রান্ত এই বর্ণনা এখনও চলছে, ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এখন আমি একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই এবং জুমুআর নামাযের পর তার জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

এই স্মৃতিচারণ ডাক্তার তাসীর মুজতবা সাহেবের, যিনি ফযলে উমর হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার বিভিন্ন রোগ ছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন, এরপর তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । ডাক্তার সাহেবের পরিবারে আহমদীয়াত আসে তার পিতার কাযিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী সৈয়দ ফখরুল ইসলাম সাহেবের মাধ্যমে। কিন্তু ডাক্তার তাসীর মুজতবা সাহেবের পিতা গোলাম মুজতবা সাহেব তার ছাত্রজীবনে ১৯৩৮ সনে

বয়আত গ্রহণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস যখন নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানান তখন ডাক্তার তাসীর সাহেবের পিতা ডাক্তার গোলাম মুজতবা সাহেব করাচীতে সিভিল সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তাহরীকে সাড়া দিতে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন আর ওয়াকফ করে ১৯৭০ সালে আফ্রিকা চলে যান এবং ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সেখানে অর্থাৎ ঘানা, নাইজেরিয়া ও সিয়েরালিওনে সেবা প্রদান করেন। মেডিসিন বিষয়ে নিজের পড়শোনা শেষে ডাক্তার তাসীর মুজতবা সাহেবও প্রায় দুই বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। অতঃপর করাচী সিভিল হাসপাতালে কাজ করেন। এরপর করাচীর জিন্নাহ্ হাসপাতালে কিছুকাল কর্মরত থাকেন। ১৯৮২ সালে তিনি তিন বছরের জন্য জীবন ওয়াকফ করলে তাকে ঘানা প্রেরণ করা হয়। সেখানে টিচিমান নামে একটি হাসপাতালে তিনি কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে তিনি কোরে হাসপাপতালে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন, যা মূলত তার পিতাই আরম্ভ করেছিলেন। তিনি তার পিতার সাথে তিন বছর কাজ করেন আর তার কাছ থেকেই সার্জারি শিখেছেন। তিনি খুবই দক্ষ সার্জন ছিলেন। ঘানায় ডাক্তার তাসীর সাহেব প্রায় ২৩ বছর কাজ করার তৌফিক লাভ করেছেন।

এরপর তিনি রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে ১৭ বছর সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন এভাবে মোট ৪০ বছর তিনি সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন। সৈয়দ দাউদ মুযাফফর শাহ সাহেব এবং সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম সাহেবার কন্যা আমতুর রউফ সাহেবার সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম সাহেবা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। ডাক্তার সাহেবের এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান রয়েছে।

তাঁর সহধর্মিণী আমাতুর রউফ সাহেবা বলেন, অসুস্থতার সময় আমি যখন তাঁকে দেখতে গিয়েছি তখন তিনি বলেন, হুযূরকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবে (অর্থাৎ আমাকে সালাম দিয়েছে) আর তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন চিরবিদায়ের সালাম দিচ্ছেন। এরপর তিনি লিখেন, ঘানায় তিনি একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। অতি কষ্টে রাত পার করেন। খুবই ভয়াবহ অবস্থা ছিল। ফজরের সময় বললেন, কেউ সালাম দিয়েছে, দেখ তো কে? আমি বললাম, দরজা বন্ধ, কারও তো ভিতরে আসার সুযোগ নেই। এক ঘণ্টা পর তিনি পুনরায় বললেন, আমি সালাম দিতে শুনেছি, কেউ সালাম দিয়েছে আর এরপর থেকেই তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান। এটি ঘানার ঘটনা। তিনি বলেন, আমি তার জন্য দোয়া করি, আর আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করবেন। তিনি অতি বিনয়ী, নিঃস্বার্থ ও নিরীহ মানুষ ছিলেন। কখনও কারও দোষ বলে বেড়ান নি, পরচর্চা ও কারও বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন নি। অন্যকে এসব করতে দেখলে তিনি চুপ থাকতেন।

ডাক্তার সাহেবের ভাই লিখেন, আমরা দেখেছি, ছুটির পরও তিনি রোগী দেখতেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, অন্যান্য ডাক্তাররা যেহেতু রোগী কম দেখে তাই যেসব রোগী হাসপাতালে আসে তারা বিনা চিকিৎসায় ফেরত চলে যাবে-এই ভেবে আমি তাদেরকে দেখি এবং অন্যান্য ডাক্তারদের বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নিই। খুবই ভদ্র এবং স্বল্পভাষী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। নিরাপত্তা কর্মী এবং হাসপাতালের কর্মীরা বলেন, সদা হাস্যবদনে কুশলাদী জিজ্ঞেস করে তবেই যেতেন। রোগীদের সাথে আর বিশেষত আহমদীদের সাথে তিনি অতি উত্তম ব্যবহার করতেন আর হাসপাতালের সময়ের বাইরে কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে গেলে প্রায়শ তিনি ফিস না নিয়েই তাদেরকে দেখতেন। রাবওয়ার জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল মোবাশ্বের সাহেব লিখেন, বিভিন্ন সময় তাঁর সাথে আমার বসার সুযোগ হয়েছে। তিনি খুবই স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন, খুব নম্রভাবে, উদার মনে আর ভালবাসার সাথে এবং বিনীতভাবে কথা বলতেন। এমন বিনয়, নম্রতা এবং সরলপনা আমি আর কারও মাঝে দেখি নি। তিনি বলেন, আমি হাসপাতালের লোকদের কাছেও শুনেছি বিশেষ করে দরিদ্রদের কাছে শুনেছি আর এমন এমন ঘটনা শুনেছি যে, ঈর্ষাও হত আবার সুখানুভূতিও হত যে, হাসপাতালে এমন ডাক্তারও আছেন! তিনি আরও বলেন, (পূর্বে যেভাবে উল্লেখ করেছি) ডাক্তার সাহেব রোগী দেখতেন বরং অনেক সময় হাসপাতালের কর্মদিবস শেষ হলে ডাক্তার সাহেব উঠে বাইরে চলে এসেছেন অথবা নিজের রুম থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় কোন রোগী এসে যেত তখন তিনি সেই রোগীকে এমনভাবে নিজের রুমে নিয়ে যেতেন যেন তিনি তারই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি দরিদ্রদের প্রতি পরম দয়ার্দ্র ছিলেন।

জার্মানির হিউম্যানিটি ফার্স্টের চেয়ারম্যান আতহার যুবায়ের সাহেব বলেন, আমি যখন ২০০৪ সালে আফ্রিকা সফরে যাই তখন আমার সাথে ডাক্তার সাহেব ঘানায় এবং অন্যান্য স্থানে আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি বেনিনেও আমার সাথে গিয়েছিলেন। আতহার যুবায়ের সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেব কোন এক মহিলাকে বিচলিত দেখতে পেলেন। ডাক্তার সাহেব আমাকে বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করুন- সমস্যা কী? সেই মহিলা বলেন, আমি খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি আর আমার কাছে যা-ই ছিল, আমি তা ব্যয় করে ফেলেছি, আমার কাছে ফিরে যাওয়ার পয়সা নেই। তখন ডাক্তার সাহেব বলেন: ঠিক আছে, তাকে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কসিফা (আফ্রিকার স্থানীয় মুদ্রা) দিয়ে দাও। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, সেই সময়, সেই যুগে তা প্রায় একজন সাধারণ মানুষের এক মাসের উপার্জনের সমপরিমাণ অর্থ ছিল যা ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন।

হানিফ মাহমুদ সাহেবও লিখেছেন, তিনি নিতান্তই মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি ওয়াকফে যিন্দেগীদের সাথে অনেক ভালবাসা ও

আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। একবার তার (মাহমুদ সাহেবের) স্ত্রী অসুস্থ হলে (ডাক্তার সাহেব) তার চিকিৎসা করেন বরং তিনি (অর্থাৎ মাহমুদ সাহেব) বলেন, আমরা তো কেবল পরামর্শের জন্য গিয়েছিলাম, রোগী দেখাতে যাই নি। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে টিকেট কোথায়, আমরা বললাম আমাদের টিকিট কাটা হয় নি, তিনি (অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব) তৎক্ষণাৎ তার অধীনস্থকে ডেকে তার পকেট থেকে একশত টাকা বের করে তার বা মাহমুদ সাহেবের স্ত্রীর জন্য টিকিট কেটে আনতে দেন। আমাদের বারবার অনুরোধ করার পরও তিনি টাকা নেন নি। নিষ্পাপ চেহারায়, মানুষের বেশে মূর্তিমান একজন ফিরিশতা ছিলেন। স্বল্পভাষী নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন আর মসজিদে মুবারকে নামায পড়তে আসার সময়ও নীরবে এসে দীর্ঘ নামায আদায় করতেন।

মূত্ররোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মুজাফ্‌ফর চৌধুরী সাহেব যিনি এখানে ইউ.কে-তে থাকেন, তিনিও সেখানে ওয়াকফে আরযিতে গিয়ে থাকেন। শান্ত স্বভাবের, অত্যন্ত দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল একজন মানুষ ছিলেন। নতুন নতুন জিনিস শেখার প্রতি (ডাক্তার সাহেবের) অনেক আগ্রহ ছিল যেন লোকদের সাহায্য করতে পারেন এবং তিনি বলেন, আমি যখন ওয়াকফে আরযিতে গিয়েছিলাম, তখন আমি তার দপ্তরে বসতাম আর তিনি নিজের চেয়ারে আমাকে বসাতেন এবং 'আপনি নিজের চেয়ারে বসুন'- তাকে এ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি অন্য কোথাও গিয়ে বসে যেতেন।

রাবওয়ার আওয়াল তাহরীকে জাদীদ উকিলুল মাল লুকমান সাহেব বলেন, তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন, আর্থিক কুরবানীর প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। যখন থেকে পাকিস্তানে এসেছেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রতিবছর প্রথম দিকে এলানের অনতিপরেই নিজে অর্থ দপ্তরে এসে আদায় করতেন। অতঃপর তিনি লিখেন, পেশায় তিনি ডাক্তার হলেও সর্বদা মানবতার সেবা করাই তার অভীষ্ট লক্ষ্য বলে দৃষ্টিগোচর হত।

চিকিৎসার প্রয়োজনে, এলোপ্যাথ ব্যতিত অন্য কোন চিকিৎসা আগ্রহণযোগ্য এমন নয়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও প্রদান করতেন। আশোকোরে হাসপাতালের বর্তমান ইনচার্জ ডাক্তার নঈম সাহেব বলেন, মিশনারী ডাক্তার হিসেবে হাসপাতালে ২১ বছর সেবা করেছেন। তিনি আরও বলেন, আজ তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে অত্র এলাকার, অত্র অঞ্চলের গ্রামগঞ্জ থেকে অনেক লোক আসে, ডাক্তার সাহেবের সাথে তাদের বেশ সুসম্পর্ক ছিল, বিশেষ করে তারা সমবেদনা প্রকাশ করছিলেন এবং বলছিলেন, ডাক্তার সাহেব অনেক ভাল মনের অধিকারী, স্বল্পভাষী, নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী, দরিদ্রের প্রতি সদয়, খুবই অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অনুরূপভাবে, তার জাগতিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি, জামা'তী বই-পুস্তক ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তাকাদি পাঠের প্রতিও গভীর আগ্রহ ছিল। অতঃপর ডাক্তার (নঈম) সাহেব লিখেন, ডাক্তার সাহেব আহমদীয়া হাসপাতাল আশোকোরেতে সার্জারীর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অভুতপূর্ব সেবা প্রদান করেছেন যার ফলাফল আজও আমরা সেইসকল রোগীদের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, যারা পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে এই হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা ও রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে আসে এবং নিজেদের আফ্রিকান সহজ ভাষায় 'মুজতবা' নামের উল্লেখ করেন। যদিও তার নাম ছিল তাসীর মুজতবা তথাপি ডাক্তার মুজতবা নামে সুপরিচিত ছিলেন। তার পিতাও এখানে কিছুদিন সেবাদান করেছেন। পরবর্তীতে সেই নামই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি হাসপাতাল প্রাঙ্গনে একটি সুন্দর মসজিদও নির্মাণ করিয়েছিলেন।

সর্বোপরি ডাক্তার সাহেব একজন নিঃস্বার্থ এবং সৃষ্টির সেবাকারী মানুষ ছিলেন আর তার পেশাকে তিনি সেই লক্ষ্যেই কাজে লাগিয়েছেন। তার মাঝে এবং তার পিতার মাঝে এই বৈশিষ্ট্য আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি যে, অসুস্থদের চিকিৎসা করা ছাড়াও দরিদ্র রোগীদেরকে বিনামূল্যে বিভিন্ন ঔষধের সাথে পথ্যাদির জন্য অর্থও দিতেন বরং দুধ-ডিম এনে রাখতেন আর অসুস্থ রুগীদের দিয়ে বলতেন, তোমাদের দুর্বলতা দূর করার জন্য এগুলো খাওয়া আবশ্যক। ঔষধও বেশি করে দিতেন আর সাথে পথ্যও দিতেন আর বলে দিতেন যে, এগুলো খেলে তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

ডাক্তার গোলাম মুজতবা সাহেবও ঘানায় অনেক সেবা করেছেন কিন্তু ডাক্তার তাসির মুজতবা সাহেব এই কাজকে আরও গতিশীল করেছেন আর আমি নিজেও কতক সেইসব ঘানিয়ানদের সম্পর্কে অবগত যারা তার অনেক প্রশংসা করতেন। যাহোক, তিনি প্রকৃত ওয়াক্‌ফের প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে সেবা করেছেন আর বিশেষ করে ওয়াকেফে যিন্দেগীদের জন্যও যখনই তিনি সেখানে যেতেন, তাদেরকে বিশেষভাবে দেখতেন আর তাদের চিকিৎসা করতেন এবং নিজের ঘরে থাকার ব্যবস্থাও করতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন সফরে গিয়েছিলেন তখন তিনিও ডাক্তার সাহেবের বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন আর আতিথেয়তা করা তার বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য ছিল।

হানিফ সাহেব লিখেন, তিনি একজন ফিরিশতাতূল্য মানুষ ছিলেন, নিঃসন্দেহে মূর্তিমান এক ফিরিশতা ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আতিথেয়তার বিষয়ে এটিও উল্লেখ করে দিচ্ছি যে, পুরুষ তখনই আতিথেয়তা করতে পারে যখন ঘরের মহিলাও অতিথিপরায়ণ হয়। তার স্ত্রীও অনেক অতিথিপরায়ণ ও সেবাদানকারী। তার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের জন্যও দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার বয়স এবং স্বাস্থ্যে প্রভূত কল্যাণ দান করেন আর তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন আর তারা যেন তাদের মায়ের সেবাদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

কাদিয়ান জলসা ২০২১-এ সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত সমাপনী বক্তৃতা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ কাদিয়ানের বার্ষিক জলসার শেষ দিন এবং এটি সমাপনী অধিবেশন। একইভাবে আফ্রিকার একটি দেশ গিনি বাসাও-এ জলসা হচ্ছে। তারাও তাদেরকে শামিল করার আবেদন জানিয়েছিল। তাই বিভিন্ন স্থানে টেলিভিশনের পর্দায় তাদেরকেও দেখানো হচ্ছে, আপনারা দেখছেন সেখানেও জলসা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জলসার দিনগুলোতে আরও দেশ অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকবে যেখানে জলসা হবে আর হচ্ছে। যাহোক, কাদিয়ানের জলসার সাথেই তাদেরও জলসা ছিল, তাই এরও উল্লেখ হয়ে গেল। এবার আমি আমার মূল বিষয়ের দিকে আসছি।

আমাদের দাবি হল, নিজের মূল অবস্থায় (প্রতিষ্ঠিত) থাকার কারণে ইসলামী শিক্ষাই হল সেই শিক্ষা যা একটি খুব সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোত্তম শিক্ষা। এটিই সেই শিক্ষা যার ওপর সত্যিকার অর্থে আমল বা অনুশীলন করা হলে এটি খোদা তা'লার নৈকট্যভাজনও করে আর এই নৈকট্যের দরুণ এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার ফলে একজন সত্যিকার মুসলমানকে পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতিও অতুলনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। এই অধিকার প্রদানই সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও প্রদান করে। বর্তমানে শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক আলোচনা হয় আর কীভাবে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়- সে বিষয়েও সেখানে আলোচনা হয়। স্থানীয় পর্যায়

থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও নৈরাজ্য, অশান্তি এবং বিভিন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই রোগ যা বর্তমানে গোটা বিশ্বকে প্রকম্পিত করে তুলেছে, অর্থাৎ কোভিড-১৯, এটিও হৃদয়ের কলুষতা দূর করে নি আর বিভিন্ন জাতির পরস্পরের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকাকে দূর করতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লার এই সতর্কবাণী হতে মানুষ কোন শিক্ষা গ্রহণ করছে না। এরা যদি এভাবেই চলতে থাকে, এসব লোক এবং বিভিন্ন জাতির যে আচরণ তা যদি বলবৎ থাকে তাহলে এর চরম খেসারত দিতে হবে।

যাহোক এখন আমি ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তামূলক শিক্ষার কিছু দিক তুলে ধরব, সেগুলোর ওপর যদি সত্যিকার অর্থেই আমল বা অনুশীলন করা হয় তাহলে পৃথিবী শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হতে পারে। ইসলাম উপস্থাপিত এসব কথাই বিশ্বশান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমি সেগুলো বর্ণনা করব। সর্বপ্রথম আমি যে দিকটি উপস্থাপন করব তা হল, ধর্মীয় উদারতা বা পরমতসহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে? বর্তমানে যদিও বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তদুপরি একটি শ্রেণি এমন আছে যারা ধর্মের ভিত্তিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে ধর্মের বরাতে কথা বলে আর নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অন্য ধর্মের ওপর আপত্তি করা এবং সেটিকে উপহাসের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করাকে আবশ্যক জ্ঞান করে। অথবা ইসলাম ধর্মের নাম নিলেই ইসলামের ওপর আপত্তি করা হয়, অথচ প্রকৃত ইসলাম অন্য ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করে না বরং অন্যান্য ধর্ম নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে। ইসলাম বলে, কোন ধর্মের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাকে ভুল বা মিথ্যা আখ্যা দিও না। অথবা মিথ্যা বলে অপবাদ আরোপ করো না। নিঃসন্দেহে ইসলামের দাবি হল, এটি সর্বশেষ ধর্ম এবং সব ধরনের শিক্ষার সমাহার, কিন্তু (কখনও) একথা বলে না যে, অন্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মিথ্যা ছিলেন।

ইসলামের ভাষ্য হল, পৃথিবীর সকল জাতির মাঝে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শনের জন্য নবী আগমন করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর কোন উম্মত এমন নেই যাদের মাঝে কোন সতর্ককারী আগমন করে নি। (সূরা আর বাকারা : ১২০) অতএব ইসলামের শিক্ষা এবং অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার মধ্যে এটি হল খুবই সুস্পষ্ট একটি পার্থক্য। তারা কেবল নিজ ধর্ম এবং নিজেদের শিক্ষাকেই সত্য মনে করে, কিন্তু পবিত্র কুরআন আমাদেরকে যে শিক্ষা প্রদান করেছে তদনুসারে প্রত্যেক জাতির মাঝে নবী আগমনের বিষয়টি সকল মুসলমান স্বীকার করতে বাধ্য। আর যখন সকল জাতিতে নবী এসেছে বলে স্বীকার করা হবে তখন তারা এটি কীভাবে বলতে পারে যে, তোমাদের নবী মিথ্যাবাদী। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা কখনও কখনও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় নোংরা নোংরা আপত্তি উত্থাপন করে বা উত্থাপন করতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমান হযরত মূসা (আ.)-কে, হযরত ঈসা (আ.)-কে বা হিন্দুদের অবতারদের সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করবে। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে খুব সুন্দরভাবে এই বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, "ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মের ভিত্তি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত- আমি এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই। আমার বিশ্বাস, সেই খোদা যিনি সকল সৃষ্টির খোদা, তিনি সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আর যেভাবে তিনি সবার দৈহিক প্রয়োজন পূর্ণ করছেন ঠিক একইভাবে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনও পূর্ণ করেন। পৃথিবীর সূচনা থেকে তিনি কেবল একটি জাতিকেই মনোনীত করে নিয়েছেন আর অন্যদের কোন পরোয়া করেন নি- একথা সত্য নয়। হ্যাঁ, একথা সত্য যে, কখনও কোন জাতির ওপর সেই সময় আসে আর কখনও অন্য কোন জাতির ওপর। আমি এই কথাগুলো কাউকে খুশি করার জন্য বলছি না, বরং রাজা রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখগণও খোদার সত্যবাদী বান্দা ছিলেন আর তাঁর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক রাখতেন- এ কথা আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন। আমি সেই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট যে তাদেরকে নিন্দা বা অপমান করে। সেই ব্যক্তির উপমা কূপের ব্যাঙের ন্যায়, যে সমুদ্রের বিশালতা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁদের সঠিক জীবনচরিত থেকে যতদূর জানা যায় তা হল, তাঁরা খোদার পথে অনেক চেষ্টা-সাধনা করেছেন আর সেই পথ লাভের চেষ্টা করেছেন- যা খোদা তা'লার কাছে পৌঁছার প্রকৃত পথ। যে ব্যক্তি বলে, তারা সত্যবাদী ছিলেন না, সে পবিত্র কুরআনের বিরোধী কথা বলে, কেননা তাতে বলা হয়েছে, إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ অর্থাৎ এমন কোন জাতি বা এমন কোন উম্মত অতিক্রান্ত হয় নি, যাদের মাঝে কোন সতর্ককারী আগমন করেন নি। (সূরা আর বাকারা : ১২০) অতএব সূচনাতে সেই সমস্ত ধর্মের ভিত্তি সত্য এবং সততার ওপর ছিল- এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যুগের বিবর্তনে সেগুলোতে বিভিন্ন প্রকার ভুলভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এমনকি প্রকৃত অবস্থা সেসব ভুলভ্রান্তিরই আড়ালে চলে যায়।

তিনি (আ.) আরও বলেন, খোদা যেভাবে সকল দেশের অধিবাসীর জন্য তাদের অবস্থানুযায়ী তাদের দৈহিক তরবিয়ত প্রদান করে এসেছেন, ঠিক একইভাবে তিনি প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি জাতিকে আধ্যাত্মিক তরবিয়ত দ্বারাও কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। যেমনটি পবিত্র কুরআনে এক স্থানে তিনি বলেন, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ অর্থাৎ এমন কোন জাতি নেই যাদের মাঝে কোন নবী ও রসূল প্রেরণ করা হয় নি। (সূরা আর

বাকারা : ১২০) খোদার কল্যাণ সার্বজনীন, যা সকল জাতি ও সকল দেশ এবং সকল যুগকে ঘিরে আছে। এর কারণ হল, কোন জাতি যেন অভিযোগ করার সুযোগ না পায় আর একথা না বলতে পারে যে, খোদা তা'লা অমুক জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কিন্তু আমাদের প্রতি করেন নি। অথবা অমুক জাতি তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়েত হিসেবে কিতাব লাভ করেছে, কিন্তু আমরা তা পাই নি। কিংবা অমুক যুগে তিনি নিজ ওহী এবং ইলহাম আর অলৌকিক নিদর্শনসহ প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু আমাদের যুগে গোপন থেকেছেন। অতএব তিনি সার্বজনীন কল্যাণ প্রদর্শনের মাধ্যমে এই সমস্ত আপত্তির অপনোদন করেছেন। পাশাপাশি তিনি নিজের এমন বিস্তৃত নৈতিকতা প্রদর্শন করেছেন যে, কোন জাতিকে তাদের দৈহিক বা আত্মিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি আর কোন যুগকেও হতভাগা সাব্যস্ত করেন নি।

অতএব এগুলো হল সেসব সুন্দর সুন্দর কথা যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বর্তমানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিংবা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে। সেগুলো শান্তি বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে সহায়ক হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই রাখতে পারে না। অতএব প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের সম্মান করা এবং প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করাই আমাদের নৈতিক শিক্ষা।

ইসলামের শিক্ষা ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আর তা হল ইসলাম চরমপন্থি ধর্ম এবং এই শিক্ষার কারণে প্রাথমিক যুগে মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে আর এখনও এরূপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি এমন একটি অপবাদ যার কোন ভিত্তি নেই। কুরআন করীমের অসংখ্য স্থানে বল প্রয়োগরে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে এবং বল প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেয়। যেমন–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ আর তোমার প্রভু চাইলে ভূপৃষ্ঠে যারাই বসবাস করে তাদের সবাই একত্রে ঈমান আনত। তাহলে কি তুমি তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে পার? (সূরা ইউনুস : ১০০) কাজেই জগদ্বাসীকে যদি জোরপূর্বক মু'মিন বানানোর ইচ্ছা থাকত তাহলে আল্লাহ্ এমনটি বলতেন না যে, তুমি মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পার না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সবাইকে মুসলমান বানানোর মত শক্তি ও সামর্থ্য আমার রয়েছে অথচ আমি এমনটি করি নি। কাজেই যখন আল্লাহ্ তা'লা (এমনটি) করেন নি তখন মহানবী (সা.) বা তাঁর মান্যকারীদের এই অধিকার নেই যে, কাউকে তারা জোরপূর্বক মুসলমান বানাবে। কেবল তবলীগ করার নির্দেশ রয়েছে, ইসলামের বাণী পৌঁছানোর নির্দেশ রয়েছে, অন্যদেরকে পথ দেখানোর নির্দেশ রয়েছে আর এই পথ দেখানোর পর আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

(সূরা আল কাহাফ : ৩০)

অর্থাৎ আর তুমি বলে দাও, সেটিই প্রকৃত সত্য যা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সমাগত হয়েছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক। অতএব আল্লাহ্ একথা বলে দিয়েছেন যে, এই শিক্ষা সঠিক ও সত্য আর তা তোমাদেরই জন্য কল্যাণকর। এখন তোমরা যদি মেনে নাও তাহলে ভাল, অন্যথায় তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর, এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা পরজগতে হিসাবনিকাশ করবেন আর এভাবে দুনিয়ার বিষয় শেষ হয়ে যায়। ধর্ম না মানার কারণে এ পৃথিবীতে বল প্রয়োগের অধিকার কাউকে দেয়া হয় নি। অতএব ধর্মের জন্য ইসলাম কাউকে পৃথিবীতে শাস্তি দিচ্ছে না। মুসলমানদের কতক আলেম ভুল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ইসলামের দুর্নাম করেছে। ইসলামের ইতিহাস ও পবিত্র কুরআন দেখলে বুঝা যায় যে, লোকেরা যদি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে একথা বলে করেছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আমরা গৃহহীন বা দেশান্তর হয়ে যাব? যেভাবে পবিত্র কুরআন বলে,

وَقَالُوٓا۟ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(সূরা আল কাসাস : ৫৮)

অর্থাৎ আর তারা বলেছে, আমরা যদি তোমার সাথে হেদায়াতের অনুসরণ করি তাহলে আমরা আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হব। অথচ আমরা কি তাদেরকে শান্তিপূর্ণ হেরেম তথা কাবা শরীফে বাসস্থান দান করি নি, যেখানে সব ধরনের ফলফলাদি আনা হয় আর এগুলো আমাদের পক্ষ থেকে রিয্‌কস্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।

অতএব এখানে তো অমুসলিমদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করা হচ্ছে না। এমন সব লোকের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করা হচ্ছে না যারা ইসলাম বিরোধী। তারা বলে, আমরা যদি তোমাকে মেনে নেই তাহলে তো এরা আমাদের খেয়েই ফেলবে, অর্থাৎ শেষ করে দিবে অথবা আমাদের দাস বানিয়ে নিবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরা যদি বিবেক খাঁটিয়ে দেখতো তাহলে দেখতে পেত, আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা মক্কার সুরক্ষা করেছেন এবং এখানে সব ধরনের নেয়ামত একত্র করে দিয়েছেন। কিন্তু তারা এসব বিষয় দেখে না। (এদের মাঝে) জগতের ভয় প্রাধান্য পায়, (কাজেই) তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকছে। অতএব এখানে ভয় রয়েছে আর এদের মাঝে নিজেদের শান্তি বিনষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। ইসলামের পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয় নেই, বরং জাগতিক বাদশাহদের পক্ষ থেকে ভয় রয়েছে। পরিতাপের বিষয় হল, মুসলমান রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে এ বিষয়টি বুঝতে পারছে না এবং ইসলামের শিক্ষার বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর তা হল, 'এটি কট্টরপন্থি এবং অনিষ্টবিস্তারকারী

ধর্ম', নাউযুবিল্লাহ। এখনও যদি মুসলমানদের জীবনাচরণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুগামী হয়ে যায় তাহলে ইসলামের প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ নিবদ্ধ হবে আর মুসলমানরাও দেখবে, খোদা তা'লার পানে সত্যিকার প্রত্যাবর্তনের ফলে এবং পার্থিব প্রভুদের পরিত্যাগ করার মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলমানদের নিজেদের মান-সম্মান এবং মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন মহানবী (সা.)-এর সেই সত্যিকার দাস ও যুগ-ইমামকে তারা মেনে নিবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকটি নীতি বর্ণনা করেছেন আর এই নীতি আপন–পর সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর সেটি নিজ সমাজের ছোটোখাটো ঝগড়াবিবাদ থেকে শুরু করে শত্রুর বড় বড় ষড়যন্ত্র ও শত্রুতার বিরুদ্ধে এটি কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সেই নীতিটি হল, কোন অপরাধ ও শত্রুতার বিপরীতে ক্ষমা করা বা শাস্তি প্রদান করা। এই নির্দেশ দুটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ *(সূরা শূরা : ৪১)*

অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি ততটুকুই প্রদান করা হবে, যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শুধরানোর লক্ষ্যে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রথমত মনে রাখবে, শত্রুতাকে এমন চরম পর্যায়ে নিবে না যার ফলে এক অসমাপ্ত ধারা সূচিত হয়ে যায়। এজন্য কেউ যদি মন্দকর্ম করে সেক্ষেত্রে সেই মন্দকর্মের সমানই শাস্তি দেয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখবে, এই শাস্তি বা প্রতিশোধ বিদ্বেষ ও শত্রুতা অব্যাহত রাখার জন্য নয় আর প্রতিহিংসার জন্যও নয় বরং তা সংশোধনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই। আর এ বিষয়টিকে সর্বদা মাথায় রাখা উচিত যে, সংশোধন কীসের মাধ্যমে হবে? শাস্তি দেয়ায় নাকি প্রতিশোধ নেয়ায়, নাকি ক্ষমার মাধ্যমে? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি ক্ষমা করার ফলে সংশোধন হয় তাহলে ক্ষমা করে দাও আর এই ক্ষমা করার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার নিকট রয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার শত্রুর সাথেও দুই ধরনের আচরণের শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ শাস্তি দেয়ার অথবা ক্ষমা করার। কিন্তু উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন আর তা হল, সংশোধন। আমরা যদি সেই সমাজের কল্পনা করি যেখানে বছরের পর বছর বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম শত্রুতা বিরাজমান ছিল, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর এই শিক্ষা তাদের মাঝে এক বিপ্লব সাধন করেছে। প্রাচীনকালের অজ্ঞতামূলক আচরণ আজও আমরা কতিপয় জাতিতে দেখতে পাই যেখানে শত্রুতার এক অসমাপ্ত ধারা অব্যাহত রয়েছে আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ চরম পর্যায়ে উপনীত। অনুরূপভাবে সাধারণ মুসলমানদের মাঝেও এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন উন্নত দেশের নাগরিকদের কতিপয় লোকের মাঝে এমনকি রাজনীতিবিদদের মাঝেও এই হিংসা-বিদ্বেষ লালিত হচ্ছে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয় তাহলে এটিই হল মোক্ষম শিক্ষা। যদি এই শিক্ষার প্রচলন কর তাহলে এটিই প্রকৃত শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রদানের উপায়। জগদ্বাসী যদি এই নীতি অনুসরণ করে তাহলে পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বৃথা বৈরিতা ও শত্রুতা দূর হবে। অতএব কেউ বলতে পারে না যে, এই শিক্ষা এমন নয় যদ্বারা পরিপূর্ণরূপে শত্রুতার অবসান ঘটে না।

এছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.) আমাদেরকে এক স্বর্ণালী নীতি বলেছেন; তা হল, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত- উভয়ের প্রতি সহমর্মিতা দেখাও। অত্যাচারিতের প্রতি সহমর্মিতার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট যে কীভাবে তা করতে হয়। কিন্তু অত্যাচারীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন কীভাবে সম্ভব? এ বিষয়ে তিনি (সা.) বলেন, অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বাধা প্রদান করে তার প্রতি সহমর্মিতা দেখাও। অতএব উন্নত দেশসমূহে হোক কিংবা উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে হোক– সমাজের মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম একক (অর্থাৎ পরিবার)-কে দেখুন অথবা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতি-গোত্র ও ধর্ম-বর্ণের লোকদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখুন, অথবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখুন– এই জিনিসটির অনেক অভাব দেখা যায়; বিবদমান দু'পক্ষের মাঝে যারা-ই মীমাংসা প্রদানকারী বা শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে থাকে, তারা এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে থাকে। জাতিসংঘ গঠিত হয়েছে- তারাও দেখুন একচোখা আচরণ করে; হয় অত্যাচারিতের প্রতি এতটা সহমর্মিতা দেখায় যার ফলে এক পর্যায়ে তারা-ই অত্যাচারীতে পরিণত হয়, নতুবা অত্যাচারীর এতটা পক্ষাবলম্বন করে যার ফলে অত্যাচারিতের বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ে। অতএব স্থায়ী শান্তি তখন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব যখন প্রতিটি স্তরের নীতিনির্ধারকগণ সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করবে; উভয় পক্ষের কথা ও দৃষ্টিভঙ্গি শুনবে, এরপর বুঝাবে এবং বিদ্বেষ দূর করবে।

এরপর আরও একটি অপরাধ- যা ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করে তা হল, 'কুধারণা'। কুধারণা দ্বারা মানুষ নিজ হৃদয়কেও অন্যের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ দ্বারা পূর্ণ করে আর সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাও ধ্বংস করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কুধারণা পাপবিশেষ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

(সূরা আল হুজুরাত: ১৩)

হে যারা ঈমান এনেছ! কুধারণা অধিক পরিহার কর, নিশ্চয় কতক ধারণা পাপবিশেষ। আর ছিদ্রান্বেষণ করো না, আর তোমরা পরস্পর পরনিন্দা করো না; তোমাদের কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো এ বিষয়টি অত্যন্ত ঘৃণা কর। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী।

অতএব একদিকে আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কতিপয় ধারণা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর অপরদিকে বলেছেন, وَلَا تَجَسَّسُوا অর্থাৎ ছিদ্রান্বেষণ করো না, অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করো না। কুধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যের দোষ খোঁজার চেষ্টা করে। হৃদয়ে এক কুধারণা সৃষ্টি হল এবং তৎক্ষণাৎ যার বিরুদ্ধে কুধারণা সৃষ্টি হল, তার ছিদ্রান্বেষণ করা শুরু করে দিল। আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শিক্ষা পালনকারী কুধারণার বদলে সুধারণা রাখে, আর সুধারণা পোষণকারী অন্যের দোষ অন্বেষণ করতেই পারে না। সাহাবীরা এতটা সুধারণা পোষণকারী ছিলেন যার কোন তুলনাই হয় না। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একবার সাহাবীদের সুধারণার বিষয়ে একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। সেই ঘটনার মাঝে কেবল সুধারণার বিষয়টিই নয়, বরং সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার উন্নত মানের বিষয়েও শিক্ষা রয়েছে যে, কীভাবে এর মাধ্যমে শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল, আর এর ফলে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটি এমন:

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যামামলা দায়ের করা হয় আর সেই মামলায় বিচারবিভাগ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। সেই ব্যক্তি নিবেদন করে, আমার কাছে অনেক এতিমের আমানত গচ্ছিত আছে। আমাকে এতটা অবকাশ দেয়া হোক যেন আমি গিয়ে ঐ আমানতসমূহ ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারি। এজন্য আমাকে কিছু দিন অবকাশ দিন, আমি ঠিক এতদিন পর উপস্থিত হব। যখন তার কাছে কোন জামানত চাওয়া হয় তখন সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেখানে দাঁড়ানো একজন সাহাবী হযরত আবু যারের দিকে ইঙ্গিত করে– ইনি আমার জামিন। যখন আবু যার (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'আপনি কি তার জামানত দিতে প্রস্তুত আছেন?' তখন তিনি উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ'। এ জামানতের বিনিময়ে তাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল। যখন সেই নির্ধারিত দিন আসল যেদিন সেই ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার কথা, তখন সাহাবীগণ চিন্তিত হয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকেন। কেননা অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ ব্যক্তি তখনও আসে নি। কয়েক ব্যক্তি হযরত আবু যার (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে চেনেন যার আপনি জামানত দিয়েছিলেন?' তিনি জবাব দেন, 'আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না।' সাহাবীরা বলেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার! সে হত্যার দায়ে অপরাধী ছিল। অথচ আপনি তাকে না চেনা সত্ত্বেও জামানত দিয়ে দিলেন! আপনি এটি কী করেছেন? এখন সে না আসলে তো আপনার প্রাণ যাবে!' তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে আমি তাকে চিনি না, কিন্তু যখন একজন মুসলমান জামানতের জন্য আমার নাম বলেছে, তখন আমি কীভাবে অস্বীকার করতে পারি আর কীভাবে তার প্রতি কুধারণা করতে পারি?' এই ছিল সাহাবীদের সুধারণা পোষণের মান! যে ব্যক্তিকে তিনি চেনেনও না, তাকে শুধু এজন্য জামানত দিয়েছেন, কারণ তিনি কুধারণা করতে চান নি। যাহোক, সময় যখন একদম শেষ হওয়ার উপক্রম, তখন মানুষজন দূরে ধূলা উড়তে দেখল এবং দেখল, এক ব্যক্তি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। সবার দৃষ্টি তার প্রতি ছিল। যখন সে কাছে আসল তখন দেখা গেল, এটি সেই ব্যক্তি যার জামানত দেয়া হয়েছিল। সে ঘোড়া থেকে নেমে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আমানত ফেরত দিতে কিছুটা সময় লেগে গিয়েছিল, যার ফলে কিছুটা দেরি হয়েছে। যাহোক, খোদার কাছে শুকরিয়া, আমি যথাসময়ে পৌঁছে গিয়েছি। এখন আমি প্রস্তুত; আমার জন্য নির্ধারিত শাস্তি আমায় দিন।' তার কথা বাদী পক্ষের লোক এত গভীরভাবে প্রভাবিত হয় যে, তারা বিচারককে বলে, 'আমরা এ ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করছি।' অতএব তারা এরকম সুধারণা পোষনকারী মানুষ ছিলেন যারা কুধারণা করতে জানতেনই না, আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের সুধারণাকে বাস্তবায়িত করতেন। আর তারা এমন মানুষ ছিলেন যারা সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সততার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন; অঙ্গীকার পূর্ণকারী ছিলেন। এগুলো সেসব বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; ঘোরতর শত্রুকে শাস্তি দেয়ার চেষ্টাও ক্ষমা ও করুণায় পাল্টে যায়। আবার আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে একথা বলে অত্যাচার করতেও নিষেধ করেছেন– وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا অর্থাৎ একে অন্যের গীবত করো না। গীবত তথা পরনিন্দাও এক প্রকার অত্যাচার; এর মাধ্যমে অন্যের সম্মানে আঘাত হানা হয়। যার গীবত করা হয়, সে হয় বিভিন্ন আলোচনায় গীবতকারীর দুর্বলতা বলে বেড়ায়, নতুবা সরাসরি তার সাথে লড়াই করে। উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। তাই আল্লাহ্ বলেন, গীবত করো না; আর এটির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য বলেন, গীবত করা নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের সমতূল্য যা প্রত্যেকেই ভীষণ ঘৃণা করে। অতএব, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম এই মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন,

কিছু পাপ এত সুক্ষ্ম হয়, মানুষ তাতে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও টের পায় না। যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু সে টেরও পায় না যে, সে পাপ করছে। যেমন, অভিযোগ করার অভ্যাস। এধরনের মানুষ এটিকে খুবই তুচ্ছ ও নগণ্য বিষয় জ্ঞান করে, অথচ কুরআন শরীফ এটিকে খুবই মন্দ বলে আখ্যা দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট হন যখন কোন মানুষ মুখে এমন কথা বলে, যার ফলে তার ভাইয়ের অসম্মান হয়, আর এমন কাজ করে যাতে তার কোন ক্ষতি হয়। এক ভাই সম্পর্কে এরূপ কথা বলা যার মাধ্যমে তার অজ্ঞ ও মূর্খ হওয়া সাব্যস্ত হয়, অথবা গোপনে তার স্বভাব-চরিত্রের প্রতি অসম্মান বা বৈরি মনোভাব সৃষ্টি হয়। এগুলো সবই মন্দ কাজ।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل অর্থাৎ মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ গ্রাস করো না, কেননা এটি যুলুম। এর মাধ্যমে বিদ্বেষ ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, সমাজে যেখানে বস্তুবাদিতা চরমরূপ লাভ করেছে, সেখানে অন্যায়ভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করার চেষ্টাও করা হয়ে থাকে। বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই অন্যায়-অত্যাচার হচ্ছে। ধনী রাষ্ট্রসমূহ দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের সম্পদ অন্যায়ভাবে বিভিন্ন অজুহাতে গ্রাস করছে। এখন তো কতক আফ্রিকান দেশও এই ধ্বনি উচ্চকিত করছে, আমাদেরকে স্বাধীনতা প্রদানের পর এই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অন্যায়ভাবে আমাদের সম্পদ এই অজুহাতে কব্জা করে রেখেছে– '(এই সম্পদ) আমরা তোমাদের উন্নতি ও সুরক্ষাকল্পে ব্যয় করছি'; আর প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আজ সেসকল রাষ্ট্রে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার পরিণাম অনেক ভয়াবহ হতে পারে, কেননা এই অর্থ নিয়ে যাবার পর তাদের জন্য ব্যয় করা হয় না, বরং স্বয়ং সে সকল ধনী রাষ্ট্র গ্রাস করে ফেলে।

অনুরূপভাবে আমরা দেখে থাকি, কতক ব্যবসা-বাণিজ্যও অত্যাচারের মাধ্যমে পরিণত হয়, ক্ষুদ্র পর্যায়েও এবং বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের আকারে বৃহৎ পরিসরেও। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা এই অত্যাচার-নিপীড়ন থেকেও বেঁচে চলার নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন, এই অত্যাচার-নিপীড়ন সমাজ ও পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ. الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ. وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ؕ

(সূরা মুতাফ্‌ফিফীন: ২-৪)

(অর্থাৎ) দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়; যারা লোকদের নিকট হতে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে; কিন্তু যখন তারা অন্যকে মেপে দেয় অথবা তাদেরকে ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়।

অতএব ইসলাম সেসব মানুষের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে ও ধ্বংস কামনা করে যারা অন্যের সম্পদ গ্রাস করে। নিজেদের জন্য এক নীতি আর অন্যদের জন্য ভিন্ন নীতি। এই আয়াতসমূহে ইসলাম সকল প্রকারের যুলুম-নির্যাতনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং এভাবে প্রাণ, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই যে শিক্ষা প্রদান করেছেন– এটি কি শুধুমাত্র শিক্ষার মাঝেই সীমাবদ্ধ, নাকি মুসলমানগণ তাদের কর্মের মাধ্যমেও এটি করে দেখিয়েছে? আমরা তো বলে থাকি, ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত সুন্দর; কিন্তু এর ব্যবহারিক প্রয়োগ কি কখনও হয়েছে? কেননা বর্তমানে তো তা আমাদের চোখে পড়ে না। বর্তমানে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তো এর দৃষ্টান্ত আমরা অনেক কষ্টে খুঁজে পাই। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্যকারী আহমদীদের সেরূপ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করা উচিত যেরূপ সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেউ যেন আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলতে না পারে– 'এরা মুখে তো বলে- আমাদের মধ্যে এই এই পার্থক্য রয়েছে! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের মধ্যে কী পার্থক্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি? অতএব আমাদের (ও অন্যদের) মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃশ্যমান হওয়া উচিত। কেবলমাত্র তখনই আমরা বলতে পারব, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করার মাধ্যমে আমরা আখারীনদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। সাহাবীদের দৃষ্টান্ত কীরূপ ছিল? তাঁরা অন্যের সম্পদ ও প্রাণের কীভাবে নিরাপত্তা বিধান করেছেন, আমানত কীভাবে রক্ষা করেছেন? একটি দৃষ্টান্ত তো পূর্বেই আমি প্রদান করেছি, একজন প্রকৃত মু'মিনের মৃত্যুর পূর্বে চিন্তা ছিল– কীভাবে মানুষের, এতীমদের, অসহায়দের আমানত ফেরত দেব, এরপর আমাকে হত্যা করলেও কোন পরোয়া নেই। বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোতেও হয়ত এভাবে আমানত সুরক্ষিত থাকে না।

আরেকজন সাহাবীর ঘটনা শুনুন; একদা সেই সাহাবী বাজারে ঘোড়া বিক্রি করতে নিয়ে আসেন এবং সেটির দাম বলেন দু'শ দিনার। বাজারের মধ্যে আরেকজন সাহাবী তাকে বলেন, 'তোমার এই ঘোড়া আমি কিনতে চাই, কিন্তু তুমি তো এটার মূল্য কম বলছ। এর মূল্য দু'শ দিনার না, বরং পাঁচশ' দিনার; এটাই আর প্রকৃত মূল্য।' একথা শুনে প্রথমোক্ত সাহাবী বলেন, 'তুমি কি আমাকে সদকা গ্রহণকারী ভেবেছ যে, আমি তোমার কাছ থেকে এটির বেশি দাম নেব?! এর প্রকৃত মূল্য দু'শ দিনারই বটে।' এই নিয়ে সেখানে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল, তর্কাতর্কি আরম্ভ হয়ে গেল; বিক্রেতা বলছিল, 'আমি দু'শ দিনার নেব', আর ক্রেতা বলছিল, 'আমি পাঁচশ' দিনার দেব'।

দেখুন! যেখানে এমন মানুষ থাকে যাদের বিশ্বস্ততার মানদণ্ড এরূপ– সেই সমাজে শান্তির অবস্থাও কত মহান হবে! অতএব এমন আদর্শ মানুষজন ছিলেন যারা ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক রূপ প্রদর্শন করেছেন। বর্তমান যুগের মানুষ শুনে হাসবে; বলবে, 'ওরা কেমন বোকা লোক! না চাইতে পাওয়া মুনাফা ফিরিয়ে দিচ্ছে! অবিশ্বস্ততা তো করছে না; নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে– এর মূল্য

এত। কিন্তু ক্রেতা যখন জোর করে বেশি দিতে চাইছে তো নিয়ে নাও!' কিন্তু না, যদি সে এমন করে তবে তার ধারণামতে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়; আর বাস্তবতাও তা-ই! নিজেদের জ্ঞাতসারে তারা কোন অবস্থাতেই একথা সহ্য করতে পারতেন না যে, ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন। কিন্তু বর্তমানে তো আমরা দেখতে পাই, একজন ব্যক্তি যতই ধনী ও সম্পদশালী হয়, তার লোভও ততই বেশি হয়ে থাকে এবং অন্যদের ঠকানোর চেষ্টায় থাকে, আর সামান্য কিছু টাকার জন্য এত লম্বা তর্ক জুড়ে দেয় যার কোন সীমা নেই। তেমনইভাবে ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোকে ঠকানোর চেষ্টা করে। যেমনটি আমি বলেছি, এখন আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোর মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে– 'ধনী দেশগুলো আমাদেরকে আমাদের উপকার ও রক্ষা করার নামে আমাদের লুট করছে। দ্বিতীয়ত, যখন বাণিজ্য করে তখন দরিদ্র বা স্বল্পোন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সস্তা দামে জিনিস কিনে, বিনিময়ে তাদেরকে ত্রুটিপূর্ণ উপকরণ দিয়ে বানানো জিনিস অস্বাভাবিক মুনাফায় বিক্রি করে। এভাবে অনুন্নত দেশগুলোর শ্রম দিয়ে চরম সস্তামূল্যে জিনিস তৈরি করায় এবং তারপর নিজেরা তা বিপুল লাভ নিয়ে বিক্রি করে। আর এতে দরিদ্র দেশগুলোর লোকজন ও ধনীরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা স্বল্প ও একেবারে তুচ্ছ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিকদের দিয়ে জিনিস তৈরি করায়, যা দিয়ে দরিদ্র শ্রমিকদের পরিবারের জন্য দু'বেলার রুটিও অনেক কষ্টে জোগাড় হয়। কিন্তু ধনীরা তাদের বানানো জিনিস দিয়ে কোটি-কোটি টাকা মুনাফা কামাতে থাকে। আর এই বিষয়টিই অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, আর এক সময় গিয়ে দরিদ্ররা আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত হবে, কারণ পৃথিবীতে যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, এর অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, একে অপরের খবর জানতে শুরু করেছে– তা দরিদ্রদের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছে। আর যখন তারা দেখে– 'এ বিষয়ে আমার সাথে অন্যায় করা হচ্ছে', তখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং শান্তি বিনষ্ট হয়। তাই ইসলাম বলে, এই অস্থিরতা দূর করতে হলে সর্বপ্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে অপরের অধিকার দৃষ্টিতে রাখ; এটিই দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে অহংকার একটি বড় কারণ। অহংকারের কারণে অন্যদের ওপর অত্যাচার করা হয় এবং অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। ইসলাম কঠোরভাবে এটিকে নিষেধ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

[সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৮]

আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলাফেরা কর না; নিশ্চয়ই তুমি পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় পাহাড়ের মত সমান হতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তোমার অহংকার কী নিয়ে? যখন কিনা তুমি ভূমিকে বিদীর্ণ করতে পারবে না আবার ভূমির বাইরেও যেতে পারবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন উপায়-উপকরণ এবং মাধ্যমসমূহ-ই তোমার জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তোমার দরিদ্র ভাই কিংবা দরিদ্র লোকেরা যারা তোমার চারপাশে রয়েছে তাদেরকেই তুমি কাজে লাগিয়ে থাকো। যত বড় কারখানার মালিক হও না কেন বা যত ধনী ব্যক্তিই হও না কেন, তোমার সাহায্যকারী এসব দরিদ্র লোকেরাই হয়ে থাকে। এরা যদি না থাকে তাহলে ধনীদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। অতএব এই চেতনা প্রত্যেক বড় এবং অহংকারী ব্যক্তির হৃদয়ে সৃষ্টি করা উচিত যে, অহঙ্কারের কারণে যাদেরকে সে ছোট মনে করে এসব লোকেরাই তাদের সাহায্যকারী, যাদের সাহায্য ছাড়া তাদের জীবন কখনও স্বাচ্ছন্দ্যময় হতে পারে না। অতএব এই চেতনা যদি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এক সম্পদশালী লোক এক দরিদ্র লোকের অধিকার হরণের চিন্তা করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমরা অহংকার করো না, চারপাশের লোকদেরকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করো না। তোমরা যদি নিজের চেয়ে নিচু শ্রেণীর মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করো তাহলে লোকেরা তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে থাকবে এবং তোমরাও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। আর কঠোর ব্যবহার করা, অন্যদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করার ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তা হল, এই দরিদ্র লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। এভাবে সাধারণ জনগণের ধনী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কিংবা বিদ্রোহী জনতা যখন কোন ধনী ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়ায় অথবা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তখন তা এক বিদ্রোহে রূপ নেয়। এর ফলে সমাজ এবং দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا । স্মরণ রেখ! এভাবে মানুষ অন্যের অধিকার খর্ব করে এবং তাদের থেকে দূরে থেকে তারা কখনও জাতির নেতা হতে পারবে না। 'জিবাল' শব্দ দ্বারা সর্দার এবং বড় বড় ধনী ব্যক্তিদেরও বুঝানো হয়। অতএব অহংকার করে কখনও কেউ প্রকৃত সম্মান পেতে পারে না বরং বিনয়ের ফলেই প্রকৃত নেতৃত্ব এসে থাকে এবং নেতা বানিয়ে থাকে। আর এ নেতৃত্বই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পারে। জাতিগত অন্যায়-অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে একস্থানে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, জাতিগত অন্যায়-অত্যাচারের ফলে একটি নৈতিক অধঃপতন হল, জাতির চরিত্র নষ্ট হওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে এটি থেকেও বারণ করেন। তিনি বলেন,

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

(সূরা আন্ নিসা: ১৪৯)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ্যে পাপের বহিঃপ্রকাশ পছন্দ করেন না তবে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে সেটি ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ তা'লা সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানীএ

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উক্ত আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, মানুষ এর অর্থ যা করে তা হল, কেউ যদি অত্যাচারিত হয় তাহলে তার প্রকাশ্যে যা মন চায় তা বলার অনুমতি রয়েছে কিন্তু অন্য কারও জন্য এই অনুমতি নেই। [হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,] আমার মতে, এই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হল, কেউ যদি অত্যাচারিত হয় তবুও তার জন্য এটি পছন্দনীয় বিষয় নয় যে, সে লোকেদের মাঝে প্রকাশ্যে তা বলে বেড়াবে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এটি থেকে বারণ করছেন। তিনি (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার ওপর অত্যাচার হওয়ার কারণে হৈ চৈ করে, নিজের বিরুদ্ধে হওয়া আচরণ কিংবা অত্যাচারের বিরুদ্ধে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ওপর অত্যাচার হওয়ার কারণে হৈ চৈ করে তার বুঝা উচিত, সে তো নিজের ওপর অত্যাচার হওয়ার কারণে হৈ চৈ করছে ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি জাতির চরিত্রও ধ্বংস করছে। কেউ যদি নোংরা গালি দেয়া আরম্ভ করে আর রাস্তা দিয়ে মহিলারা বা ভদ্র মানুষেরা যায় আর তারা তাকে বাধা দেয় এবং বলে, তোমার কি লজ্জা হয় না এভাবে মানুষের চরিত্র নষ্ট করছ! শিশুরাও রয়েছে, মহিলারাও আছে আর এরা এমন লোক যারা মন্দ কথা পছন্দ করে না। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি কি নিয়ে হৈ চৈ করছ? তুমি কি এ কারণে হৈ চৈ করছ যে, তোমার ওপর যুলুম হয়েছে? অথচ তুমি কি এতটুকু বুঝ না যে, তোমার ওপর অত্যাচার হওয়ার কারণে তুমি চিৎকার করছ আর ওদিকে সমগ্র জাতি এই অত্যাচারের শিকার হচ্ছে! অতএব অত্যাচারিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, অত্যাচারের যদি বিচার চাও তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যাও এবং সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করো। এছাড়া নিজের প্রতিও দৃষ্টিপাত করো একারণে যে, কোথাও তোমার মাধ্যমে অত্যাচার সংঘটিত হয় নি তো! কিংবা তুমিও কারও ওপর অত্যাচার করো নি তো, বা অত্যাচারী সাব্যস্ত হচ্ছো না তো! এটিও তো হতে পারে। এখানে অত্যাচারিত ব্যক্তিকে (আল্লাহ্ তা'লা) বলছেন, একদিকে অত্যাচারিত হয়ে আবার নিজেই অত্যাচারী হয়ে যেও না। অতএব, ইসলাম একজনের অধিকার প্রদান করার সাথে সাথে অন্যের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করে। যাতে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় থাকে। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا *(সূরা আন-নিসা: ৩৭)*

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর এবং অন্য কিছুকে তার সাথে শরীক করো না। সদাচরণ করো- পিতামাতার সাথে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে এবং এতীম ও মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীদের সাথে এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক তাদের সাথে। আল্লাহ্ তাদেরকে আদৌ ভালবাসেন না- যারা অহংকারী ও দাম্ভিক।

যেভাবে এই আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। অর্থাৎ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করো আর যখন কেউ প্রকৃত একত্ববাদী হবে তখন অন্যের ওপরে কখনও অন্যায় করবে না। একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা সেসব মানুষের তালিকা দিয়েছেন যাদের সাথে সদাচরণ করা সকল মু'মিনের জন্য আবশ্যক। এই শিক্ষা অনুযায়ী যদি মানুষ জীবন পরিচালনা করে তাহলে শান্তি বিনষ্টকারী সকল উপাদান নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষ যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। পিতামাতার সাথে সম্পর্কের সাথে অন্যান্য সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই সম্পর্কের গুরুত্ব কী? এরপর পরিশেষে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন অহংকারী এবং দাম্ভিক ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। অহংকার সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা অহংকারী ব্যক্তিকে সতর্ক করেছেন অর্থাৎ অধিকার প্রদান করাই শান্তি ও সম্প্রীতির প্রধান শর্ত। আমরা সামাজিক সম্পর্কে দেখতে পাই যে, শুধুমাত্র মানুষের পারস্পারিক রাগের কারণে অনেক সমস্য, ঝগড়া ও কলহবিবাদ সৃষ্টি হয়। যখন মানুষের মানুষকে রাগ বশ করে তখন বিবাদ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের একটি নীতিগত নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা তোমাদের মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ এমন জাতি যারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। ক্রোধ ও ভালবাসার বিষয়েও এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রাখুন। রাগের বশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না যাতে ক্ষমার সুযোগ থাকে না। আবার ভালবাসায় এমনভাবে সীমালঙ্ঘন করবেন না যাতে সীমাহীন ক্ষতি হয়। ভালবাসার বশে মানুষ ন্যায়বিচারের শর্ত পূরন করতে পারে না। অতএব, এই নীতির অধীনে ক্রোধেরও একটি সীমা হওয়া উচিত এবং ভালবাসারও সীমা থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের মাঝে এই শিক্ষার অনুশীলন অনেক কমে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ *(আল ইমরান-১৩৫)*

অর্থ: যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুত আল্লাহ্ সৎকর্মশীলকে ভালবাসেন।

অর্থাৎ ক্রোধ সংবরণ করা এবং ক্ষমা করা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য এবং এটাই সেই নীতি যা মুসলমানদের সঠিক চিত্র ফুঁটিয়ে তোলে। এটি সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে শত্রুতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটি সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী সব দিকে বিস্তার লাভ করে। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

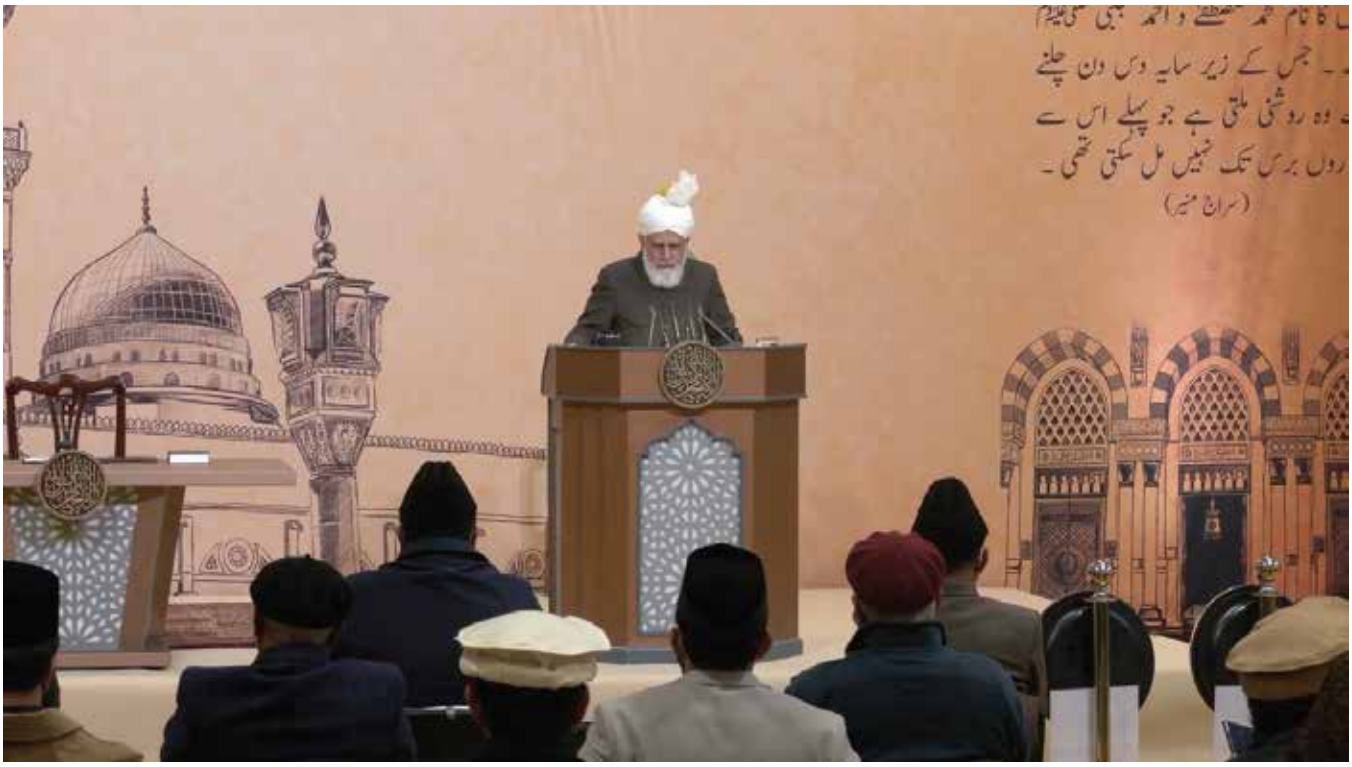

স্মরণ রেখ! বিবেক ও আবেগের মাঝে মারাত্মক শত্রুতা বিদ্যমান। যখন কেউ আবেগতাড়িত ও রাগন্বিত হয় তখন বিবেক ঠিক থাকতে পারে না। কিন্তু যে ধৈর্য ধরে এবং বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে এক নূর (জ্যোতি) প্রদান করা হয় যার মাধ্যমে তার জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার শক্তিতে এক নতুন জ্যোতি সৃষ্টি হয় এবং জ্যোতি থেকে আরও জ্যোতি সৃষ্টি হয়। রাগ ও উত্তেজনার অবস্থায় যেহেতু হৃদয় ও মস্তিস্ক নিষ্কর্ম হয়ে থাকে তাই এতে অজ্ঞতা থেকে অজ্ঞতাই সৃষ্টি হতে থাকে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখ! যে ব্যক্তি কঠোরতা প্রদর্শন করে ও রাগান্বিত হয়ে যায়, তার মুখ থেকে কখনও তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা বের হতে পারে না। সেই হৃদয় প্রজ্ঞার বাণী থেকে বঞ্চিত থাকে যে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে দ্রুত রেগে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নোংরা মুখ ও নিয়ন্ত্রণহীন ঠোঁট সুক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে বঞ্চিত থাকে। ক্রোধ ও প্রজ্ঞা একসাথে একত্র হতে পারে না। যে ক্রোধ বা রাগের বশবর্তী হয়ে যায় তার বুদ্ধি স্থূল হয়ে যায় ও বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। তাকে কখনও কোন ক্ষেত্রে বিজয় ও সাহায্য প্রদান করা হয় না। রাগ হচ্ছে অর্ধ-উম্মাদনা, যখন বেশী প্রকাশিত হয়, তখন তা থেকে পূর্ণ উম্মাদনার সৃষ্টি হতে পারে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের শরীয়তের নির্দেশ হল, পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কাজ কর। যদি কোমলতার প্রয়োজন হয় তাহলে মাটির মানুষ হয়ে যাও। আর যদি কঠোরতার প্রয়োজন হয় তাহলে কঠোরতা প্রদর্শন কর। যেখানে ক্ষমা করলে সংশোধন হয় সেখানে ক্ষমা কর। যদি পুণ্যবান এবং লজ্জাশীল সেবক কোন ভুল করে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও, কিন্তু কতিপয় এমন ভদ্ররূপী দুষ্টু হয়ে থাকে যে, যদি একদিন ক্ষমা কর তাহলে পরের দিন সে দ্বিগুণ অনিষ্ট করবে, এক্ষেত্রে শাস্তি দেয়া আবশ্যক।

অতএব এই শিক্ষাই শান্তি এবং নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করে। সাধারণত মুমিনদের ক্ষমার অভ্যাস থাকে, কিন্তু যেখানে অভ্যস্ত পাপীর প্রশ্ন, সেখানে সংশোধনের জন্য শাস্তি প্রদান করাই উচিত। ইসলামের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সমাজের সংশোধন, শাস্তি দেয়া নয়। অতএব এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একজন মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত।"

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা ক্রোধ সংবরণ কর এবং ক্ষমা করে দাও। এরপর পুনরায় অনুগ্রহও কর। কেননা 'আল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন' অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের পছন্দ করেন।

এই অনুগ্রহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) অন্য এক স্থানে বলেন, "ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতায়িযিল কুরবা"

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ ন্যায়বিচার এবং অনুগ্রহ এবং আত্মীয়ের প্রতি কৃত অনুগ্রহের ন্যায় অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

পবিত্র কুরআনের আদেশ এমন যে, যদি এর ওপর প্রকৃত অর্থে আমল করা যায় তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং পর্যায়ে অসাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

আল্লাহ্ তা'লা প্রথম বিষয়টিই বলেছেন, 'পরস্পর ন্যায়বিচারের অচরণ কর' অর্থাৎ, সমান দৃষ্টিতে দেখ। যদি কোন যুলুম বা নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে হয় তাহলে ততটুকু যতটুকু নির্যাতন করা হয়েছে, আর তা-ও বিচারকের কাছে মামলা উপস্থাপন কর। পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে কোন কোন ব্যক্তি কখনও কখনও এত বেশি বিদ্বেষের শিকার হয়ে যায় যে, তারা বলে, 'আমার যে ক্ষতি করেছে তার নাকে খত না দেয়ানো পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না।' এমন আচরণ একেবারেই ভুল! ইসলাম এটিকে নিষেধ করেছে। অনুরূপভাবে জাতিগত পর্যায়ে দেখুন যে, একজন আরেকজনের পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হলে একে অপরের এতো বেশি ক্ষতি সাধন করে যে, সেই দেশ এবং জাতি কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত উঠে দাঁড়ানোর যোগ্যতা রাখে না। আর এটি বর্তমানে অধিকাংশ বড় বড় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর আচরণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন বরং আদেশ দিয়েছেন, ন্যায়বিচারের সাথে কাজ কর।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ইহসান অর্থাৎ অনুগ্রহের। অনুগ্রহ এমন একটি বিষয় যেখানে এটি দেখা উচিত নয় যে, অপর ব্যক্তি আমার সাথে কি ব্যবহার করেছে। বরং সে যদি মন্দ আচরণও করে তথাপি আমরা তার সাথে উত্তম আচরণ করব এবং তাকে ক্ষমা করব। এর মাঝে ক্ষমা, মার্জনা এবং দরিদ্রদের সাহায্যের বিষয়টিও এসে যায়। দান-দাক্ষিণ্য ও অন্যান্য ব্যক্তিগত ও জাতিগত পুণ্যকর্মও এর অন্তর্ভুক্ত।

তিনি (আ.) বলেন, এহসানের (অনুগ্রহের) চেয়েও অগ্রগন্য একটি বিষয় আছে। আর তা হল, ইতায়িযিল কুরবা (নিকটাত্মীয়সুলভ ব্যবহার)। যার অর্থ হল, সৃষ্টিকুলের সাথে এমন ব্যবহার কর যেভাবে এক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের সাথে করে থাকে। এই ব্যবহারের অর্থ হল এহসানের (অনুগ্রহের) চেয়েও অগ্রগামী ব্যবহার করা। নতুবা একে পৃথকভাবে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এর দ্বারা বুঝায় স্বভাবজাত ভালবাসার ভিত্তিতে ব্যবহার, যাতে প্রতিদান লাভের কোন চিন্তাভাবনা থাকে না। এহসান (অনুগ্রহ) করার সময় অনেক ব্যক্তিস্বার্থ সামনে এসে যায়, হতে পারে এতটুকু কথা হৃদয়ের উদ্বেগ হয়ে যায়, এই উত্তম ব্যবহারের কারণে যেন এই লোকের সাথে আমার একটা ভাল সম্পর্ক হয়ে যায়। কিন্তু ইতায়িযিল কুরবা (নিকটাত্মীয়সুলভ ব্যবহার) সেই সম্পর্ক, যা মায়ের নিজের বাচ্চার সাথে হয়ে থাকে। যেখানে মা কোন প্রতিদান লাভের জন্য বাচ্চাকে ভালবাসা দান, লালনপালন ও উত্তম ব্যবহার করে না। বরং এখানে তাকে বাধ্য করে একটি স্বভাবসুলভ ভালবাসা, সে যেন তার বাচ্চাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, একে অন্যের জন্য এমন ভালবাসা সৃষ্টি কর। ঐ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার চেষ্টা কর যা তোমাদের মাঝে গ্রহণের চেয়ে প্রদানের আবেগ বেশি সৃষ্টি করবে। সমস্ত সৃষ্টি যেন তোমাদের সন্তানের মত দৃষ্ট হয়। একে অপরের সেবার যেন এক আবেগ সৃষ্টি হয়।

অতএব যখন এমন ব্যবহার হবে, এমন সমাজ হবে, তখন তা কতই না সুন্দর হবে! এটা পূর্ণ নিরাপদ ও শান্তিময় সমাজ হবে। হায়! যদি মুসলমানরা এ নীতি বুঝতে সক্ষম হত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, খোদা তা'লার সাথে পবিত্র সম্পর্ক গড়ে তোলার নাম পুণ্য। আর তাঁর সাথে ভালবাসা যেন নাড়ির টানে হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতাইযিল কুরবা" খোদা তা'লার সাথে আদল (ন্যায় বিচার) হল, তাঁর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য যেন প্রদর্শন করা হয়। আর কাউকে যেন তাঁর শরীক সাব্যস্ত করা না হয়। আর তাঁকে যেন চিনা হয়। এতে যদি উন্নতি করতে চাও তাহলে এর পরবর্তী ধাপ হল এহসান তথা অনুগ্রহ। আর এটা হল, তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো আর যারা তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করে নি, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এর চেয়েও যদি উত্তম ব্যবহার চাও তাহলে পুণ্যের আরেকটি ধাপ রয়েছে আর তা হল, স্বভাবসুলভ ভালবাসা থেকে খোদাকে ভালবাস। না বেহেশতের আশায় আর না দোযখের ভয়ে বরং ধরে নাও যদি বেহেশত কিংবা দোযখ না-ও থাকে তবুও ভালবাসার প্রেরণা ও আনুগত্যে কোন পার্থক্য হবে না। এমন ভালবাসা যখন খোদার সাথে হবে তখন এতে এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি হবে যাতে কোন ত্রুটি থাকবে না।

তিনি (আ.) আরও বলেন, খোদার অন্যান্য সৃষ্টির সাথে এমন ব্যবহার কর যেন তুমি তাদের সত্যিকার আত্মীয়। এই স্তর সবচেয়ে ওপরের কেননা এহসানের (অনুগ্রহের) মাঝে একটি আত্মকেন্দ্রিকতার বিষয় বিদ্যমান থাকে। কেউ যদি অনুগ্রহকে ভুলে যায় তাহলে অনুগ্রহকারী তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, আমি তোমার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু সন্তানের প্রতি মায়ের স্বভাবগত ভালবাসায় কোন আত্মপ্রচার থাকে না। কোন বাদশাহ্ যদি মাকে আদেশ দিয়ে বলে, তুমি নিজ সন্তানকে হত্যা কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না তবুও মা এ কথা মানতে কখনও রাজি হবে না। বরং এ বাদশাহ্‌কে সে গালি দিবে। যদি সে এটাও জানে যে তার যুবক হওয়ার আগেই আমি মারা যাব (অর্থাৎ সন্তান

যৌবনে পদার্পণের আগেই) তবুও ব্যক্তিগত ভালবাসার কারণে সন্তানের ভরণপোষণ কখনও পরিত্যাগ করবে না। অনেক সময় বৃদ্ধ বাবা-মা'র ঘরে সন্তান হয়। সেই সন্তানের দ্বারা লাভবান হওয়ার বাহ্যিক কোন আশা তাদের থাকে না। তবুও তারা তাকে ভালবাসে ও লালনপালন করে। এটি একটি স্বভাবগত বিষয়। যে ভালবাসা এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, সেই ভালবাসার ইঙ্গিত إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ-এর মাঝে করা হয়েছে। এমন ভালবাসা খোদার সাথে হওয়া উচিত যাতে কোন মর্যাদা লাভের অভিপ্রায়ও থাকবে না, আর অপদস্থ হওয়ারও কোন ভয় থাকবে না।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, নৈতিকতা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে যা আজকাল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা উপস্থাপন করে থাকে। সামনাসামনি চাটুকারিতা ও তোষামোদ করে কিন্তু হৃদয় শত্রুতা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ থাকে। এমন স্বভাব পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থি। দ্বিতীয় স্বভাব হচ্ছে প্রকৃত সহমর্মিতা প্রদর্শন করা এবং হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ না রাখা এবং চাটুকারিতা ও তোষামোদ না করা। যেভাবে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

এটিই হচ্ছে যাথাযথ পন্থা এবং প্রতিটি পরিপূর্ণ পন্থা ও দিকনির্দেশনা খোদার ঐশী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা অন্য কোথাও পথনির্দেশ লাভ করতে পারবে না। সুশিক্ষা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের জন্য হৃদয়ের পবিত্রতা আবশ্যক। যারা এর থেকে দূরে থাকে, যদি গভীর দৃষ্টিতে তাদের দিকে দেখা হয় তবে তাদের মাঝে অবশ্যই পঙ্কিলতা পরিলক্ষিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, জীবনের কোন ভরসা নেই, তাই নামাযে ও পবিত্রতায় উন্নতি সাধন কর, নিজেদের ইবাদতের মান-ও উন্নত কর এবং নিজেদের সত্যবাদিতার মান উন্নত কর। নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় কর। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করার পর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী হয়ে পৃথিবীর জন্য নিজের প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করুন।

শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে অল্পবিস্তর আমি যা বর্ণনা করেছি সেগুলো যেন আমরা প্রকৃত অর্থে পালনকারী হই। এছাড়া অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোও যেন আমরা প্রণিধান করি। বিশ্বকে অবগত করুন যে, পৃথিবী তার স্বার্থসিদ্ধির কারণে ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে ধাবিত হচ্ছে- তারা যেন এই সত্যতাকে অনুধাবন করে মহান আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন জাগতিক ব্যবস্থাপনা সাহায্যকারী হতে পারে না। অতএব, এটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য অনেক বড় দায়িত্ব। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তৌফিক দিন। জলসার কল্যাণ অংশগ্রহণকারীগণের সঙ্গী হোক। পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে এই জলসার অনুষ্ঠান শ্রবণকারীগণ নিজেদের মাঝে এক ধরনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন এবং নিজ নিজ এলাকায় ইসলামের পবিত্র শিক্ষার আলোয় এক বিপ্লব সাধনকারী হোন। সকল অংশগ্রহণকারীকে মহান আল্লাহ্ নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান। যারা কাদীয়ানে এসেছেন, যারা আফ্রিকার গিনিবাসাউতে রয়েছেন, এছাড়া অন্য কোথাও যদি জলসা হয় তাহলে সেখানের সবাইকে মহান আল্লাহ্ নিজ নিরাপত্তার চাদরে অবৃত রাখুন।

এখন আমরা দোয়া করব। বিশেষভাবে এই দোয়া করুন, মহান আল্লাহ্ যেন জামা'তকে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বয়আতের অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে আমাদের কাছে যা প্রত্যাশা করেছেন, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে তা বাস্তবায়নের সৌভাগ্য দান করেন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

Smile Aid
your complete dental healthcare
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UJX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করল মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, জার্মানির সদস্যবৃন্দ

সমাজের তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একগুচ্ছ সমস্যার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস (আই.)

গত ২৮ আগষ্ট ২০২১, মজলিস আতফালুল আহমদীয়া (৭-১৫ বছর বয়সী বালকদের অঙ্গসংগঠন) জার্মানির সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর অপরপক্ষে সহস্রাধিক আতফাল মানহাইমের মাইমার্কেট ক্লাব থেকে অনলাইনে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

সভা শুরু হলে হুযূর আকদাস লক্ষ্য করেন যে, বিগত সপ্তাহে খোদ্দামের সভার বিপরীতে, যেখানে বৃষ্টি শুরু হওয়া সত্ত্বেও সবাই খোলা আকাশের নিচে বসেছিলেন, এবার ব্যবস্থা ঘরের মধ্যে করা হয়েছে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সদর (ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টকে)-কে উদ্দেশ্য করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকে আপনারা ছেলেদেরকে হলে বসিয়েছেন যেন গত সপ্তাহে খোদ্দামের মত তাদেরকে বৃষ্টির সময় খোলা আকাশের নিচে বসে থাকতে না হয়। তবে, আতফালও মুজাহিদ [আল্লাহ্‌র পথে স্বেচ্ছায় কষ্টকাঠিণ্য বরণকারী]। আজকাল আমার জুমুআর খুতবাগুলোতে আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করছি। যখন তারা ঝড়-বৃষ্টির মুখোমুখি হতেন, সেসকল সাহাবীদের মাঝে ১৩-১৪ বছরের বালকেরাও ছিলেন, যারা পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, অবিচল থাকতেন। অতএব, আমাদের আতফালও সকলেই মুজাহিদ আর আপনাদের বেশি দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। তবে যা হোক, এটা ভাল করেছেন যে, তাদেরকে ঘরের ভেতরে বসিয়েছেন!"

প্রশ্ন: আতফালের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন যে, কেউ কোনও সমস্যার মুখোমুখি হলে তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা নাকি শাস্তি- কারও পক্ষে কীভাবে তা বুঝা সম্ভব?

উত্তর: প্রিয় হুযূর (আই.) বলেন:

"যদি তুমি কোন অপরাধ করে থাক, আর তার ফলে কোন কষ্টের মধ্যে পড়, তাহলে অবশ্যই তুমি জানবে যে, এটি একটি শাস্তি। যদি তুমি কোন পাপ না করে থাক, আর কোন কষ্টের মুখোমুখি হও এবং তোমাকে কিছু সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে। নবীরা খোদা তা'লার সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকেন, এরপরও তারা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও কষ্টকাঠিণ্যের মুখোমুখি হয়েছেন। তারা অসুস্থ হতেন এবং কষ্টকাঠিণ্যের শিকার হতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খোদা তা'লার প্রিয়তম ছিলেন, আর তা সত্ত্বেও তাঁকে (সা.) অগণিত পরীক্ষা ও বিপদাবলীর মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন তাঁর খাওয়ার মত কোন খাবার ঘরে ছিল না। যুদ্ধের সময় নিজের ক্ষুধার অনুভূতি লাঘবের জন্য তিনি পেটে পাথর বেঁধেছেন। তাঁর চাইতে খোদার প্রিয় আর কে ছিলেন? তারপরও তাঁকে কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে

হয়েছে। তাঁর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হত যখন তাঁদের ঘরে চুলা জ্বলতো না। যদি আজ কোন ব্যক্তি একবেলার খাবারও না খান, তিনি কষ্টের অভিযোগ করেন (তা ঠিক হবে না)। যখন মহানবী (সা.) কখনও কখনও খাবার হিসেবে সামান্য সিরকায় ভেজানো শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছুই পেতেন না, তারপরও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং বলতেন যে, খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু।"

হুযূর (আই.) আরও বলেন:

"যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরা পাপ করছ না, আর মানুষের এবং আল্লাহ্ তা'লার অধিকার রক্ষা করছ, এবং তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করছ না এবং অন্যের অধিকার হরণ করছ না, তাহলে যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি তোমরা হও, সেগুলো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। তোমরা এ সকল কঠিন পরিস্থিতি ধৈর্যসহকারে সহ্য করতে পার কি-না তা দেখার জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি পদ্ধতি। যখন তুমি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তন করতে করতে অতিক্রম করবে এবং বলবে যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমার জন্য যা চান তাতে তুমি সন্তুষ্ট, তখন আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কার প্রদান করবেন এবং তাঁর আশিসমূহ তোমার ওপর বর্ষণ করতে থাকবেন। কিন্তু যদি পরীক্ষার সময় তুমি নিজের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু কর এবং অভিযোগ করতে থাক, তাহলে ঐ সকল সমস্যাবলী প্রলম্বিত হতে থাকবে এবং এমনও হতে পারে যে, কোন পরীক্ষা এক পর্যায়ে শাস্তিতে পরিণত হবে। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর, আল্লাহ্‌র অধিকার রক্ষা কর এবং এর ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন এবং তোমাকে আশিসমণ্ডিত করবেন, আর তুমি অনুধাবন করবে যে, যে কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে তুমি অতিক্রম করেছ তা শাস্তি ছিল না বরং পরীক্ষা ছিল।"

আরেকজন তিফল হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করে, শিশু হিসেবে তাঁর প্রিয় খাদ্য কী ছিল?

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"আমাদের কখনও এমন দাবি ছিল না যে, আমরা আমাদের প্রিয় খাবার বেছে নিব। বাসায় যা হত, আমরা তাই খেতাম। যদি ডাল রান্না হত, আমরা ডাল খেতাম; যদি মাংস হত, আমরা তাই খেতাম আর যদি অন্য কোন সবজি হত তবে সেটাই বিনাবাক্যে খেয়ে নিতাম। আজকাল তোমাদের মাঝে এমন দাবি প্রায়শ দেখা যায়, কিন্তু আমাদের মাঝে এমনটা ছিল না। আমাদের বাবা মায়েরা বলতেন, "এই হল খাবার, অতএব হে আমার সন্তানরা! তোমরা এটা খাও এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" তাই তোমাদেরও খুব বেশি খুঁতখুঁত স্বভাব থেকে বিরত থাকা উচিত।

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসের কাছে রাগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির বিষয়ে পরামর্শ চান।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন তোমার রাগ আসে তখন ঠাণ্ডা পানি পান করবে আর বসে যাবে, যেন তোমার ক্রোধ শীতল ও প্রশমিত হয়। সাথে সাথে বসে যাবে এবং ঠাণ্ডা পানি

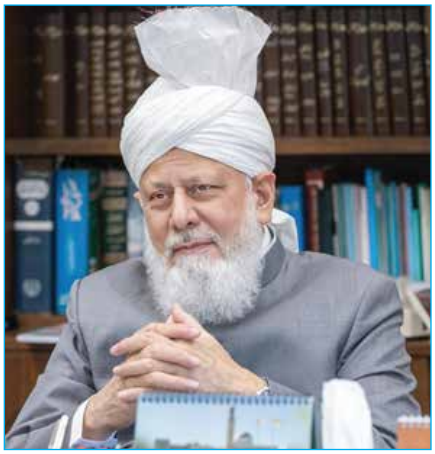

পান করবে আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করবে যেন তিনি তোমার রাগ দূর করে দেন, আর এভাবে তুমি প্রশান্ত হবে। যখন তুমি রেগে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে ইস্তেগফার করতে শুরু করবে।"

সভার শেষ প্রান্তে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব হুযূর আকদাসের কাছে দোয়ার জন্য আবেদন করেন, যেন পুনরায় সেই দিন আসে যখন হুযূর আকদাস আবার জার্মান সফরে আসতে পারেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ শীঘ্র সেই দিন আনুন। দোয়া করুন যেন এমন হয়। আল্লাহ্ তা'লা এবং মানুষের অধিকার প্রদান করুন। আর আপনারা যেন শিশু-কিশোরদের যথাযথ তরবিয়ত (নৈতিক প্রশিক্ষণ) প্রদান করতে পারেন, যেন তারা সঠিক পথে চলে এবং সৎকর্মে নিয়োজিত হতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**
পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

সীরাতুল মাহ্‌দী (আ.)

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মাওলানা জুবায়ের আহমদ**

(১৬তম কিস্তি)

৭৯) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে কপুরথলা জামা'তের আহমদী ও গায়র আহমদীদের মাঝে সেখানকার মসজিদকে কেন্দ্রকরে একটি মোকদ্দমা হয়। যে বিচারকের কাছে এই মোকদ্দমাটি যায় সে নিজেই ছিল গায়র আহমদী আর বিরোধীও ছিল। উক্ত মোকদ্দমায় সে অনৈতিক পন্থা অবলম্বন শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে জামা'তে আহমদীয়া, কপুরথলা ঘাবড়ে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট পত্র লিখে দোয়ার জন্য আবেদন জানায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদের উত্তরে লিখেন, "যদি আমি সত্য হয়ে থাকি তাহলে মসজিদ তোমাদের হস্তগত হবে"। কিন্তু সেই বিচারক তার বিরোধিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। পরিশেষে সেই বিচারক আহমদীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত লিখে দেয়। যেদিন তার সিদ্ধান্ত প্রদান করার কথা সেই দিন ঠিক সকালে কাপড় পরিধান করে নিজ ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে একটি কেদারার ওপর বসে তার চাকরকে বুটজুতা পরিয়ে দিতে বলে। সেই চাকর বুটজুতা পরিয়ে ফিতা বাঁধা শুরু করলে হঠাৎ সে একটি শব্দ শুনতে পায় এবং ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে তার মালিক অসহায় অবস্থায় চেয়ারের ওপর উল্টে পড়ে আছে। সেই চাকর হাত দিয়ে দেখে মালিকের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে প্রাণ পাখি উড়ে গেছে। পরবর্তীতে বিচারক হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত একজন হিন্দু ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। নবনিযুক্ত বিচারক পূর্বের লেখা সিদ্ধান্ত কেটে আহমদীদের অনুকূলে নতুন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। খাকসার বর্ণনা করছি, আমার নিকট মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বলেছেন যে, আমি একবার কপুরথলা গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সেই জামা'তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই বাক্যাংশ, 'যদি আমি সত্য হয়ে থাকি তাহলে মসজিদ তোমাদের হস্তগত হবে' অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিখে সেই মসজিদে স্থাপন করা আছে। খাকসার বর্ণনা করছি, কপুরথলা অনেক পুরোনো জামা'ত আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের প্রারম্ভিক এক নিষ্ঠাবান জামা'ত। আমি শুনেছি, তাদের কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি লেখা রয়েছে যার মাঝে উদ্ধৃত আছে, "আমি আশা করি, যেভাবে কপুরথলা জামা'ত এ জগতে আমার সঙ্গ দিয়েছে, ঠিক সেভাবে জান্নাতেও তারা আমার সঙ্গী হবে।"...*(চলবে)*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার
সেক্রেটারি ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

কবিতা

আল কুরআন

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক নাসের

আল কুরআন
তুমি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র জ্যোতি
চিরস্থায়ী এক জ্বলন্ত প্রদীপ।
আল কুরআন
তুমি মহান সংবিধান
মানবতার মুক্তির একমাত্র দিশারী।
আল কুরআন
তোমায় যে করে সম্মান
তাকে জড়িয়ে রাখে
মহান আল্লাহ্‌র ভালবাসা।
আল কুরআন
তুমি নবী-রসূলগণের
কিংবদন্তি প্রতিচ্ছবি
সৃষ্টির অতুলনীয় জয়গান।
আল কুরআন
তোমার সাথে মিশে আছে
মহান আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি
মুহাম্মাদ (সা.)-এর পবিত্র প্রাণ।
আল কুরআন
তোমায় যে করে অবহেলা
তার অস্তিত্ব হয় বিলীন
যেন আগুনে পুড়ে ম্লান।
আল কুরআন
তুমি এই বিশ্বকে রেখেছ জড়িয়ে
পরম মায়া মমতার বাহুডোরে।
আল কুরআন
তুমি দেখিয়েছ মোদের
প্রত্যাশিত মুক্তির পথ
তোমাকে অগণিত সালাম।
আল কুরআন
তুমি ছিলে তুমি আছ
তুমি থাকবে চিরকাল।
আল কুরআন
তোমার চলার পথ
জনম জনম
সার্থক ইহকাল ও পরকাল।
আল কুরআন
তুমি সুখের তরী
বাড়িয়ে দাও ঈমান।
আল কুরআন
তোমার কাছে আছে গুপ্ত রহস্য
যা দেখায় মোদের
শিক্ষা, সভ্যতা, স্বাবলম্বী, আবিষ্কারের ঠিকানা।
আল কুরআন
তুমি মহান আল্লাহ্‌র কৃপার খনি
যা সারা জাহানে
মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিধ্বনি।
আল কুরআন
তোমায় পবিত্র আলিঙ্গনে
দূর হয় সব আধার।
আল কুরআন
তুমি মহান আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমত
নয়নের মণি সবার।
****

নবীওয়ালা খেলাফত

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন শেখ

শুনিয়া যান বুঝিয়া চিন্তা কর, মানবে কিনা মানবে না।
চলেছে নবীওয়ালা খেলাফতের জামানা।
চন্দ্র সূর্য দিচ্ছে প্রমাণ যার আগমন,
পবিত্র কুরআনে যার রায় নিদর্শন,
মুসায়ী ঈসা, মুহাম্মদের মাহদী,
রূপক অর্থে এক, আসলে এক না।
মাহদীর সংবাদ যখন কানেতে পৌঁছবে
নবীর আদেশ কষ্ট হইলেও বয়আত হইবে।
মুন্সী আর মৌলানা করিবে বাহানা,
দাজ্জালের ফেতনায় কান দিওনা।
সুরাইয়া জগতে ঈমান যাবে চলিয়া,
সেখান থেকে আনিবে নামাইয়া।
পারস্য বাসিন্দা ইসলামকে করবে জিন্দা,
আহমদীয়া জামা'ত হইবে রচনা
আলেম আলেমের মন্দে থাকিবে বিভোর
পড়িয়া দেখ একবার সূরা তাকাসুর।
আল্লাহ্‌র ওয়াদা ফেলিয়া কায়দায়,
করিবে পূরণ বেশি দূরে না।
নবীর উম্মত ভাগ হবে ৭৩ দলে
দলপতি সবাই জ্ঞানী রইবে না ধর্মমূলে।
নামে নামে তরিকা ব্যবসার আড্ডাখানা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হবে
কুরআনের ঠিকানা।
****

'পাক্ষিক আহ্‌মদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র 'পাক্ষিক আহ্‌মদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহ্‌মদী,**
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত

এস এম ইব্রাহীম
প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সত্যতা উপলব্ধি করে এদেশের বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান বয়আত করে ধর্মসেবায় ব্রতী হন। অরাজনৈতিক শান্তিপ্রিয় এ জামা'তকে সমসাময়িক আলেম-ওলামা সহজভাবে গ্রহণ করে নি। সেই সূচনা থেকে শুরু করে আজও এদেশে একই বিরোধিতা চলছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দিয়ে আহমদীদেরকে অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যখন নতুন এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তখন আশান্বিত হয়ে আহমদী বহু সদস্য স্বাধীনতার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অনেকে শাহাদতবরণ করে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর বাংলাদেশ নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদয় হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক এই বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাঁধনে একাকার হয়ে বসবাস করবে। সেই সম্প্রীতি বিনষ্টের প্রথম পদক্ষেপ ছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা। এরপর ৭১-এ স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি আবারও সোচ্চার হয়। ধর্মের লেবেল লাগিয়ে সদর্পে রাজনীতিতে প্রবেশ করে। রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশিদার হয়ে তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপও নিয়েছে। নিরীহ আহমদী সদস্যদের বিভিন্ন সময়ে অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছে। কথিত আছে, তাদেরই অপ্রকাশ্য মদদে উগ্রপন্থীরা খুলনায় আহমদী মসজিদে ১৯৯৯ সালে ভয়াবহ বোমা হামলা করে ৮জন আহমদী সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯০৫ সালে 'খতমে নবুওয়্যত' নামের সংগঠনটি তো প্রকাশ্যে আহমদী বিরোধী কার্যক্রম শুরু করে এবং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তৎকালীন সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বলে বগুড়ায় ঘোষণা দেয়। উক্ত সংগঠনটির দুইজন নেতা অর্থ কেলেঙ্কারিতে পড়ে দলছুট হয় যা তখনকার পত্রপত্রিকায় ফলাওভাবে প্রকাশ করে। সবশেষে আওয়ামীলীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর যুদ্ধপরাধীদের বিচারকার্য শুরু হয় এবং অনেক যুদ্ধাপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায় তারা বিভিন্ন পর্যায়ের শাস্তি ভোগ করে। ইসলামের লেবেলসর্বস্ব সেই দলগুলো অনেকটা গা ঢাকা দিলেও নতুনকরে বিভিন্ন নামে ইসলামী দল আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। পাকিস্তানকেন্দ্রিক এসব সংগঠনগুলো পাকিস্তানের মোল্লাহুযূরদের মদদপুষ্ট হয়ে আহমদী বিরোধিতায় নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করে।

২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে "হেফাজতে ইসলাম" নামে একটি ইসলামি দল গঠন করে। শুরুতে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক দল গঠন করলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অনেক ইসলামী দল তাদের সাথে যুক্ত হয়। নেপথ্যে থাকে আহমদী বিরোধী সংগঠন "খতমে নবুওয়্যত"। ঘটনার সূত্রপাত ৭ এপ্রিল ২০১৩। ঢাকায় বিশাল সমাবেশ করে সরকারের কাছে ১৩ দফা দাবি করে "হেফাজতে ইসলাম"। উক্ত ১৩ দফার ৬ নং দফায় তারা উল্লেখ করে, "সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।" নিজেদেরকে অরাজনৈতিক দল ঘোষণা করা সত্ত্বেও ২০১৩ সালের ৫ মে সরকার উৎখাতের চেষ্টায় তারা মাঠে নামে এবং ঢাকার শাপলা চত্তর অবরোধ করে এবং আশপাশের দোকান ও অফিসে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ফলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের পর ঢাকা থেকে বিতাড়িত হয়। সরকার উৎখাতে ব্যর্থ হয়ে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেও আহমদী বিরোধী কর্মকাণ্ড তারা অব্যাহত রাখে কারণ তাদের জানা আছে, পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী প্রোপাগাণ্ডায় সেখানের মোল্লাহুযূররা সফল হয়েছিল। পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী প্রোপাগাণ্ডায় মদদদাতা যে মোল্লাহুযূররা, এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ২৪০ নং পৃষ্ঠায় পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। এছাড়া পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় সংসদে আহমদী বিরোধী আইন করতে

সেখানের মোল্লাহুযূররা সফল হয়েছে এবং পরবর্তীতে সরকারের ঘাড়ে বসে পাকিস্তানকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতেও সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের "খতমে নবুওয়্যত" নেতারা প্রকাশ্যে একথা স্বীকারও করেন যে, পাকিস্তান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে তারা বাংলাদেশে "খতমে নবুওয়্যত" সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব পাকিস্তানের মত এদেশেও তারা আহমদীদের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করতে চাইবে- এটিই স্বাভাবিক। ২০১৯ ও ২০২০ সালে হেফাজতে ইসলাম ও খতমে নবুওয়্যত সংগঠন দেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদী বিরোধী অনেকগুলো সমাবেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাদ যায় নি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ঘাটুরা গ্রাম। ২০১৯ ও ২০২০ সালে ছোট এই গ্রামটিতে হেফাজতে ইসলাম ও খতমে নবুওয়্যত সংগঠন ৫০টিরও অধিক ওয়াজ মাহফিল করে। উক্ত ওয়াজ মাহফিলগুলোতে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশের বিপরীতে আহমদীয়া বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা-ই হয় মুখ্য বিষয়। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অব্দি চলতে থাকত আহমদী বিরোধী বক্তব্য। ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে বাজতে থাকত আহমদী বিরোধী গান। আহমদীদের দেখলে দিনের বেলা চলত গালিগালাজ। সুযোগ পেলেই আহমদী ঘর-বাড়িসমূহে এবং আহমদী মসজিদে ইট-পাথর মারা, রাতে চুরি করা, জিনিষপত্র নষ্ট করা ইত্যাদি যেন নৈমত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এভাবে চলছিল অনেকদিন। ২০১৯ এর একেবারে শেষের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে হেফাজতের একটি মোখালেফাতের ঝড় ওঠে। সেখানকার আহমদী বিরোধীরা সর্বদাই কোন না কোন ইস্যু খুঁজতে থাকত। সবশেষে তারা সরকারি কবরস্থানকে ইস্যু বানায়। ঘাটুরার সরকারি কবরস্থানে প্রায় শত বছর ধরে আহমদী অ-আহমদী একত্রে মৃতদের দাফন করে এসেছে। বিরোধী মোল্লাদের উস্কানিতে অনেকেই বিপথগামী হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, "এখন থেকে উক্ত সরকারি কবরস্থানে আর আহমদীদের কবর দিতে দেয়া হবে না কেননা আহমদীরা জাহান্নামি আর তাদের সাথে গোরস্থ হলে তারাও জাহান্নামি হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি'। এলাকার চেয়ারম্যান আজাদ হাজারী আঙ্গুর নিজ প্রতিশ্রুতির চরম ব্যত্যয় ঘটায়। আহমদীদের জন্য সরকারি কবরস্থানের একটি অংশ আলাদা করে দিবে বলে নির্বাচনের পূর্বে সে প্রতিশ্রুতি দেয়। পরবর্তিতে সে সরাসরি বিরোধিতায় অংশ না নিয়ে নিজ পিতা তৌহিদ মিয়াকে দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হয়।

কবরস্থানের সংস্কারের কাজ শুরু হয় মাস ছ'য়েক পূর্বে। আমরা যখন বিষয়টি প্রথম জানতে পারি তখন আমার ভাই মহিবুল্লাহ (টিটু)-কে নিয়ে এক রাতে আমি স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য আমাদের কত টাকা চাঁদা দিতে হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনাদের কোন চাঁদা লাগবে না, কাজটি আমি করাচ্ছি। আহমদীদেরকে ঘাটুরা সরকারি কবরস্থানে লাশ কবরস্থ করা হতে বিরত রাখা 'হেফাজতে ইসলামের' আহমদী বিরোধী আন্দোলনের একটা এজেন্ডা ছিল। আমরা বললাম, গ্রামের কতক লোক বলাবলি করছিল যে, আমাদেরকে এবার কবরস্থান হতে বাদ দেয়া হবে– এ বিষয়ে কিছু জানেন কি না? তিনি বলেন– মানুষ কত কথাই বলে, তা ধরে লাভ নেই, আপনারা চিন্তা করবেন না। অথচ বাস্তব চিত্র ছিল ভিন্ন। কতক অতি উৎসাহী ছেলে ও মোল্লারা নিয়মিত মিছিল করতে থাকে এবং আমাদের বাড়ি ও মসজিদ লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। আমাদের বাড়িটি মসজিদ ও কবরস্থানের মাঝখানে অবস্থিত হবার কারণে এবং পাশেই সরকারি রাস্তা থাকায় এরা মিছিল করতে করতে যায় আর বাড়ি লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। আমরা কখনও নিজেরা বের হয়ে মোকাবেলা করি আর যখন পরিস্থিতি সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন পুলিশকে ফোন করি।

৯ জুলাই ২০২০ সালে ঘাটুরা নিবাসী আহমদী সদস্যা স্বপ্না বেগম (স্বামী সাইফুল ইসলাম ফেনী, ফাজিলপুর নিবাসী) এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় এবং শিশুটি দুদিনের মধ্যে মারা যায়। সরকারি কবরস্থানে শিশুটির দাফনের বিষয়ে চেয়ারম্যানের বাড়ি যাই এবং তাকে জানালে সে বলে আপনারা

কবর থেকে তুলে ফেলে রাখা নিষ্পাপ শিশুটি লাশ

কবর দিয়ে দেন আমার পক্ষ থেকে কোন বাধা নাই। ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান সাহেবের বাবা অন্যান্য লোকদের সহায়তায় উক্ত কবরস্থানে শিশুটির দাফনে বাধা দেয়। এ বিষয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবকে জানালে তিনি আহমদী সদস্যদের সামনেই ফোন করে তাদেরকে বাধা দিতে বারণ করেন। আহমদীরা কবর খুঁড়ে লাশ দাফনের কাজ সম্পন্ন করে এবং যার যার মত বাড়ি চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃশ্যপট বদলে যায় এবং এক এক করে কতক ছেলে এবং আশেপাশের মসজিদের মোল্লারা জড় হতে থাকে। এক পর্যায়ে এই পাষণ্ডরা দুই দিনের নিষ্পাপ শিশুর লাশ কবর থেকে তুলে পাশের রাস্তায় ফেলে রাখে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ সময় তারা আহমদীদের ওপর চড়াও হয়। ইতোমধ্যে পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন এসে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন ওসি, ওসি অপারেশান, ইউ.এন.ও, এসি ল্যান্ড ছাড়া আরও অনেকে। তাদের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে বৈঠক হয় এবং তারা আহমদীদের বারবার এটাই বুঝাতে চান যে, এখন পরিস্থিতি খুবই খারাপ দয়া করে আপনারা এই শিশুর লাশ স্থানীয় কবরস্থানের বদলে দূরবর্তী কবরস্থানে দাফন করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে লাশ কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে দাফন করেন। প্রশাসনের লোকেরা আহমদী সদস্যদের আশ্বাস দিতে থাকে যে, অতি সত্ত্বর আপনাদের কবরস্থানের একটা ব্যবস্থা করা হবে। আহমদীরা পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সাথে একমত হতে পারছিল না এবং নিজেদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে আবেদন জানাতে থাকে। প্রশাসন আহমদী সদস্যদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় নি, ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের আমীর ও নায়ের আমীর সাহেবের সাথে পুলিশ প্রশাসন কথা বলে শান্তি ও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে নিজেদের দায়িত্বে শিশুর লাশ আহমদীপাড়া (কান্দিপাড়া) কবরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা করে। সেদিন মোল্লামৌলবীদের দ্বারা সংঘটিত এই ন্যাক্কারজনক অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে দেশের সুশীল সমাজের বিবেক কেঁপে ওঠে। এছাড়া সারাদিন বিভিন্ন মিডিয়া (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) গুরুত্ব দিয়ে গোরস্থ শিশুর লাশ কবর থেকে তুলে ফেলার খবরটি ফলাওভাবে প্রচার করে এবং দেশ-বিদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিবিসি সংবাদ মাধ্যম শিশুর মায়ের দীর্ঘ সাক্ষাতকার নিয়ে অহরাত্রি তা প্রচার করে। প্রায় সব জাতীয় পত্রিকা ও কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলে রাস্তায় ফেলে রাখা লাশের ছবিসহ বিষয়টি প্রচারিত হয়। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনায় গোটা বিশ্ব হতভম্ব হয়ে যায় এবং মোল্লামৌলবীদের দ্বারা সংঘটিত এমন ঘৃণ্য কাজের ফলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

কালের কণ্ঠ

১০ জুলাই ২০২০ তারিখের দৈনিক কালের কণ্ঠ ফলাও করে ঘটনাটি প্রকাশ করে। তারা লেখে, "ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার ঘাটুরায় এক নবজাতকের লাশ কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বজনদের অভিযোগ, ওই শিশুটি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের হওয়ায় এমন অমানবিক কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। পরে ওই শিশুকে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব কবরস্থানে দাফন করা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ফেনী সদর উপজেলার বাসিন্দা সাইফুল ইসলামের স্ত্রী স্বপ্না বেগম গত ৭ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খ্রিস্টিয়ান মেমোরিয়াল হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। কয়েক মাস ধরে তিনি বাবার বাড়ি ঘাটুরায় অবস্থান করছিলেন। নির্ধারিত সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ শিশুটি বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে মারা যায়। সকাল ৭টার দিকে শিশুটির লাশ ঘাটুরার কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শিশুটির বাবা সাইফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, মাইকিং করে আহমদিয়া সম্প্রদায়বিদ্বেষীদের জড়ো করা হয়। এরপর লাশ কবর থেকে তুলে কবরস্থানের সীমানাপ্রাচীরের বাইরের রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। তবে কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা তারা জানতে পারেন নি। পরবর্তী সময়ে পুলিশি পাহারায় সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কান্দিপাড়ায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব কবরস্থানে শিশুটির লাশ দাফন করা হয়।

BBC বাংলা

১১ জুলাই ২০২০ তারিখের বিবিসি বাংলা-তে এই খবরটির হেডলাইন ছিল **"আহমদীয়া শিশুর লাশ কবর থেকে তুলে ফেলে দেবার ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চাঞ্চল্য।"** তারা লেখেন: বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক নবজাতকের লাশ কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রাখার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্বজনদের অভিযোগ, "শিশুটির পরিবার আহমদীয়া সম্প্রদায়ের হওয়াতেই এমন অমানবিক কাণ্ড ঘটানো হয়েছে।" এ ঘটনায় পুলিশ বা শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে কোন মামলা দায়ের হয় নি। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন মূলত একে দুটি সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন কোন্দল হিসেবে বিবেচনা করছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সদর উপজেলার ঘাটুরা গ্রামের বাসিন্দা স্বপ্না বেগম গত মঙ্গলবার একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। নির্ধারিত সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ শিশুটি বৃহস্পতিবার

ভোরে মারা গেলে সেখানকার সরকারি একটি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই স্বপ্না বেগম জানতে পারেন স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা মাইকিং করে লোক জড়ো করে, তার সন্তানের লাশ কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রেখেছে। "শুধুমাত্র আহমদীয়া সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণেই এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটানো হয়েছে"– বলে অভিযোগ স্বপ্না বেগমের। বিবিসির সঙ্গে কথা বলার এ পর্যায়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত নবজাতকের মা। "সরকারি কবরস্থানে সব মুসলমানই তো কবর দিতে পারবে। আজকে তিনদিনের বাচ্চা, ওর কোন অপরাধ নেই, দুনিয়ার কিছুই বোঝে না। তার লাশ ওরা ফেলে দিসে।" পুলিশ, মেম্বার, ডিসি, চেয়ারম্যান তাদের কেউ কোন ব্যবস্থা নেয় নি, একটু সান্ত্বনা দিতে আসে নি। বলে নাই যে, যা হয়েছে এটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা, এটা পাপ।" ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এই বিরোধ এতো প্রকট কেন? এ প্রশ্নের জবাবে জানা যায়, বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে বিভিন্ন জেলায় হামলা ও সামাজিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। হেফাজতে ইসলামসহ সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী বেশ কিছু সংগঠন শুরু থেকেই দাবি জানিয়ে আসছে পাকিস্তান যেভাবে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে, সাংবিধানিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশেও যেন সেটা করা হয়। এই সংগঠনগুলো জোটবদ্ধ হয়ে ঢাকা, রাজশাহী, শেরপুর, নাটোর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, পঞ্চগড়, গাজীপুরসহ বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের চালিয়েছে বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি সহিংসতার খবর পাওয়া যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রচুর কওমি মাদ্রাসা থাকায় এবং হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক শক্তি বেশি হওয়ায় সেখানে এই বিরোধ প্রকট বলে মনে করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপাত্র আহমদ তবশির চৌধুরী। তিনি বলেন, "আহমদিয়া পাড়ায় থাকা মানুষদের এখনও হুমকি ধমকি দেয়া হয় কটু কথা শোনানো হয়। ইসলামি দলগুলোর ভেতরে যতোই দ্বন্দ্ব থাকুক। আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে তারা সবাই এক। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে এই গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন সময় ভাঙচুর, লুটপাট, হামলা চালিয়েছে, আহমদীয়া মসজিদ দখল করেছে।"

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আহমদীরা প্রশাসনের সকল নিম্নপদস্থ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে দেখা করেন এবং তাদের সমস্যার কথা লিখিত ও মৌখিকভাবে তুলে ধরেন। ১১ জুলাই ২০২১ তারিখ ওসি অপারেশন এবং ১২ জুলাই ২০২১ তাং ইউএনও আর ১৪ জুলাই ২০২১ তারিখ আহমদী প্রতিনিধিদল জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাত করে লিখিত আবেদন প্রদান করে। ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখ এসপি সাহেবের অফিসে গিয়ে তাকে ফোন করলে তিনি একজন এএসপি-কে আহমদীদের দায়িত্ব দিয়েছেন বলে তার সাথে কথা বলতে বলেন। এসব সাক্ষাতে তারা আহমদীদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। আহমদী সদস্যদের পক্ষ থেকে ২০ জুলাই ২০২১ তারিখ ইউএনও-কে লিখিত আবেদন জানিয়ে কবরস্থানের ন্যায্য হিস্যা দাবী করা হয়। ২৩ ও ২৪ জুলাই ২০২১ তারিখ ওসি ও এসি-ল্যান্ডের সাথে আহমদী প্রতিনিধিদল সাক্ষাত করে। ১২ ও ১৮ আগষ্ট ২০২১ তারিখ এ প্রতিনিধি দলটি আবার ইউএনও-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাদেরকে বিকল্প কবরস্থানের বিষয়ে বলেন, কিন্তু আহমদীরা এদেশের নাগরিক হিসেবে ন্যায্য হিস্যা দাবী করে। ইউএনও বলেন, এতে বিষয়টি সমাধান হবে না। ২৫ জুলাই ২০২১ তারিখে পুনরায় আহমদী প্রতিনিধিদল জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাত করে সরকারি কবরস্থানে আহমদীদের অধিকারের বিষয়ে অগ্রগতির বিষয় জানতে চাইলে তিনি তাদেরকে বিকল্প কবরস্থান বানাতে বলেন। আহমদী সদস্যরা তাদের জন্মভূমিতে কেন পরবাসী হবে, কেন শত বছরের পুরনো বাপ-দাদাদের কবরস্থানে আহমদীরা দাফন হতে পারবে না- এ প্রশ্নের জবাবে জেলা প্রশাসক বলেন, আমি বিষয়টি দেখব। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক আমাদের বিষয়ে খুবই তৎপরতা দেখান কিন্তু তাতে কোন ফল আসে নি কারণ আহমদীদের কবরস্থান করা যেতে পারে এমন উপযুক্ত কোন খাস জমি পাওয়া যায় নি। এক পর্যায়ে ইউএনও সাহেব আহমদীদের প্রস্তাব দেন, "নিজেরা যদি কবরস্থানের জন্য জমি ক্রয় করেন তাহলে আমি মাটি ভরাট ও দেয়াল দিয়ে তা কবরস্থানের উপযোগি করে দিব। আহমদী প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। আহমদী সদস্যরা স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, বর্তমান ও সাবেক মেম্বার এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করে বিষয়টির সুরাহা করার জন্য অনুরোধ জানালে তারা সবাই বলেন, আগামীতে যেকোন সমস্যায় আপনারা আমাদেরকে পাশে পাবেন। ইউএনও, ডিসি, এসি-ল্যান্ড এবং প্রশাসনের নিকট আহমদী সদস্যরা একটা খাস জমির প্রস্তাব দেয় যেটি কবরস্থানের পশ্চিম পাশে অবস্থিত কিন্তু জায়গাটা চেয়ারম্যান সাহেব অবৈধভাবে দখল করে আছেন। এক্ষেত্রে প্রশাসনের মাঝে নিরবতা পরিলক্ষিত হয়।

The Daily Star

ডেইলি স্টার পত্রিকা লেখে: In a shocking incident, some locals in Brahmanbaria Sadar upazila have allegedly removed the dead body of a baby from grave, and left the body on the roadside.

The incident happened on Thursday in Ghatura village under Suhilpur union in the upazila. Family of the baby alleged that some locals did this since they belong to the Ahmadiyya community. Those who did this are against Ahmadiyya beliefs, the baby's father Saiful Islam alleged, adding that he, however, does not know who were behind the incident. The baby girl was born prematurely on Tuesday afternoon and kept in an incubator at a Christian memorial hospital in Brahmanbaria town. The baby died on Thursday morning around 5:30am, Saiful said. She was buried at the Ghatura village graveyard around 7:00am on the same day, he said. Some anti-Ahmadiyya people from the village later made announcements in the area to gather similar minded people at the graveyard and they dug up the body of the baby from the grave and left it on the roadside outside the wall of the graveyard, Saiful alleged. Confirming the incident, Md Selim Uddin, officer-in-charge of Brahmanbaria Sadar Model Police Station, told The Daily Star that police went to the spot and recovered the body. The body was later buried around 11:30pm at an Ahmadiyya graveyard at Kandipara area of Brahmanbaria town in police presence, the OC said. Locals in the village have objection regarding burial of Ahmadiyya people in the village graveyard, said Azad Hazari Angur, chairman of Suhilpur Union Parishad. "I went to the spot after I came to know about the matter, and found the body of the deceased baby outside the graveyard," he added. The incident drew flak after it went viral in social media.

NEWAGE

নিউ এজ পত্রিকার ১১ জুলাই ২০২০ হেডলাইন ছিল: **Child's body disinterred**

তারা বিস্তারিত লিখতে গিয়ে লেখেন:

Police have not filed any case yet over the disinterring of the body of a new-born from the government graveyard in Brahmanbaria on Thursday allegedly by a group of people as the baby belonged to Ahmadyya community. Saiful Islam, the father of the baby, said that her wife Swapna Begum gave birth to a premature baby at a local hospital in the Brahmanbaria town on July 7, but it died around 5:30am on July 9. He said that Swapna's family along with other Ahmadiyya families had been living for decades at Ghatura in Brahmanbaria Sadar and used the local government graveyard for burying their loved ones. The child was also buried at the graveyard around 7:00am. Saiful alleged that, minutes after the burial, a crowd of 100-150 people, spreading anti-Ahmadiyya sentiment, disinterred the body of the child. Saiful rushed to the graveyard only to find that the body of his baby lay on outside the graveyard by it boundary wall. The child, later, was buried at the graveyard at Kandirpar, Brahmanbaria, a place used only by Ahyamdiyyas for burying their dead. The local union parishad chairman Azad Hazari Angur said that he reached the graveyard after hearing the news and saw the child already out of the grave. Brahmanbaria police superintendent Muhammad Anisur Rahman said that they were investigating the matter and actions would be taken later. SM Ibrahim, Ahmadiyya Jamaat leader of Ghatura, said that their ancestors were buried in the local government graveyard and they faced no trouble in doing that for decades. 'This is the responsibility of the state to identify the people involved in the act, and try them,' said Saiful, father of the child.

যুগান্তর

১১ জুলাই ২০২০ তারিখে "দৈনিক যুগান্তর" উক্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখে:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলায় মাইকিং করে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের এক শিশুর লাশ কবর থেকে তুলে সড়কে ফেলে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের ঘাটুরা গ্রামে এ

ঘটনা ঘটলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে বিষয়টি জানাজানি হয়। জানা গেছে, ফেনী সদর উপজেলার বাসিন্দা সাইফুল ইসলামের স্ত্রী স্বপ্না বেগম মঙ্গলবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের খ্রীস্টিয়ান মেমোরিয়াল হাসপাতালে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। স্বপ্নার বাবার বাড়ি ঘাটুরা গ্রামে। কয়েক মাস ধরে তিনি বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। নির্ধারিত সময়ের আগে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শিশুটিকে হাসপাতালে ইনকিউবেটরে রাখা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে শিশুটি মারা যায়। ধর্মীয় রীতি মেনে সকাল ৭টার দিকে শিশুটির লাশ ঘাটুরা এলাকার একটি সরকারি কবরস্থানে দাফন করা হয়। কিন্তু আহমদীয়া সম্প্রদায়ের হওয়ায় দাফনের ঘণ্টা দেড়েক পর মাইকিং করে লাশ কবর থেকে তোলার জন্য লোকজন জড়ো করে আহমদীয়া বিদ্বেষীরা। এরপর লাশ কবর থেকে তুলে কবরস্থানের বাইরের সড়কে ফেলে রেখে যায় আহমদীয়া বিদ্বেষীরা। তবে কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে সেটি জানা যায়নি। শিশুটির বাবা সাইফুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, মাইকিং করে আহমদীয়া সম্প্রদায় বিদ্বেষীদের জড়ো করা হয়। এরপর লাশ কবর থেকে তুলে কবরস্থানের সীমানা প্রাচীরের বাইরে সড়কে ফেলে রাখা হয়। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে সেটি আমরাও জানি না। পরবর্তী কালে পুলিশি পাহারায় রাত সাড়ে ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কান্দিপাড়া এলাকায় আমাদের সম্প্রদায়ের নিজস্ব কবরস্থানে নিয়ে লাশ দাফন করা হয়।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি

সবশেষ পুনরায় ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ঘাটুরা জামা'তের লাজনা সদস্যা লতিফা বেগম (৭০) মারা গেলে লাশ দাফনের প্রস্তুতি নিলে খুবই দ্রুত পুলিশ ও সিভিল প্রশাসন এসে একইভাবে আমাদের অনুরোধ করে বুঝিয়ে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিয়ে লাশ দূরবর্তী কবরস্থানে দাফন করান। লাশ দাফনের পরপরই আমরা আবার জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করতে যাই, তিনি সেই সময় বিষয়টি দেখছে, বলে আশ্বস্ত করেন। পাবলিক প্রশাসন, ইউএনও, ডিসি, এসি ল্যান্ড এদের সাথে সাক্ষাত আমরা অব্যাহত রাখি। হেফাজতের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর নীতি ও করোনার জন্য ওয়াজ-মাহফিল বন্ধ থাকায় মোখালফাতের পরিস্থিতি একটু শান্ত হয়ে আসে।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ রাতে আমাদের জামা'তের একজন লাজনা সদস্যা ও ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভোরে একজন আনসার সদস্য মারা যাওয়ার পর আমরা ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি কবরস্থানে লাশ দাফনের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান ও প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে সকালে লাশ দাফনের জন্য কবর খুঁড়তে শুরু করলে, স্থানীয় চেয়ারম্যান-এর বাবা দুটি মসজিদে মাইকিং করে আহমদীদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে লোক জমিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তারা তাদের অনৈতিক অভিপ্রায়ে সফল হতে পারে নি। পরে চেয়ারম্যান নিজেও তাতে যোগ দেন আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা চেয়ারম্যানের দ্বিমুখী চেহারা সকলের সামনে উন্মোচন করে দেন। মেম্বার মহসিন খন্দকার প্রকাশ্যে আমাদের পক্ষে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সফলতা দান করুন ও ন্যায়ের পথে কথা বলার সৎ সাহস বাড়িয়ে দিন। দীর্ঘ আলোচনার পর বিকল্প কবরস্থানের চেষ্টা করবেন– প্রশাসনের এই অনুরোধে দূরবর্তী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের কবরস্থানে দুজনের লাশ দাফন করা হয়। পরবর্তীতে ২৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আমরা উপজেলা নির্বাহি অফিসারের সাথে পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতে গেলে তিনি সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে শান্তির স্বার্থে আমাদের বিকল্প কবরস্থানের কথা বলেন। যেহেতু খাসজমি পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু আমরা জমি দিলে সরকার তিন থেকে চার লাখ টাকা খরচ করে তা কবরস্তানের উপযোগি করে দিবে বলে তিনি জানান। তবে তিনি আমাদের চলাচলের রাস্তাটি বড় করে দেবেন যাতে সহজে চলাচল করা যায়।

দাফনে বাঁধা দেওয়ায় শঙ্কার মাঝে আহমদী সদস্যরা

BBC বাংলা

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের বিবিসি বাংলা'র খবরে বলা হয় "গতকাল রাতে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ৪৭ বছর বয়সের এক নারী এবং ৭০ বছর বয়সী এক পুরুষ মারা যায়। এই দু'জনের লাশ দাফন নিয়ে বিরোধিতার সৃষ্টি হয় সেখানে। স্থানীয় জনগণ সেখানে এসে হাতাহাতি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের একজন নেতা এস.এম. সেলিম বলেন, বাধার মুখে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরবর্তীতে তারা অন্যত্র এই লাশ দাফন করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নির্বাহি কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইয়ামীন হোসেন বলেছেন, গ্রামটিতে প্রশাসনের মাধ্যমে আলাদা কবরস্থান করার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এবিষয়টি নিয়ে সতর্ক বক্তব্য দিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এমপি ওবায়দুর মুক্তাদির চৌধুরী। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিভক্তি রয়েছে। যেমন, শিয়াদের কবরে সুন্নীদের কবর দিতে দেয় কিনা আমার জানা নেই। এগুলো সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিষয়। তবে আমি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে বলতে পারি, আমার কাছে সবাই সমান। সবাইকে একত্রে কবর দিলেও কোন সমস্যা নেই আবার নানান স্থানে ভাগ করে দিলেও কোন সমস্যা নেই।"

নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত একদর আহমদী মুসলিম হিসেবে আমাদের নিবেদন হল, জামা'তের প্রতিটি সদস্য এদেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক এবং পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শান্তিপ্রিয়, সুশীল এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে সুনামের সাথে বসবাস করছে। বাংলাদেশ একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এদেশের সকল নাগরিকের অধিকার সমান। দেশের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকে সমভাবে নাগরিক অধিকার পাবে- এটিই আমাদের সংবিধানে লেখা আছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা প্রত্যেক সরকারের মূল আবশ্যকীয় কর্তব্য। আহমদী সদস্যদের প্রত্যাশা হল, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সর্বপরি সরকার বিষয়টি আমলে নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা

গ্রাম + পোষ্টঃ ঘাটুরা, থানা ও জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৪ই জুলাই ,২০২০খ্রি.

বরাবর
জেলা প্রশাসক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বিষয়বস্তুঃ সরকারি কবরস্থান হতে তিন দিনের শিশুর লাশ উত্তোলন করে রাস্তায় ফেলে রাখা ধর্মের লেবাসধারী দুষ্কৃতকারীদের বিচার ও সরকারি কবরস্থানের ভূমি সীমানা চিহ্নিত করে দেয়ার আবেদন।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরার প্রতিটি সদস্য ও আমাদের পূর্বপুরুষগন শতবর্ষেরও অধিক সময় ব্যাপি অত্র গ্রামে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছি। অত্র গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগনের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির উদ্যোক্তা, জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জনাব দিল্লুর আলী হাজারী ও তার সন্তানগণ ছিলেন আহমদীয়া জামাতের সদস্য।

সম্প্রতি সদর উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের ঘাটুরা গ্রামের অধিবাসী জনাব আব্দুর রাজ্জাকের কন্যা মোছাম্মত স্বপ্না আক্তারের (স্বামী- সাইফুল ইসলাম, পিতা- মুক্তিযোদ্ধা রেজুওয়ানুল হক) নবজাতক শিশুর তিন দিনের দিন মৃত্যু ঘটলে স্থানীয় ইউ.পি চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মতিক্রমে তাকে ঘাটুরা সরকারি কবরস্থানে দাফন করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দাফনের কিছুক্ষণ পর উগ্র-ধর্মান্ধরা মসজিদের মাইকে ঘোষনা দিয়ে কিছু সংখ্যক বিপথগামী যুবকদের একত্রিত করে তিন দিনের এই নবজাতক নিষ্পাপ শিশুর লাশকে কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে, যা অত্যন্ত গর্হিত, বিবেক বর্জিত ও মানবাধিকর লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরন। যদিও পরে পুলিশ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মৃত নবজাতকের উপড়ে ফেলা সেই লাশ শহরের কান্দিপাড়ার কবরস্থানে দাফন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত সরকারি কবরস্থানে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দাফন করে আসছি। অত্যন্ত অমানবিক এই পৈশাচিক ঘটনা উগ্র-ধর্মান্ধদের বিকৃত মানসিকতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। কেননা, মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ফিরকা এবং দল-উপদল যেভাবে বাংলাদেশে মুসলমান হিসাবে স্বীকৃত, তেমনিভাবে আমরা, অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরাও মুসলমান হিসাবে পরিগণ্য। অতএব এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মুসলমানদের গোরস্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আহমদী মুসলমানের কবর হবে না একথা সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমাদের জন্য অবিশ্বাস্য!

আমরা ঘাটুরাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যবৃন্দ আমাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার হরণ করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এ ঘৃন্য অপরাধের সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। একইসাথে, যদি উগ্র-ধর্মান্ধদের চাপে আমাদেরকে সরকারি সাধারণ গোরস্থানে (যা আপনার মালিকানাধীন ১নং খাস খতিয়ান ভুক্ত ভূমি) দাফন হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য সরকারি গোরস্থান চিহ্নিতক্রমে বরাদ্দ করার দাবি জানাচ্ছি। উল্লেখ যে, কবরস্থান সৃষ্টি হবার পর হতে ইজমালি (যেখানে ভূমি উপযুক্ত সেখানে দাফন) ভাবে দাফন করে আসলেও পরবর্তীতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাহেব কর্তৃক মৌখিকভাবে চিহ্নিত কবরস্থানের পশ্চিম অংশে গত কয়েক বছর যাবত আমরা আমাদের মৃতদের লাশ দাফন করে আসতেছি ।

অতএব আমাদের আবেদন সদয় বিবেচনা করতঃ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেন মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত

এস এম সেলিম
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ঘাটুরা।
মোবাইল নং- ০১৭১২-৫২৩৮৩৬।

এস এম ইব্রাহীম
প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ঘাটুরা।

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা

গ্রাম + পোষ্টঃ ঘাটুরা, থানা ও জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২৩ নবেম্বর,২০২১খ্রি ঃ

বরাবর
উপজেলা নির্বাহি অফিসার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর

বিষয় ঃ সরকারি কবরস্থানের ভূমি সীমানা চিহ্নিত/ ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের আবেদন।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরার সদস্যগণ ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শতবর্ষের ও অধিক সময় ব্যাপি অত্র গ্রামে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছি। গত বছর ৯ই জুলাই, ২০২০ তারিখে সদর উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের আমাদের ঘাটুরা গ্রামে একটি নবজাতক শিশুর লাশ সরকারি কবরস্থানে দাফনের কিছুক্ষণ পর উগ্র-ধর্মান্ধরা মসজিদের মাইকে ঘোষনা দিয়ে কিছু সংখ্যক বিপথগামী যুবকদের একত্রিত করে তিন দিনের এই নবজাতক নিষ্পাপ শিশুর লাশকে কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে, যা অত্যন্ত গর্হিত, বিবেক-বর্জিত ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরন। যদিও পরে পুলিশ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মৃত নবজাতকের উপড়ে ফেলা সেই লাশ শহরের কান্দিপাড়ার কবরস্থানে দাফন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ে উক্ত সরকারি কবরস্থানে আমাদের প্রায় ৫০ জন পূর্বপুরুষদের লাশ দাফন করা হয়েছে। ঐ ঘটনার পর আমরা আপনার বরাবর উল্লেখিত বিষয়ে একটি দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু এরপর একটি বছর পার হয়ে গেলেও আমরা আজও কোন প্রতিকার পাইনি। গত ০৪/১০/২০২১ তারিখে আমাদের একজন মৃত্যুবরণ করলে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেব আমাদেরকে সরকারি গোরস্তানে লাশ দাফনের বিষয়ে সহযোগিতার কথা বলেন এবং প্রশাসনের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বস্থ করেন। কিন্তু এর ঘন্টাখানেক পর পুলিশ এবং প্রশাসনের উপস্থিতিতে আমাদেরকে গতবারের মত কবরস্তান বিষয়ে আপনার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে লাশ কান্দিপাড়ায় দাফনের কথা বলেন। কিন্তু এভাবে বিষয়টি সময় পার হলে আর কিছুই হয়না যার প্রমান ঐ দিনের ঘটনা। আপনি এ উপজেলার সম্মানিত ও যোগ্য অবিভাবক,আপনার নিকট হতে আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির আবেদন করছি। আমরা ঘাটুরাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যবৃন্দ এদেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে আপনার নিকট আমাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছি। আমাদেরকে অপনার মালিকানাধীন সরকারি সাধারণ গোরস্থানের ভূমি (১নং খাস খতিয়ান ভূক্ত ভূমি) চিহ্নিতকরণ/সরকারি খাস ভূমি বন্দোবস্তত প্রদানের দাবি জানাচ্ছি। কবরস্তান বিষয়ে আমরা সদয় দৃষ্টি কামনা করছি এবং এ বিষয়ে স্থায়ী সমাধান এর আবেদন করছি।

অতএব আমাদের আবেদন সদয় বিবেচনা করতঃ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের জন্য কবরস্থানের ভূমি চিহ্নিত/ভূমি বরাদ্দ করে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেন মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর

এস এম সেলিম
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ঘাটুরা।
ফোন নং- ০১৭১২-৫২৩৮৩৬

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা

গ্রাম + পোষ্টঃ ঘাটুরা, থানা ও জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

০৪ অক্টোবর,২০২১খ্রি ঃ

বরাবর
জেলা প্রশাসক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বিষয় ঃ সরকারি কবরস্থানের ভূমি সীমানা চিহ্নিত/ ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের আবেদন।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরার সদস্যগণ ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শতবর্ষের ও অধিক সময় ব্যাপি অত্র গ্রামে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছি। গত বছর ৯ই জুলাই, ২০২০ তারিখে সদর উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের আমাদের ঘাটুরা গ্রামে একটি নবজাতক শিশুর লাশ সরকারি কবরস্থানে দাফনের কিছুক্ষণ পর উগ্র-ধর্মান্ধরা মসজিদের মাইকে ঘোষনা দিয়ে কিছু সংখ্যক বিপথগামী যুবকদের একত্রিত করে তিন দিনের এই নবজাতক নিষ্পাপ শিশুর লাশকে কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে, যা অত্যন্ত গর্হিত, বিবেক-বর্জিত ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরন। যদিও পরে পুলিশ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মৃত নবজাতকের উপড়ে ফেলা সেই লাশ শহরের কান্দিপাড়ার কবরস্থানে দাফন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ে উক্ত সরকারি কবরস্থানে আমাদের প্রায় ৫০ জন পূর্বপুরুষদের লাশ দাফন করা হয়েছে। ঐ ঘটনার পর আমরা আপনার অনুমতিতে আপনার বরাবর উল্লেখিত বিষয়ে একটি দরখাস্ত করেছিলাম(কপি সংযুক্ত), কিন্তু এরপর একটি বছর পার হয়ে গেলেও আমরা আজও কোন প্রতিকার পাইনি। আজ আমাদের একজন মৃত্যুবরণ করলে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেব আমাদেরকে সরকারি গোরস্তানে লাশ দাফনের বিষয়ে সহযোগিতার কথা বলেন এবং প্রশাসনের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বস্থ করেন। কিন্তু এর ঘন্টাখানেক পর পুলিশ এবং প্রশাসনের প্রতিনিধিগণ আমাদেরকে গতবারের মত কবরস্তান বিষয়ে আপনার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে লাশ কান্দিপাড়ায় দাফনের কথা বলেন। কিন্তু এভাবে বিষয়টি সময় পার হলে আর কিছুই হয়না যার প্রমান আজকের ঘটনা। আপনি এ জেলার সম্মানিত ও যোগ্য অবিভাবক,আপনার নিকট হতে আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির আবেদন করছি। আমরা ঘাটুরাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যবৃন্দ এদেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে আপনার নিকট আমাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছি। আমাদেরকে অপনার মালিকানাধীন সরকারি সাধারণ গোরস্থানের ভূমি (১নং খাস খতিয়ান ভূক্ত ভূমি) চিহ্নিতকরণ/ ভূমি বন্দোবস্ত করার দাবি জানাচ্ছি। কবরস্তান বিষয়ে আমরা সদয় দৃষ্টি কামনা করছি এবং এ বিষয়ে স্থায়ী সমাধান এর আবেদন করছি।

অতএব আমাদের আবেদন সদয় বিবেচনা করতঃ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের জন্য কবরস্থানের ভূমি চিহ্নিত/ভূমি বরাদ্দ করে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেন মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত
এস এম সেলিম
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ঘাটুরা।
ফোন নং- ০১৭১২-৫২৩৮৩৬।

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা

গ্রাম + পোষ্টঃ ঘাটুরা, থানা ও জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৫ই জুলাই ,২০২০খ্রি.

বরাবর
পুলিশ সুপার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বিষয়বস্তু: সরকারি কবরস্থান হতে তিন দিনের শিশুর লাশ উত্তোলন করে রাস্তায় ফেলে রাখা ধর্মের সেবাসধারী দুষ্কৃতকারীদের বিচার ও সরকারি কবরস্থানের ভূমি সীমানা চিহ্নিত করে দেয়ার আবেদন।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরার প্রতিটি সদস্য ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শতবর্ষেরও অধিক সময় ব্যাপি অত্র গ্রামে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছি। অত্র গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগনের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির উদ্যোক্তা, জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জনাব দিলুর আলী হাজারী ও তার সন্তানগণ ছিলেন আহমদীয়া জামাতের সদস্য।

সম্প্রতি সদর উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের ঘাটুরা গ্রামের অধিবাসী জনাব আব্দুর রাজ্জাকের কন্যা মোছাম্মত স্বপ্না আক্তারের (স্বামী- সাইফুল ইসলাম, পিতা- মুক্তিযোদ্ধা রেজুওয়ানুল হক) নবজাতক শিশুর তিন দিনের দিন মৃত্যু ঘটলে স্থানীয় ইউ.পি চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মতিক্রমে তাকে ঘাটুরা সরকারি কবরস্থানে দাফন করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দাফনের কিছুক্ষণ পর উগ্র-ধর্মান্ধরা মসজিদের মাইকে ঘোষনা দিয়ে কিছু সংখ্যক বিপথগামী যুবকদের একত্রিত করে তিন দিনের এই নবজাতক নিষ্পাপ শিশুর লাশকে কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে, যা অত্যন্ত গর্হিত, বিবেক-বর্জিত ও মানবাধিকর লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরন। ঘটনার পর পরই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মাইকিং শুনে তা বন্ধ করান। পরবর্তীতে আমাদের অনিচ্ছা সত্তেও পুলিশ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মৃত নবজাতকের উপড়ে ফেলা সেই লাশ শহরের কান্দিপাড়ার কবরস্থানে দাফন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত সরকারি কবরস্থানে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দাফন করে আসছি। অত্যন্ত অমানবিক এই পৈশাচিক ঘটনা উগ্র-ধর্মান্ধদের বিকৃত মানসিকতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। কেননা, মতবিরোধ থাকা সত্তেও বিভিন্ন ফিকহা এবং দল-উপদল যেভাবে বাংলাদেশে মুসলমান হিসাবে স্বীকৃত, ঠেমনিভাবে আমরা, অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরাও মুসলমান হিসাবে পরিগণ্য। অতএব এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মুসলমানদের গোরস্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানের কবর হবে না একথা সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমাদের জন্য অবিশ্বাস্য।

আমরা ঘাটুরাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যবৃন্দ আমাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার হরণ করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এ ঘৃন্য অপরাধের সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। একইসাথে, যদি উগ্র-ধর্মান্ধদের চাপে আমাদেরকে সরকারি সাধারণ গোরস্থানে দাফন হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য সরকারি গোরস্থান চিহ্নিতক্রমে বরাদ্দ করার দাবি জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, কবরস্থান সৃষ্টি হবার পর হতে ইজমালি (যেখানে ভূমি উপযুক্ত সেখানে দাফন) ভাবে দাফন করে আসলেও পরবর্তীতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাহেব কর্তৃক মৌখিকভাবে চিহ্নিত কবরস্থানের পশ্চিম অংশে গত কয়েক বছর যাবত আমরা আমাদের মৃতদের লাশ দাফন করে আসতেছি ।

অতএব আমাদের আবেদন সদয় বিবেচনা করতঃ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহনে যেন মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত

এস এম সেলিম
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ঘাটুরা।
মোবাইল নং- ০১৭১২-৫২৩৮৩৬।

এস এম ইব্রাহীম
প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ঘাটুরা।

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা

গ্রাম + পোষ্টঃ ঘাটুরা, থানা ও জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২০শে জুলাই ,২০২০খ্রি.

বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর।

বিষয়: সরকারি কবরস্থান হতে তিন দিনের শিশুর লাশ উত্তোলন করে রাস্তায় ফেলে রাখা ধর্মের সেবাসধারী দুষ্কৃতকারীদের বিচার ও সরকারি কবরস্থানের ভূমি সীমানা চিহ্নিত করে দেয়ার আবেদন।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরার প্রতিটি সদস্য ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শতবর্ষেরও অধিক সময় ব্যাপি অত্র গ্রামে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছি। অত্র গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগনের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির উদ্যোক্তা, জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জনাব দিলুর আলী হাজারী ও তার সন্তানগণ ছিলেন আহমদীয়া জামাতের সদস্য।

সম্প্রতি সদর উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের ঘাটুরা গ্রামের অধিবাসী জনাব আব্দুর রাজ্জাকের কন্যা মোছাম্মত স্বপ্না আক্তারের (স্বামী- সাইফুল ইসলাম, পিতা- মুক্তিযোদ্ধা রেজুওয়ানুল হক) নবজাতক শিশুর তিন দিনের দিন মৃত্যু ঘটলে স্থানীয় ইউ.পি চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মতিক্রমে তাকে ঘাটুরা সরকারি কবরস্থানে দাফন করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দাফনের কিছুক্ষণ পর উগ্র-ধর্মান্ধরা মসজিদের মাইকে ঘোষনা দিয়ে কিছু সংখ্যক বিপথগামী যুবকদের একত্রিত করে তিন দিনের এই নবজাতক নিষ্পাপ শিশুর লাশকে কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে, যা অত্যন্ত গর্হিত, বিবেক-বর্জিত ও মানবাধিকর লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরন। যদিও পরে পুলিশ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মৃত নবজাতকের উপড়ে ফেলা সেই লাশ শহরের কান্দিপাড়ার কবরস্থানে দাফন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত সরকারি কবরস্থানে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দাফন করে আসছি। অত্যন্ত অমানবিক এই পৈশাচিক ঘটনা উগ্র-ধর্মান্ধদের বিকৃত মানসিকতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। কেননা, মতবিরোধ থাকা সত্তেও বিভিন্ন ফিকহা এবং দল-উপদল যেভাবে বাংলাদেশে মুসলমান হিসাবে স্বীকৃত, ঠেমনিভাবে আমরা, অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরাও মুসলমান হিসাবে পরিগণ্য। অতএব এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মুসলমানদের গোরস্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আহমদী মুসলমানের কবর হবে না একথা সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমাদের জন্য অবিশ্বাস্য।

আমরা ঘাটুরাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যবৃন্দ আমাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার হরণ করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এ ঘৃন্য অপরাধের সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। একইসাথে, সরকারি সাধারণ গোরস্থানে (১নং খাস খতিয়ান ভূক্ত ভূমি) আমাদের জন্য চিহ্নিতক্রমে বরাদ্দ করার দাবি জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, কবরস্থান সৃষ্টি হবার পর হতে ইজমালি (যেখানে ভূমি উপযুক্ত সেখানে দাফন) ভাবে দাফন করে আসলেও পরবর্তীতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাহেব কর্তৃক মৌখিকভাবে চিহ্নিত কবরস্থানের পশ্চিম অংশে গত কয়েক বছর যাবত আমরা আমাদের মৃতদের লাশ দাফন করে আসতেছি ।

অতএব আমাদের আবেদন সদয় বিবেচনা করতঃ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেন মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত

এস এম সেলিম
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ঘাটুরা।
মোবাইল নং- ০১৭১২-৫২৩৮৩৬

এস এম ইব্রাহীম
প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ঘাটুরা।

সংবাদ

স্বতঃস্ফূর্তভাবে মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের ৪২তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০২১ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ১৬, ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের ৪২তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুল্লিাহ্। সারা বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে গত বছর নির্ধারিত ইজতেমা করা সম্ভব হয়নি তাই এ বছরের ইজতেমা আমাদের সকলের জন্য অনেক অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ইজতেমা আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের জন্য একটি মিলনমেলা। এতে উপস্থিত সদস্যগণ বিভিন্ন তা'লীম, তরবিয়ত ও নসিহত লাভে যেমন আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নতি লাভ করে তেমনই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনেক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। এছাড়া আহমদী ভাইদের একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ লাভে গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি হয়।

১৬ ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বকশীবাজার দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে এই ইজতেমার উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন মোহতরম আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পাশাপাশি মজলিম আনসারুল্লাহ্‌র পতাকা উত্তোলন করেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা, আহাদ পাঠ, ও দোয়া পরিচালনা করা হয়, অতঃপর বেলুন উড়িয়ে ইজতেমার উদ্বোধন কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করেন মোহতরম ইনসান আলী ফকির এবং নযম পরিবেশন করেন মোহতরম মাহবুবুর রহমান। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তরবিয়তী বক্তৃতা হিসেবে 'বিজয় দিবস ও ইসলামের দৃষ্টিতে দেশপ্রেম'- বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন মোহতরম মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। যথারীতি সদর মজলিসের ভাষণের মাধ্যমে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

দুপুরের খাবার এবং নামায যোহর ও আসর জমা হওয়ার পর খেলাধূরার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অতঃপর ইজতেমার বিশেষ আকর্ষণ সাংগঠনিক অনুষ্ঠান ইজলাসে আম (ভার্চুয়াল) অনুষ্ঠিত হয় নামায মাগরিব ও ইশা জমা হওয়ার পর। লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদের ইমাম মোহতরম মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব এই অনুষ্ঠানে 'আল খাইরু কুল্লুহু ফিল কুরআন' এই বিষয়ে তার মহামূল্যবান তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। রাতে লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন তা'লীমী প্রতিযোগিতা এবং খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ডিসেম্বর রোজ শনিবার সকালে পয়গামে রেসানী, কুইজ প্রতিযোগতা ও স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য দুই দিনই তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা ছিল। তারপর সকাল ১০টা থেকে সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সদর আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করেন যথারীতি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী নাসের ভাই। এর বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সাধারণ বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মোহতরম মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, নায়েব কায়েদ উমুমী আর অর্থ বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মোহাতরম মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, নায়েব সদর ও কায়েদ মাল। এরপর বিশেষ অতিথির ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোর্শেদ, সেক্রেটারী ৪২তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা-২০২১। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ, ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের জাতীয় বার্ষিক ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

চট্টগ্রাম জামা'তের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/১০/২০২১ ইংরেজি শুক্রবার দিনব্যাপী মসজিদ বাইতুল বাসেত, চট্টগ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন করা হয়। প্রথম অধিবেশন সকাল ১০টায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মঈন আল হোসাইনী সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। এই সভায় চট্টগ্রাম আহমদীয়া জামা'তের ৯৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মোহতরম মোহাম্মদ আলমগীর সাহেব। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব গিয়াস উদ্দীন সাহেব। পরবর্তীতে সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে বক্তৃতা পর্ব শুরু করেন।' মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.)'- এ বিষয়ের বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক জামাল উদ্দীন সাহেব। এছাড়াও হযরত 'মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব ও সত্যতা'- এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আলহাজ্জ আব্দুল মাবুদ মুন্সি সাহেব। বক্তব্যপর্বের শেষ পর্যায়ে হযরত 'মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়্যত লাভ ও ইসলাম প্রচার'- এ বিষয়ে আলোচনা করেন মোয়াল্লেম জনাব ওয়ালিউর রহমান। শেষ পর্যায়ে সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দিনব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা.)-এর ২য় অধিবেশন শুরু হয় বাদ জুমুআ বিকাল ৩ টায়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের আমীর খালিদুর রহমান ভুঁইঞা সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় চট্টগ্রাম আহমদীয়া জামা'তের (৭ জন মেহমানসহ) ২২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজ সাহেব। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব। পরবর্তীতে বক্তৃতা পর্বের শুরুতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শৈশব কালের স্মৃতিচরণ করে বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মঈন আল হোসাইনী সাহেব। এছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)– এবিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পতেঙ্গা হালকার প্রসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ শাকিল সাহেব। আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্বব্যাপী খাঁটি ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূমিকা বিষয়ে মুরব্বি সিলসিলা জনাব নাভিদুর রহমান। এই পর্বের শেষ পর্যায়ে 'কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান শান ও মর্যাদা'– বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মুরব্বি সিলসিলা মাওলানা খুরশিদ আলম সাহেব। শেষ পর্যায়ে সভার সভাপতি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের আমীর মোহতারম খালেদুর রহমান ভুঞা সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভার সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের তবলীগ সেক্রেটারি আলহাজ্জ শাহাবুদ্দিন খালেদ সাহেব।

মোহাম্মদ শামশুদ্দীন হেলাল
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম

সোনারগাঁ জামা'তে মহান সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন

গত ৩০ অক্টোবর ২০২১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সোনারগাঁ-এর উদ্যোগে মহান সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব নূর মোহাম্মদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আব্দুল্লাহ আল্ মামুন পলক (বড় আতফাল)। এরপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন আরিফুজ্জামান রাকিব এবং বাংলা নযম পরিবেশন করেন ইকরাম আহমেদ ওয়ালিদ (ছোট আতফাল)। অতঃপর হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, জনাব কাউসার আহম্মেদ রাজীব, জনাব হানিফ কবির, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম পলাশ।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, নাসেরাতসহ মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাউসার আহমেদ রাজীব, *সেক্রেটারি তরবিয়ত*
আহমীয়া মুসলিম জামাত, সোনারগাঁ।

কোড্ডা জামা'তে মহান সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ২০/১০/২১ইং রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডার উদ্যোগে বাদ মাগরিব জনাব মোস্তাক আহমদ ভূইয়া প্রেসিডেন্ট কোড্ডা-এর সভাপতিত্বে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মারুফ আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব সিবগাতুর রহমান সাহেব। সভাতে রসূলে করীম (সা.)-এর বংশ, জন্ম ও সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করেন পর্যায়ক্রমে জনাব এনামুল হক ইন্টু এবং মোয়াল্লেম আব্দুল হাকীম সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেব তার মূল্যবান বক্তৃতা ও দোয়ার পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৪০ জন।

মোস্তাক আহমদ ভূইয়া, *প্রেসিডেন্ট*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোড্ডা

নারায়ণগঞ্জ জামা'তে মহান সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ৩ ডিসেম্বর ২০২১ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ফালাহউদ্দিন আহমদ। উর্দু নযম উপস্থাপন করেন জনাব চৌধুরী আজহারুল ইসলাম রবিন। এরপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। মহানবী (সা.)-এর ক্ষমাশীলতা ও মহানুভবতা বিষয়ে ঈমান উদ্দীপক বক্তৃতা প্রদান করেন মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন সাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেব মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে স্থানীয় আমীর জনাব মোহাম্মদ ফযল মাহমুদ সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা শেষ হয়। এই জলসায় ২৮ জন জেরে তবলীগসহ মোট ২০৩ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে একজন বয়আত করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

মোহাম্মদ ফযল মাহমুদ, *আমীর*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বড়চরের সাবেক সেক্রেট-ারি মাল ও মজলিস আনসারুল্লাহ্, বড়চরের মুন্তাযেম উমুমী, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শাব্বির আহমদ সাহেব গত ০৫/১২/২০২১ খ্রী. বিকাল ৫:২৫ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

মরহুমকে ০৬/১২/২০২১ তারিখে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অফ অনার প্রদান করেন নবীগঞ্জের U.N.O জনাব শেখ মহিউদ্দীন সাহেব। গার্ড অফ অনার শেষে U.N.O মহোদয়সহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা, কবি ও লেখক মরহুমের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেন। মরহুমকে তার নিজ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে এক ছেলে, এক মেয়ে বহু নাতি নাতনি ও অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান। আপনারা সবাই মরহুমের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন, আমীন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, *প্রেসিডেন্ট*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বড়চর

বৈবাহিক সংবাদ

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশিসের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশিস বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

▪ গত ০৮/১০/২০২১ মিলি আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ ইশ্‌হাক, ২৫ বি, ব্লক-ই, ১ম কলোনী, মিরপুর-১, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, (রাব্বী), পিতা: মোহাম্মদ আফজাল, ২৫ বি, ব্লক-ই, ১ম কলোনী, মিরপুর-১, ঢাকা-এর বিবাহ ২০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০২১

▪ গত ১১/০১/২০১৮ লুনা আক্তার বৃষ্টি, পিতা: মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, গ্রাম- দেওয়ান টুলি, মাহিগঞ্জ, রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ উমর আলী, পিতা: মরহুম হাফেজ সেকান্দর আলী, বিল্ডিং নং-৩, ফ্লাট-২-সি, খালেক সিটি গাবতলী মিরপুর ঢাকা-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/= (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০২৪

▪ গত ৩১/১০/২০২১ জুমা আক্তার, পিতা: তাজ নূর, বীর গাঁও, সুনামগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ কয়েস মিয়া, পিতা: মোহাম্মদন নূরুল ইসলাম, নোয়াগাঁও, সুনামগঞ্জ-এর বিবাহ ১৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০২২

▪ গত ১১/০১/২০১৮ সুমাইয়া জামান, পিতা: আতিকুজ্জামান, জামান ভিলা, সুহিলা, দাপুনিয়া, ময়মনসিংহ-এর সাথে মোহাম্মদ ফরহাদুজ্জামান, পিতা: মরহুম মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ৫২/৬ মিরপুর, ঢাকা-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০২৫

▪ গত ২৮/০১/২০১৮ রজনী আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ আবুজার রহমান, গ্রাম:যতীন্দ্রনগর, পো: যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ হাসান মিয়া, পিতা: মোহাম্মদ সাইদুল হক মৃদা, কুকুয়া, আমতলী, বরগুনা-এর বিবাহ ১০০০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০২৩

▪ গত ০৩/০২/২০১৮ আসিফা মাহ্‌মুদ (রিফাত), পিতা: মাহ্‌মুদ আলম খান, বাড়ী # ০৬, রোড # ০৬, মিরপুর # ৬, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ আতাহার আহমেদ (সোহাগ), পিতা: মোহাম্মদ নাছির আহমেদ ২৮৯ পূর্ব নাখালপাড়া, ঢাকা-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০২৬

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনাব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহঙ্কার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

বিষ্ণুপুর মসজিদ– সেকাল ও একাল

বিষ্ণুপুরের পুরাতন মসজিদের সামনে আহমদী সদস্যবৃন্দ

বিষ্ণুপুরে নবনির্মিত মসজিদ ভবনের সামনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সাথে আহমদী সদস্যবৃন্দ

New Vol. No. 84 | 12th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

31st December, 2021 ❑ Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

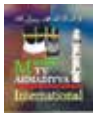

MTA-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।** পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০।**

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০।**

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০।**

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০।**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা **হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন-এ

"বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ"

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ইংরেজি পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। প্রথম সংস্করণের অংশে আরো যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ-রিডিং, মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কার দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO JUNCTION ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা),
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন),
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময়:
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)